মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৩তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০১০

www.at-tahreek.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষঃ	৭ম সংখ্যা
রবী. আখের-জুমা. উলা.	১৪৩১ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ	১৪১৬-১৭ বাং
এপ্রিল	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম
সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইলঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইলঃ tahreek@ymail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আল-ইসতিকলাল মসজিদ, ইন্দোনেশিয়া।
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(১৯তম কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ মানব সৃষ্টির ইতিহাস ১৭
-রফীক আহমাদ

❑ ইখলাছ মুক্তির পাথেয় *(শেষ কিস্তি)* ২২
-ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

❑ হেদায়াত ২৬
-যহূর বিন ওছমান

✡ **মহিলা ছাহাবী :** ২৯

◆ উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফিয়ান (রাঃ
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

✡ **নবীনদের পাতা :** ৩৩

◆ ইয়েমেনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের শ্যেনদৃষ্টি
-মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৫

◆ মৃত্যুর মুখে অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব
◆ আদর্শ মা-বাবার যোগ্য ছেলে

✡ **ক্ষেত-খামার :** ৩৭

◆ মৌমাছির চাষ ও মধুর উপকারিতা
◆ ডাল চাষ করে কোটিপতি

✡ **কবিতা :** ৩৯

◆ জন্ম এমন দেশে ◆ দৃপ্তশপথ
◆ নামে মুসলমান ◆ আজব ইনসান

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪০

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৪

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

✡ **পাঠকের মতামত** ৪৮

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সার্বভৌমত্ব দর্শন

টেরিটরি, পপুলেশন, গভর্ণমেন্ট ও সভারেন্টি তথা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমত্ব-এই চারটি স্তম্ভ মিলে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এর মধ্যে সার্বভৌমত্বের স্থান সবার উপরে। যা না থাকলে তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ও সরকার ছিল। কিন্তু সার্বভৌমত্ব ছিল না বিধায় তা কোন রাষ্ট্র বলে অভিহিত হ'ত না। এক্ষণে সার্বভৌমত্ব বলতে সেই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে বুঝায়, যাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। রাষ্ট্রের ভিতরে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে ক্ষমতা মেনে চলে এবং না মানলে দণ্ডনীয় হয়। যে শক্তি বিদেশের কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, সেটাই হ'ল সার্বভৌম শক্তি। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বাইরে প্রযোজ্য হয় না। কেননা তাতে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লংঘিত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা হ'ল সর্বব্যাপক, স্থায়ী, অবিভাজ্য, হস্তান্তরের অযোগ্য, মৌলিক, চরম ও সীমাহীন। দেহের মধ্যে আত্মা যেমন সকল শক্তির উৎস। অথচ তাকে দেখা যায় না। সেটি কোথায় থাকে তাও বলা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায়। অমনিভাবে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের কোথায় থাকে, সরকারের মধ্যে, না জাতীয় সংসদের মধ্যে, না নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে, না জনগণের মধ্যে, তা ঠিক করে বলা যায় না। অথচ এটা হারিয়ে গেলেই রাতারাতি সবকিছু পরাধীন হয়ে যায়। প্রাণের ব্যবহারকারী যেমন দেহ, তেমনি সার্বভৌমত্বের ব্যবহারকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হ'ল সরকার। বিগত যুগে শক্তিশালী গোত্রনেতা, রাজা ও সম্রাটগণ এই ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। বর্তমান যুগে তা ব্যবহার করেন জনগণের নির্বাচিত সরকার। সেকারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবি বলেছেন, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই হচ্ছে সার্বভৌমিকতা'। রাষ্ট্রের ইচ্ছা বলতে এখানে জনগণের ইচ্ছাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা রাষ্ট্র কোন প্রাণী নয় বা তার কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। আর এ কারণেই এযুগে বলা হয়ে থাকে যে, 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' এবং 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হ'তে এযাবত বিতর্ক চলছে, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য, না ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য। অধ্যাপক ল্যাস্কি, মেটল্যান্ড, গিয়ার্কে, বার্কার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নয়। এটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্যান্য সংঘ ও সমিতির মধ্যে অবস্থিত। এ মতের অনুসারীদের অনেকে এমনও মত প্রকাশ করেছেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার তিরোধান হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে, বিচার বিভাগ সার্বভৌম না জাতীয় সংসদ সার্বভৌম? রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের সঠিক দর্শন ও প্রকৃত ক্ষমতা কি- এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিগত পাঁচশ' বছরে একমত হ'তে পারেননি। যেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জ্ঞানী মানুষগুলির অবস্থা এই, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন? তাদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা অর্থ তাদেরকে স্রেফ স্বেচ্ছাচারী করে তোলা। অথচ কে না জানে যে, স্বেচ্ছাচারী মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে ক্ষতিকর। বাস্তবিক পক্ষে এসব বিতর্কের সমাধান আজও হয়নি এবং হবেও না। কেননা মানুষ চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান জানেনা এবং তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের সঠিক খবর রাখে না।

বস্তুতঃ গোত্র, সমাজ, সংস্থা, সংগঠন, রাষ্ট্র ইত্যাদি মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তোলে তার মানবতার সুরক্ষার জন্য ও মানবীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। আর এজন্যেই রাষ্ট্রকে মানুষ দিয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহারকারীগণ যদি মানবতার সুরক্ষা না করে মানবতাকে ধ্বংসের কাজে ব্রতী হয়, তাহ'লে ঐ ক্ষমতা অবশ্যই তিরোহিত হওয়া কাম্য হবে। সেযুগের ইরাকে নমরূদের চারশ' বছরের রাজত্বকালে যত মানুষ নিহত ও নিগৃহীত হয়েছে, এযুগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এক দিনেই এক নিমেষে তার চেয়ে নিঃসন্দেহে বহুগুণ বেশী মানুষ নিহত ও পঙ্গু হয়েছে এবং আজও পৃথিবী ব্যাপী এইরূপ ধ্বংসকারিতা চলছে। সবকিছুই করা হচ্ছে জনগণের নামে ও জনগণের সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে। ভাবখানা এই, যারা মরছে ও নির্যাতিত হচ্ছে, ওরা জনগণ নয়, বরং যারা মারছে ও নির্যাতন করছে, ওরাই কেবল জনগণ। শাসকদের এই সন্ত্রাসী চরিত্রের কারণ হ'ল এই যে, তাদের কাছে মানবীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। জানা নেই সার্বভৌমত্বের দর্শন কী?

সার্বভৌমত্বের মৌলিক দর্শন হ'ল, সর্বোচ্চ সত্তার সীমাহীন ক্ষমতার অধীনে মাটি ও মানবতা নিরাপদ থাকা। প্রশ্ন হ'ল: মানুষ কি কখনো সর্বোচ্চ সত্তা হ'তে পারে? মানুষের কি সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে? মানুষের অধীনে কি মাটি ও মানবতা নিরাপদ থাকে? যদিও সবখানে মানুষই থাকবে। মানুষই রাষ্ট্রপ্রধান হবে, মানুষই রাষ্ট্র চালাবে, মানুষই মাটি ও মানবতা রক্ষা করবে। কিন্তু যখন তার দর্শন হবে এই যে, সবার উপরে আমিই সত্য, আমার উপরে নাই- তখনই ঐ মানুষটি হবে একটা হিংস্র পশু। পক্ষান্তরে যখন ঐ মানুষটির দর্শন হবে এই যে, আমি এক মহান সত্তা দ্বারা সৃষ্ট এবং আমি তার গোলাম। তাঁর দাসত্ব করা ও তাঁর প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান সমূহ বাস্তবায়ন করাই আমার দায়িত্ব, আমাকে সকল কর্মের হিসাব তার কাছে দিতে হবে এবং তার কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে, তখন ঐ মানুষটিই হবে মাটি ও মানবতার রক্ষক। সে হবে মানুষের পাহারাদার ও দিন-রাতের সেবক। তখনি রাষ্ট্র হবে প্রকৃত স্বাধীন। আল্লাহ ছাড়া সে কাউকে ভয় করবে না।

কুরআনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার বলা হয়েছে। (১) আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস (২) আল্লাহ প্রেরিত বিধান সমূহ চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ এবং তা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় (৩) অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির অনুসারী এবং সংখ্যা কখনো সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড নয়'। প্রশ্ন হ'ল: অধিকাংশ লোকের সমর্থন ছাড়া তো আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে না। জবাব এই যে, এ বিষয়ের উপরেই জনগণের মতামত নিতে হবে যে, তারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব চায়, না মানুষের সার্বভৌমত্ব চায়। তারা আল্লাহ্র বিধান মতে শাসিত হ'তে চায়, না স্বেচ্ছাচারী কিছু মানুষের দ্বারা শাসিত ও নির্যাতিত হ'তে চায়? যতদিন দেশের মানুষের স্পষ্ট মতামত এ ব্যাপারে না পাওয়া যাবে, ততদিন কেবল দাওয়াত ও ইছলাহের কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের জন্য কোনরূপ চরমপন্থা অবলম্বন করা যাবে না। কিংবা নির্বাচনের নামে কোনরূপ প্রলোভন, ভয় প্রদর্শন ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। মানুষকে প্রথমে দু'টি সার্বভৌমত্বের পার্থক্য বুঝাতে হবে। অতঃপর স্বাধীনভাবে তাকে মতপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। যখন তারা বুঝে-সুঝে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে কবুল করবে, তখনই কেবল ইসলামী খেলাফত কায়েম হবে এবং মানুষ আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হবে। বস্তুতঃ এলাহী সার্বভৌমত্বের দর্শন হ'ল, নির্যাতিত মানবতার সত্যিকারের মুক্তির দর্শন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!! *(স.স)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১৯তম কিস্তি)

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) নেতৃত্বের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হ'ল জ্ঞান ও দৈহিক স্বাস্থ্য, যা তালূতের মধ্যে ছিল।

(২) নেতৃত্বের জন্য বংশ ও অর্থ-সম্পদের চাইতে বড় প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীলতা।

(৩) নেতার জন্য অবশ্য কর্তব্য হ'ল কর্মীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা। যেমন তালূত করেছিলেন।

(৪) চিরকাল সংখ্যালঘু ঈমানদারগণ সংখ্যাগুরু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে থাকে। যা তালূত ও জালূতের ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

(৫) আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কুশলী সেনাপতি এবং স্বল্পসংখ্যক নিবেদিত প্রাণ লোকই যথেষ্ট হয় বিজয় লাভের জন্য। তালূত ও দাঊদ যার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

(৬) অস্ত্রবল ও জনবলের চাইতে ঈমানী বল যেকোন বিজয়ের মূল শক্তি।

(৭) উপরোক্ত ঘটনায় আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তালূত কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের ফলে তাঁর আমলেই বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। একদল তালূতের অনুগত মুমিন। যারা নিজেদেরকে 'বনূ ইসরাঈল' বলেই পরিচিত করে। অর্থ 'আল্লাহ্র দাস'-এর বংশ। অপর দল ছিল মুনাফিক- যাদেরকে 'ইয়াহুদী' বলা হ'ত। প্রকৃত বনু ইস্রাঈলগণ 'ইয়াহুদী' নামকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনী :

তালূত আমালেকা দখলদারদের হটিয়ে শামের শাসনকর্তার পদলাভ করেন। অতঃপর দাঊদ কতদিন পরে নবী হন এবং তালূতের পরে কখন তিনি শাসনক্ষমতায় আসেন, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন বলে আমরা ধরে নিতে পারে। তিনি শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানের সংখ্যা ছিল ১৯ জন। তন্মধ্যে সুলায়মান (আঃ) পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন নবুঅত ও শাসন ক্ষমতা উভয় দিক দিয়ে *(নমল ২৭/১৬)*। আল্লাহ পিতা ও পুত্রকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা কুরআন থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছি সেটুকুই পেশ করব সত্যসন্ধানী পাঠকের জন্য। মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন কোন গল্পগ্রন্থ নয়। মানুষের হেদায়াতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র সেখানে পাওয়া যায়। বাকী তথ্যাবলীর উৎস হ'ল ইস্রাঈলী প্রচার সমূহ, যার কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই। বরং সেখানে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় দাঊদ ও সুলায়মানের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। আর সেইসব নোংরা কাহিনীকে ভিত্তি করে আরবী, উর্দু, ফার্সী এমনকি বাংলা ভাষায়ও লিখিত হয়েছে 'নবীদের কাহিনী' নামে বহু বাজে বই-পুস্তিকা। নবীগণের নিষ্পাপত্বে বিশ্বাসী ঈমানদার পাঠকগণ ঐসব বইপত্র থেকে দূরে থাকবেন, এটাই আমরা একান্তভাবে কামনা করব। বরং আমাদের পরামর্শ থাকবে, ঐসব উদ্ভট ও নোংরা গল্পগুজবে ভরা ধর্মীয় (?) বই-পত্র আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। তাতে নিজের ও পরিবারের এবং অন্যদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :

আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সেমতে দাঊদ (আঃ)-কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে বিবৃত হ'ল।-

১. আল্লাহ দাঊদ (আঃ)-কে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে বলিয়ান করে সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ– 'স্মরণ কর, আমার বান্দা দাঊদকে। সে ছিল শক্তিশালী এবং আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/১৭)*। আয়াতের প্রথমাংশে তাঁর দৈহিক ও দুনিয়াবী শাসন শক্তির কথা বলা হয়েছে এবং শেষাংশে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলা হয়েছে। এজন্য যে, বিরাট ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সকল কাজে তাঁর দিকেই ফিরে যেতেন।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হ'ল দাঊদ (আঃ)-এর ছালাত এবং সর্বাধিক পসন্দনীয় ছিয়াম ছিল দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম। তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ ছালাতে কাটাতেন এবং শেষ ষষ্টাংশে নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না'।[১]

২. পাহাড় ও পক্ষীকুল তাঁর অনুগত ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ– وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ–

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৫ 'রাত্রিতে নফল ছালাতে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ।*

www.at-tahreek.com

'আমরা পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করত'। 'আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হ'ত। সবাই ছিল তার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/১৮-১৯)*। অন্যদিকে আল্লাহ দাঊদ-পুত্র সুলায়মানের অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন বায়ুকে ও জিনকে। পাহাড় ও পক্ষীকুল হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কিভাবে আনুগত্য করত- সে বিষয়ে কোন বক্তব্য কুরআনে আসেনি। তাফসীরবিদগণ নানাবিধ সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। আমরা সেগুলিকে এড়িয়ে গেলাম। কেননা পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলেছেন, أبهموا ما أبهمه الله 'আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও'।

৩, ৪ ও ৫. তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সুদৃঢ় সাম্রাজ্য, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য বাগ্মিতা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ– 'আমরা তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়ছালাকারী বাগ্মিতা' *(ছোয়াদ ৩৮/২০)*। উল্লেখ্য যে, তিনিই বক্তৃতায় হামদ ও ছালাতের পর أما بعد ('অতঃপর') শব্দ সর্বপ্রথম যুক্ত করেন। পূর্বেই আমরা বলেছি যে, তাঁর এই সাম্রাজ্য ছিল শাম ও ইরাক ব্যাপী। যা আধুনিক সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তীন ও ইরাককে শামিল করে। আল্লাহ বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ–

'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়ছালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

৬. লোহাকে আল্লাহ তাঁর জন্য নরম করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ– أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ–

'...এবং আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম' 'এবং তাকে বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর ও কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, তা আমরা দেখে থাকি' *(সাবা ৩৪/১০-১১)*।

উল্লেখ্য যে, হযরত দাঊদ (আঃ) একজন দক্ষ কর্মকার ছিলেন। বিশেষ করে শত্রুর মোকাবিলার জন্য উন্নত মানের বর্ম নির্মাণে তিনি ছিলেন একজন কুশলী কারিগর। যা বিক্রি করে তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছুই নিতেন না। যদিও সেটা নেওয়া কোন দোষের ছিল না। এখানে লোহাকে বাস্তবে মোমের মত নরম করার প্রকাশ্য অর্থ নিলে সেটা হবে তাঁর জন্য মু'জেযা স্বরূপ, যা মোটেই অসম্ভব নয়। অবশ্য নরম করে দেওয়ার অর্থ লোহাকে সহজে ইচ্ছামত রূপ দেওয়ার ও উন্নতমানের নির্মাণ কৌশল শিক্ষাদানও হ'তে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ– 'আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? *(আম্বিয়া ২১/৮০)*।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের বাদশাহ আওরঙ্গযেব (১৬৫৮-১৭০৭ খৃ:) নিজ হাতে টুপী সেলাই করে তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছুই নিতেন না। বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণই ছিলেন সকল উন্নত চরিত্রের পথিকৃৎ।

৭. আল্লাহ পাক দাঊদকে নবুঅত দান করেন এবং তাকে ঐশী কিতাব 'যবূর' দান করে কিতাবধারী রাসূলের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। যেমন তিনি বলেন, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوْراً- 'আমরা দাঊদকে 'যবূর' প্রদান করেছিলাম' *(নিসা ৪/১৬৩)*। হযরত দাঊদকে যে আল্লাহ অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করছিলেন, সেটা যেন যবূরের ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তব রূপ। কেননা যবূরে আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পৃথিবীর অধিকারী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ– 'আমরা বিভিন্ন উপদেশের পর যবূরে একথা লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে' *(আম্বিয়া ২১/১০৫)*।

৮. তাঁকে অপূর্ব সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল। যখন তিনি যবূর তেলাওয়াত করতেন, তখন কেবল মানুষ নয়, পাহাড় ও পক্ষীকুল পর্যন্ত তা একমনে শুনত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ– 'আমরা দাঊদের

প্রতি আমাদের পক্ষ হ'তে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম এই মর্মে আদেশ দান করে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সাথে বারবার তাসবীহ সমূহ আবৃত্তি কর এবং (একই নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা) পক্ষীকুলকেও ...' *(সাবা ৩৪/১০)*। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পাহাড় ও মাটির এক ধরনের জীবন রয়েছে, যা তাদের জন্য উপযোগী।[২] এ বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ– 'আমরা পাহাড়কে ও পক্ষীকুলকে দাঊদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তাসবীহ পাঠ করত এবং আমরা এটা করে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৭৯)*।

অতএব দাঊদের কণ্ঠস্বর শোনা, তাঁর অনুগত হওয়া ও ঐশীবাণী যবূরের আয়াতসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করা পাহাড় ও পক্ষীকুলের জন্য মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য বনের পশু, পাহাড়, বৃক্ষ তাঁর সামনে মাথা নুইয়েছে, এমনকি স্বস্থান থেকে উঠে এসে বৃক্ষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, এগুলি সব চাক্ষুষ ঘটনা।[৩] একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর তিন সাথী আবুবকর, ওমর ও ওছমান একটি পাহাড়ে উঠলেন। তখন পাহাড়টি কাঁপতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাহাড়টিকে ধমক দিয়ে বললেন, স্থির হও! তোমার উপরে আছেন একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্ব ও দু'জন শহীদ'।[৪] এর দ্বারা উদ্ভিদ ও পর্বতের জীবন ও অনুভূতি প্রমাণিত হয়। অতএব আল্লাহ্র অপর নবী দাঊদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়, পক্ষী, লৌহ ইত্যাদি অনুগত হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যদিও বস্তুবাদীরা চিরকাল সন্দেহের অন্ধকারে থেকেছে, আজও থাকবে।

দাঊদ (আঃ)-এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা :

(১) ইমাম বাগাভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ক্বাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক হযরত দাঊদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে পুরা ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হ'ত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হ'ত'। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেওয়া হউক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেত্রটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত্র যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে'। হযরত দাঊদ (আঃ) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ– فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَّعِلْماً– (الأنبياء ٧٨–٧٩)–

'এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করেছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল'। 'অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

বস্তুতঃ উভয়ের রায় সঠিক ও সুধারণা প্রসূত ছিল। কিন্তু অধিক উত্তম বিবেচনায় হযরত দাঊদ স্বীয় পুত্রের দেওয়া পরামর্শকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। আর সেকারণেই আল্লাহ উভয়কে সমগুণে ভূষিত করে বলেছেন যে, 'আমরা উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি'। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিচারক উত্তম মনে করলে তার পূর্বের রায় বাতিল করে নতুন রায় প্রদান করতে পারেন।

(২) হযরত দাঊদ (আঃ) যেকোন ঘটনায় যদি বুঝতেন যে, এটি আল্লাহ্র তরফ থেকে পরীক্ষা, তাহ'লে তিনি সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে রুজু হ'তেন ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হ'তেন। এরই একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ– إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى

২. *দ্রঃ হামীম সাজদাহ ৪১/১১; সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ৩৫৭, ৩৮৬-৮৯।*
৩. *তিরমিযী, শারহুস সুন্নাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৯১৮, ২২,২৪-২৬ 'মো'জেযা' অনুচ্ছেদ।*
৪. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬০৬৬ 'ওছমানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; হাদীছ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৯৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৬/৩৯-৪০ পৃঃ।*

www.at-tahreek.com

سَوَاءِ الصِّرَاطِ- إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَّأَنَابَ- فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (ص ٢١-٢٥)-

'আপনার কাছে কি সেই বাদী-বিবাদীর খবর পৌঁছেছে, যখন তারা পাচিল টপকিয়ে দাঊদের ইবাদতখানায় ঢুকে পড়েছিল'? *(ছোয়াদ ২১)* 'যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল এবং দাঊদ তাদের থেকে ভীত হয়ে পড়ল, তখন তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু'জন বিবদমান পক্ষ। আমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন' *(২২)*। '(বিষয়টি এই যে,) সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে যে, এটি আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপরে বল প্রয়োগ করে' *(২৩)*। 'দাঊদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা কম। (অত্র ঘটনায়) দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও আমার দিকে প্রণত হ'ল' *(২৪)*। অতঃপর আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের নিকটে রয়েছে গভীর নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল' *(ছোয়াদ ৩৮/২১-২৫)*।

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাঊদ (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং যা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ফলে সেই প্রাচীন যুগের কোন ঘটনার ব্যাখ্যা নবী ব্যতীত অন্য কারু পক্ষে এ যুগে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে যেটাই বলা হবে, তাতে ভ্রান্তির আশংকা থেকেই যাবে। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী পণ্ডিতেরা তাদের স্বগোত্রীয় এই মর্যাদাবান নবীর উক্ত ঘটনাকে এমন নোংরাভাবে পেশ করেছে, যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। বলা হয়েছে, দাঊদ (আঃ)-এর নাকি ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর এক সৈন্যের স্ত্রীকে জোরপূর্বক অপহরণ করেন। অতঃপর উক্ত সৈনিককে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ দু'জন ফেরেশতাকে বাদী ও বিবাদীর বেশে পাঠিয়ে তাকে শিক্ষা দেন (নাঊযুবিল্লাহ)।

(৩) বনু ইসরাঈলদের জন্য শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিন তাদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দা ছিল এবং মৎস্য শিকার ছিল তাদের পেশা। ফলে দাঊদ (আঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐদিন মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তাদের উপরে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে 'মস্খ' বা আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি নেমে আসে এবং তিনদিনের মধ্যেই তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ- فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (بقره ٦٥-٦٦)-

'তোমরা তাদেরকে ভালভাবে জানো, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল। আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও'। 'অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিলাম' *(বাক্বারাহ ২/৬৫-৬৬)*।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা প্রথমে গোপনে ও বিভিন্ন কৌশলে এবং পরে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ দিনে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা একাজে বাধা দেন। অপরদল বাধা অমান্য করে মাছ ধরতে থাকে। ফলে প্রথম দলের লোকেরা শেষোক্তদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমনকি তাদের বাসস্থানও পৃথক করে নেন। একদিন তারা অবাধ্যদের এলাকায় চরম নীরবতা লক্ষ্য করেন। অতঃপর তারা সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গেছে। হযরত ক্বাতাদাহ বলেন যে, বৃদ্ধরা শূকরে এবং যুবকেরা বানরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পেরেছিল এবং তাদের কাছে গিয়ে অঝোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করছিল।

উক্ত বিষয়ে সূরা আ'রাফের ১৬৪-৬৫ আয়াতের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা উপদেশ দানকারীদের উপদেশ দানে বিরত রাখার চেষ্টা করত। মূলতঃ এরা ছিল অলস ও সুবিধাবাদী। এরাও ফাসেকদের সাথে শূকর-বানরে পরিণত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمـاً اللّـهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَـى رَبِّكُـمْ وَلَعَلَّهُـمْ يَتَّقُونَ- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَـوْنَ عَـنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِـيسٍ بِمَـا كَـانُوْا يَفْسُقُونَ- (الأعراف ١٦٤-١٦٥)-

'আর যখন তাদের মধ্যকার একদল বলল, কেন আপনারা ঐ লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা তদের আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? তারা বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং এজন্য যাতে অবাধ্যরা সতর্ক হয়'। 'অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা সেসব লোকদের মুক্তি দিলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং পাকড়াও করলাম যালেমদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের পাপাচারের কারণে' *(আ'রাফ ১৬৪-৬৫)*। এতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ যালেম ও ফাসেকদের সাথেই আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হবে। অতএব হকপন্থীদের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই।

ছহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কয়েকজন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! এ যুগের বানর-শূকরগুলো কি সেই আকৃতি পরিবর্তিত ইহুদী সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন, কিংবা তাদের উপরে আকৃতি পরিবর্তনের আযাব নাযিল করেন, তখন তাদের বংশধারা থাকে না। আর বানর-শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।[৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা খায় না, পান করে না এবং তিন দিনের বেশী বাঁচে না।[৬]

ভারত ও আরবের বনু ইস্রাঈলগণ :

তালূতের পরে বনু ইস্রাঈলগণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। যালেম বাদশাহদের দ্বারা তারা শাম দেশ হ'তে বিতাড়িত হয়। বিশেষ করে পারস্যরাজ বখত নছর যখন তাদেরকে শাম দেশ থেকে বহিষ্কার করলেন, তখন তাদের একদল হেজাযে গিয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিল। এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা দাঊদ ও সুলায়মানের নির্মিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছি। ফলে এক্ষণে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম-ইসমাঈলের নির্মিত কা'বা গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যাতে আমরা বা আমাদের বংশধররা শেষনবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়। সেমতে তারা আরবে হিজরত করে এবং আরবরা তাদেরকে 'বনু ইসরাঈল' ও 'বনু আফগান' উভয় নামে সম্বোধন করত। কেননা এইসব মুহাজিরগণের মধ্যে 'বনু ইসরাঈল' ছাড়াও একদল 'বনু আফগান' ছিল। এ কারণেই আফগানিস্তানের মুসলমানেরা নিজেদেরকে 'তালূতের সাহায্যকারী'দের বংশোদ্ভূত বলে দাবী করে থাকে। আফগানরা যখন কোহিস্তান এলাকায় বসবাস করত, তখন খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর পত্র মোতাবেক তারা (৯ম হিজরীতে) عام الوفود বা প্রোত্র সমূহের আগমন বৎসরে তাদের নেতা ক্বায়েস-এর নেতৃত্বে মদীনায় গমন করে এবং ইসলাম কবুল করে। উল্লেখ্য যে, খালেদ আগেই আরবে হিজরত করেন এবং ৭ম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পরে ইসলাম কবুল করেন ও মদীনায় বসবাস করেন। শেষ জীবনে তিনি ইরাকের হিমছে বসবাস করেন এবং সেখানেই ২১ বা ২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সাথে একজন ছাহাবীকে পাঠান কোহিস্তান এলাকায় দাওয়াতের জন্য। তখন থেকে আফগানিস্তানে ইসলামের আগমন ঘটে। আফগানরা নিজেদেরকে 'পাঠান' বলতো। সেজন্য তাদের নেতা যার ইবরানী (হিব্রু) নাম ছিল 'ক্বায়েস' তা পরিবর্তন করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নতুন নাম রাখেন 'আব্দুর রশীদ'। তাকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হালকা রসিকতা করে বলেন, هـذا بتـان 'এ ব্যক্তি পাঠান'। সেখান থেকেই আফগানরা গর্বের সাথে নিজেদেরকে 'পাঠান' বলে পরিচিত করে এবং আফগানিস্তানকে 'পাখতুনিস্তান' বলে। উক্ত ক্বায়েস ওরফে আব্দুর রশীদ ৭৮ বছর বয়সে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সময়ে মৃত্যু বরণ করেন।[৭]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, উপমহাদেশে তালূতের সহযোগী ঈমানদারগণের উত্তরসূরীদের অস্তিত্ব রয়েছে। মদীনার সাধারণ বনু ইসরাঈলগণ কেন 'ইসলাম' কবুল করেনি, তার অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা গেছে তাদের ইহুদী ভীতি। যেমন তাদের মধ্যকার দু'জন ব্যক্তি একবার রাসূলের দরবারে গিয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য নবী। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তোমাদের মুসলমান হ'তে বাধা কোথায়?

৫. *মুসলিম, 'তাক্বদীর' অধ্যায় হা/২৬৬৩।*
৬. *ঐ, কুরতুবী হা/৫৪২।*

৭. *দ্রঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৫) পৃঃ ৩৯-৪৬; গৃহীত: تاريخ خـان جهان (فارسى) ص ١١٢/١، ماخوذ من تاريخ جهان كشا، (مجمع الأنساب، تاريخ اصناف المخلوقات-*

www.at-tahreek.com

তারা বলল, (আমরা শুনেছি যে,) দাঊদ (আঃ) স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে দো'আ করেছিলেন যেন তার বংশে সর্বদা নবী আসেন। তাই আমাদের ভয় হয় যে, আমরা আপনার অনুসরণ করলে ইহুদী নেতারা আমাদের হত্যা করবে'।[৮] বস্তুতঃ মদীনার ইহুদী ও খৃষ্টান গোত্র বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মদীনার সনদে স্বাক্ষর করলেও তারা রাসূলের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ও নোংরা শত্রুতায় লিপ্ত হয়। ফলে তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন।

দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

১. নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান ও আমানতদার হওয়া। আরও প্রয়োজন প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্নতমানের বাগ্মিতা। যার সব কয়টি গুণ হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ছিল।

২. ঐশী বিধান দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিকেই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। বরং দ্বীনদার শাসকের হাতেই দুনিয়া শান্তিময় ও নিরাপদ হয়। হযরত দাঊদ-এর শাসন তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

৩. দ্বীনদার শাসককে আল্লাহ বারবার পরীক্ষা করেন। যাতে তার দ্বীনদারী অক্ষুণ্ন থাকে। দাঊদ সে পরীক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আল্লাহ্র দিকে সদা প্রত্যাবর্তনশীল।

৪. যে শাসক যত বেশী আল্লাহ্র শুকরগুযারী করেন, আল্লাহ তার প্রতি অধিক সদয় হন এবং রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল করেন। বস্তুতঃ দাঊদ (আঃ) সর্বাধিক ইবাদতগুযার ছিলেন এবং একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম পালন করতেন।

৫. যে শাসক আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হন, আল্লাহ দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকে তার অনুগত করে দেন। যেমন দাঊদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়-পর্বত, পক্ষীকুল এবং লোহাকে অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, হযরত দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের ৯টি সূরায় ২২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৯]

১৯. হযরত সুলায়মান (আঃ)

হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলায়মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের ন্যূনাধিক দেড় হাযার বছর পূর্বে তিনি নবী হন। সুলায়মান ছিলেন পিতার ১৯জন পুত্রের অন্যতম। আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুঅতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও তাঁকে এমন কিছু নে'মত দান করেন, যা অন্য কোন নবীকে দান করেননি। ইমাম বাগাভী ইতিহাসবিদগণের বরাতে বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর মোট বয়স ৫৩ বছর হয়েছিল। তের বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন *(মাযহারী, কুরতুবী)*। তবে তিনি কত বছর বয়সে নবী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শাম ও ইরাক অঞ্চলে পিতার পরিত্যক্ত রাজ্যের তিনি বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কুরআনে তাঁর সম্পর্কে ৭টি সূরায় ৫১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১০] আমরা সেগুলিকে একত্রিত করে কাহিনীরূপে পেশ করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

বাল্যকালে সুলায়মান :

(১) আল্লাহ পাক সুলায়মানকে তার বাল্যকালেই গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যে পিতা হযরত দাঊদ (আঃ) যেভাবে বিরোধ মীমাংসা করেছিলেন, বালক সুলায়মান তার চাইতে উত্তম ফায়ছালা পেশ করেছিলেন। ফলে হযরত দাঊদ (আঃ) নিজের রায় বাতিল করে পুত্রের দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সে মোতাবেক রায় দান করেন।

উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْـهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنَاهَـا سُـلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَّعِلْماً (الأ نبياء ٧٨-٧٩)-

'এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল'। 'অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভূষিত সুলায়মানকে পরবর্তীতে যথার্থভাবেই পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَرِثَ سُـلَيْمَانُ دَاوُودَ 'সুলায়মান দাঊদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন' *(নমল ২৭/১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّـهُ أَوَّابٌ 'আমরা দাঊদের জন্য সুলায়মানকে দান

৮. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮ 'কবীরা গোনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৯. *যথাক্রমে বাক্বারাহ ২/২৫১; নিসা ৪/১৬৩; মায়েদাহ ৫/৭৮; আন'আম ৬/৮৪; ইসরা ১৭/৫৫; আম্বিয়া ২১/৭৮-৮০; নমল ২৭/১৫-১৬; সাবা ৩৪/১০-১১; ছোয়াদ ৩৮/১৭-২৬= ১০; মোট ২২টি আয়াত।*

১০. *যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১০২; নিসা ৪/১৬৩; আন'আম ৬/৮৪; আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯, ৮১-৮২; নমল ২৭/১৫-৪৪=৩০; সাবা ৩৪/১২-১৪; ছোয়াদ ৩৮/৩০-৪০=১১; মোট ৫১টি আয়াত।*

করেছিলাম। কতই না সুন্দর বান্দা সে এবং সে ছিল (আমার প্রতি) সদা প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/৩০)*।

(২) আরেকটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ: 'দু'জন মহিলার দু'টি বাচ্চা ছিল। একদিন নেকড়ে বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে নিয়ে যায়। তখন প্রত্যেকে বলল যে, তোমার বাচ্চা নিয়ে গেছে। যেটি আছে ওটি আমার বাচ্চা। বিষয়টি ফায়ছালার জন্য দুই মহিলা খলীফা দাঊদের কাছে এলো। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। তখন তারা বেরিয়ে সুলায়মানের কাছে এলো এবং সবকথা খুলে বলল। সুলায়মান তখন একটি ছুরি আনতে বললেন এবং বাচ্চাটাকে দু'টুকরা করে দু'মহিলাকে দিতে চাইলেন। তখন বয়োকনিষ্ঠ মহিলাটি বলল, *ইয়ারহামুকাল্লাহ* 'আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন' বাচ্চাটি ঐ মহিলার। তখন সুলায়মান কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন'।[১১]

সুলায়মানের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

দাঊদ (আঃ)-এর ন্যায় সুলায়ামন (আঃ)-কেও আল্লাহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দান করেননি। নিম্নে সেগুলি বর্ণিত হ'ল:

১. বায়ু প্রবাহকে তাঁর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর হুকুম মত বায়ু তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত স্থানে বহন করে নিয়ে যেত। তিনি সদলবলে বায়ুর পিঠে নিজ সিংহাসনে সওয়ার হয়ে দু'মাসের পথ একদিনে পৌঁছে যেতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ...-

'এবং আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ ও বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত...' *(সাবা ৩৪/১২)*।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে যে কথা বলা হয়েছে যে, মানুষ ও জিনের চার লক্ষ আসন বিশিষ্ট বিশাল বহর নিয়ে সুলায়মান বায়ু প্রবাহে যাত্রা করতেন এবং সারা পথ ছালাতে রত থাকতেন ও এই মহা নে'মত প্রদানের জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন। এত দ্রুত চলা সত্ত্বেও বায়ু তরঙ্গে তাঁদের উপরে কোনরূপ চাপ সৃষ্টি হ'ত না এবং রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য মাথার উপর দিয়ে লাখ লাখ পাখি তাদেরকে ছায়া করে যেত' ইত্যাদি যেসব কথা তাফসীরের কেতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে তার সবই ভিত্তিহীন ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র।

আল্লাহ বলেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِيْنَ- (الأنبياء ٨١)-

'আর আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে। যা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হ'ত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি। আর আমরা সকল বিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছি' *(আম্বিয়া ২১/৮১)*। অন্যত্র আল্লাহ উক্ত বায়ুকে رُخَاء বলেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৩৬)*। যার অর্থ মৃদু বায়ু, যা শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি করে না। عَاصِفَةً ও رُخَاء দু'টি বিশেষণের সমন্বয় এভাবে হ'তে পারে যে, কোনরূপ তরঙ্গ সংঘাত সৃষ্টি না করে তীব্র বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়াটা ছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমত এবং সুলায়মানের অন্যতম মু'জেযা।

উল্লেখ্য যে, হাসান বাছরীর নামে যেকথা বলা হয়ে থাকে যে, একদিন ঘোড়া তদারকি করতে গিয়ে সুলায়মানের আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। সেই ক্ষোভে তিনি সব ঘোড়া যবেহ করে দেন। ফলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ বায়ু প্রবাহ অনুগত করে দেন বলে যেকথা তাফসীরের কেতাবসমূহে চালু আছে, তার কোন ভিত্তি নেই। এগুলি স্রেফ হিংসুক ইহুদীদের রটনা মাত্র।[১২]

২. তামার ন্যায় শক্ত পদার্থকে আল্লাহ সুলায়মানের জন্য তরল ধাতুতে পরিণত করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ... 'আমরা তার জন্য গলিত তামার একটি ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম...' *(সাবা ৩৪/১২)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ গলিত ধাতু উত্তপ্ত ছিল না। বরং তা দিয়ে অতি সহজে পাত্রাদি তৈরী করা যেত। সুলায়মানের পর থেকেই তামা গলিয়ে পাত্রাদি তৈরী করা শুরু হয় বলে কুরতুবী বর্ণনা করেছেন। পিতা দাঊদের জন্য ছিল লোহা গলানোর মু'জেযা এবং পুত্র সুলায়মানের জন্য ছিল তামা গলানোর মু'জেযা। আর এজন্যেই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 'হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। বস্তুতঃ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ' *(সাবা ৩৪/১৩)*।

দু'টি সূক্ষ্মতত্ত্ব:

(ক) দাঊদ (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থ লোহাকে নরম ও সুউচ্চ পর্বতমালাকে অনুগত করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ শক্ত তামাকে গলানো এবং বায়ু, জিন ইত্যাদি এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকে অনুগত করে দিয়েছিলেন, যা চোখেও

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৯ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ*।

১২. *কুরতুবী, সাবা ১২ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য*।

দেখা যায় না। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র শক্তি সবকিছুর মধ্যে পরিব্যপ্ত।

(খ) এখানে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র তাক্বওয়াশীল অনুগত বান্দারা আল্লাহ্র হুকুমে বিশ্বচরাচরের সকল সৃষ্টির উপরে আধিপত্য করতে পারে এবং সবকিছুকে বশীভূত করে তা থেকে খিদমত নিতে পারে।

৩. জিনকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّـهِ... 'আর জিনের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার (সুলায়মানের) সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার (আল্লাহ্র) আদেশে...' *(সাবা ১২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَـهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ- 'এবং আমরা তার অধীন করে দিয়েছিলাম শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া অন্য আরও কাজ করত। আমরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতাম' *(আম্বিয়া ২১/৮২)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ- وَآخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ- 'আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী'। 'এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃংখলে' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৭-৩৮)*।

বস্তুতঃ জিনেরা সাগরে ডুব দিয়ে তলদেশ থেকে মূল্যবান মনিমুক্তা, হীরা-জহরত তুলে আনত এবং সুলায়মানের হুকুমে নির্মাণ কাজ সহ যেকোন কাজ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। ঈমানদার জিনেরা তো ছওয়াবের নিয়তে স্বেচ্ছায় আনুগত্য করত। কিন্তু দুষ্ট জিনগুলো বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। এই অদৃশ্য শৃংখল কেমন ছিল, তা কল্পনা করার দরকার নেই। আদেশ পালনে সদাপ্রস্তুত থাকাটাও এক প্রকার শৃংখলবদ্ধ থাকা বৈ কি!

'শয়তান' হচ্ছে আগুন দ্বারা সৃষ্ট বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন এক প্রকার সূক্ষ্ম দেহধারী জীব। জিনের মধ্যকার অবাধ্য ও কাফির জিনগুলিকেই মূলতঃ 'শয়তান' নামে অভিহিত করা হয়। আয়াতে 'শৃংখলবদ্ধ' কথাটি এদের জন্যেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে থাকায় এরা সুলায়মানের কোন ক্ষতি করতে পারত না। বরং সর্বদা তাঁর হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত থাকত। তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে আল্লাহ নিজেই কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ... 'তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লীর উপরে স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত...' *(সাবা ৩৪/১৩)*। উল্লেখ্য যে, تَمَاثِيْل তথা ভাস্কর্য কিংবা চিত্র ও প্রতিকৃতি অংকন বা স্থাপন যদি গাছ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের হয়, তাহ'লে ইসলামে তা জায়েয রয়েছে। কিন্তু যদি তা প্রাণীদেহের হয়, তবে তা নিষিদ্ধ।

৪. পক্ষীকুলকে সুলায়মানের অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তাদের ভাষা বুঝতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ 'সুলায়মান দাঊদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং বলেছিল হে লোক সকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব' *(নমল ২৭/১৬)*।

পক্ষীকুল তাঁর হুকুমে বিভিন্ন কাজ করত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পত্র তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী 'সাবা' রাজ্যের রাণী বিলক্বীসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনা পরে বিবৃত হবে।

৫. পিপীলিকার ভাষাও তিনি বুঝতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا...-

'অবশেষে সুলায়মান তার সৈন্যদল নিয়ে পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল। তখন পিপীলিকা (নেতা) বলল, হে পিপীলিকা দল! তোমরা স্ব স্ব ঘরে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষ্ট করে ফেলবে'। 'তার এই কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও যেন আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং আমাকে ক্ষমতা দাও যেন আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি যাতে তুমি খুশী হও এবং আমাকে তুমি নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও' *(নমল ২৭/১৮-১৯)*।

(৭) তাঁকে এমন সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করা হয়নি। এজন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكاً لاَّ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ- 'সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)*।

উল্লেখ্য যে, পয়গম্বরগণের কোন দো'আ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। সে হিসাবে হযরত সুলায়মান (আঃ) এ দো'আটিও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। কেবল ক্ষমতা লাভ এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর পিছনে আল্লাহ্র বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা এবং তাওহীদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। কেননা আল্লাহ জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সুলায়মান তাওহীদ ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করবেন এবং তিনি কখনোই অহংকারের বশীভূত হবেন না। তাই তাঁকে এরূপ দো'আর অনুমতি দেওয়া হয় এবং সে দো'আ সর্বাংশে কবুল হয়। ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। তবে আল্লামা আলূসী বলেন, যদি কেউ দুনিয়াবী লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ়বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তার জন্য রাজত্ব লাভের দো'আ করা বৈধ *(রূহুল মা'আনী)*।

(৮) প্রাপ্ত অনুগ্রহরাজির হিসাব রাখা বা না রাখার অনুমতি প্রদান। আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব লাভের দো'আ কবুল করার পরে তার প্রতি বায়ু, জিন, পক্ষীকুল ও জীব-জন্তু সমূহকে অনুগত করে দেন। অতঃপর বলেন, هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ– 'এসবই আমার অনুগ্রহ। অতএব এগুলো তুমি কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও, তার কোন হিসাব দিতে হবে না'। 'নিশ্চয়ই তার (সুলায়মানের) জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্য ও শুভ পরিণতি' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৯-৪০)*।

বস্তুতঃ এটি ছিল সুলায়মানের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রদত্ত একপ্রকার সনদপত্র। পৃথিবীর কোন ব্যক্তির জন্য সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন সত্যয়নপত্র নাযিল হয়েছে বলে জানা যায় না। অথচ এই মহান নবী সম্পর্কে ইহুদী-নাছারা বিদ্বানরা বাজে কথা রটনা করে থাকে।

সুলায়মানের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী :

(১) **ন্যায় বিচারের ঘটনা :** ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় তাঁর দেওয়া প্রস্তাব বাদশাহ দাঊদ (আঃ) গ্রহণ করেন ও নিজের দেওয়া পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্র সুলায়মানের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী রায় দেন ও তা কার্যকর করেন। এটি ছিল সুলায়মানের বাল্যকালের ঘটনা, যা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন *(দ্রঃ আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*। এ ঘটনা আমরা দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনীতে বলে এসেছি।

(২) **পিপীলিকার ঘটনা :** হযরত সুলায়মান (আঃ) একদা তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলায়মান বাহিনীকে আসতে দেখে পিপীলিকাদের সর্দার তাদেরকে বলল, তোমরা শীঘ্র পালাও। নইলে পাদপিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুলায়মান (আঃ) পিপীলিকাদের এই বক্তব্য শুনতে পেলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ– وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ– حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ– فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ– (نمل ١٦-١٩)–

'সুলায়মান বলল! হে লোকসকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব' *(নমল ১৬)*। 'অতঃপর সুলায়মানের সম্মুখে তার সোনাবাহিনীকে সমবেত করা হ'ল জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হ'ল' *(১৭)*। 'অতঃপর যখন তারা একটি পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় উপনীত হ'ল, তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে' *(১৮)*। 'তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল এবং বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও, যেন আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্মাদি করতে পারি এবং তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৬-১৯)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (আঃ) কেবল পাখির ভাষা নয়, বরং সকল জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার কথাও বুঝতেন। এজন্য তিনি মোটেই গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করেন এবং নিজেকে যাতে আল্লাহ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন সে প্রার্থনা করেন। এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবল জিন-ইনসানের নয় বরং তাঁর সময়কার সকল জীবজন্তুরও নবী ছিলেন। তাঁর নবুঅতকে সবাই স্বীকার করত এবং সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য

পোষণ করত। যদিও জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য প্রাণী শরী'আত পালনের হকদার নয়।

(৩) **'হুদহুদ' পাখির ঘটনা :** হযরত সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পক্ষীকুলের আনুগত্য লাভ করেন। একদিন তিনি পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত করেন ও তাদের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, 'হুদহুদ' পাখিটা নেই। তিনি অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করলেন। সাথে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করলেন। উক্ত ঘটনা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ- لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِينٍ- (نمل ٢٠-٢٢)-

'সুলায়মান পক্ষীকুলের খোঁজ-খবর নিল। অতঃপর বলল, কি হ'ল হুদহুদকে দেখছি না কেন? না-কি সে অনুপস্থিত' *(নমল ২০)*। সে বলল, 'আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা যবহ করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ' *(২১)*। 'কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে হাযির হয়ে বলল, (হে বাদশাহ!) আপনি যে বিষয়ে অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার নিকটে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি' *(নমল ২৭/২০-২২)*।

এ পর্যন্ত বলেই সে তার নতুন আনীত সংবাদের রিপোর্ট পেশ করল। হুদহুদের মাধ্যমে একথা বলানোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে একথা জানিয়ে দিলেন যে, নবীগণ গায়েবের খবর রাখেন না। তাঁরা কেবল অতটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করেন।

উল্লেখ্য যে, 'হুদহুদ' এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম। যা পক্ষীকুলের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে খুবই কম। বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা নও মুসলিম ইহুদী পণ্ডিত হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এতসব পাখী থাকতে বিশেষভাবে 'হুদহুদ' পাখির খোঁজ নেওয়ার কারণ কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, সুলায়মান (আঃ) তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ঐসময় এমন এক অঞ্চলে ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তু সমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি উপর থেকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে এজন্যেই বিশেষভাবে খোঁজ করছিলেন যে, এতদঞ্চলে কোথায় মরুগর্ভে পানি লুক্কায়িত আছে, সেটা জেনে নিয়ে সেখানে জিন দ্বারা খনন করে যাতে দ্রুত পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যায়'। একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'হুদহুদ' পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তখন নাফে' ইবনুল আযরক্ব তাঁকে বলেন,

قف يا وقاف! كيف يرى الهدهد باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه-

'জেনে নিন হে মহা জ্ঞানী! হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে দেখতে পায়। কিন্তু (তাকে ধরার জন্য) মাটির উপরে বিস্তৃত জাল সে দেখতে পায় না। যখন সে তাতে পতিত হয়'। জবাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إذا جاء القَدَرُ عَمِيَ البَصَرُ 'যখন তাক্বদীর এসে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়'। চমৎকার এ জবাবে মুগ্ধ হয়ে ইবনুল 'আরাবী বলেন, لايَقْدِرُ على هذا الجواب إلا عالِمُ القرآن 'এরূপ জওয়াব দিতে কেউ সক্ষম হয়না কুরআনের আলেম ব্যতীত'।[১৩]

(৪) **রাণী বিলক্বীসের ঘটনা :** হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা 'সাবা' রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলক্বীস বিনতুস সারাহ বিন হাদাহিদ বিন শারাহীল। তিনি ছিলেন সাম বিন নূহ (আঃ)-এর ১৮তম অধঃস্তন বংশধর। তাঁর ঊর্ধ্বতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল 'সাবা'।[১৪] সম্ভবতঃ তাঁর নামেই 'সাবা' সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়। আল্লাহ তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবীগণের মাধ্যমে এসব নে'মতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় এবং সূর্য পূজারী হয়ে যায়। ফলে তাদের উপরে প্লাবণের আযাব প্রেরিত হয় ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ সূরা সাবা ১৫ হ'তে ১৭ আয়াতে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

দুনিয়াবী দিক দিয়ে এই 'সাবা' সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ এবং শান-শওকতে পূর্ণ ছিল। তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের কিছু জানা ছিল না বলেই কুরআনী বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। তাঁর এই না জানাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ইয়াকূব (আঃ) তাঁর বাড়ীর অনতিদূরে তাঁর সন্তান ইউসুফকে কূয়ায় নিক্ষেপের ঘটনা জানতে পারেননি। স্ত্রী আয়েশার গলার হারটি হারিয়ে গেল। অথচ স্বামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা জানতে পারেননি। বস্তুতঃ আল্লাহ যতটুকু ইল্ম বান্দাকে দেন, তার বেশী জানার ক্ষমতা কারু নেই। পার্শ্ববর্তী 'সাবা' সাম্রাজ্য সম্পর্কে পূর্বে না জানা এবং পরে জানার মধ্যে যে কি মঙ্গল নিহিত ছিল, তা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে এবং রাণী বিলক্বীস মুসলমান হয়ে যান। বস্তুতঃ হুদহুদ পাখি তাদের সম্পর্কে হযরত

১৩. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ২০ আয়াত।*
১৪. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ৪৪ ও ২৩ আয়াত।*

সুলায়মানের নিকটে এসে প্রথম খবর দেয়। তার বর্ণিত প্রতিবেদনটি ছিল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيْنٍ (نمل ٢٢)- إِنِّي وَجَدتُّ امْـرَأَةً تَمْلِكُهُـمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)- وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّـهِ وَزَيَّـنَ لَهُـمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُـمْ لاَ يَهْتَـدُونَ (٢٤)- أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلّهِ الَّـذِي يُخْـرِجُ الْخَـبْءَ فِـي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُـونَ (٢٥)- اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)-

‘কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে (বাদশাহ সুলায়মানকে উদ্দেশ্য করে) বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি’ *(নমল ২২)*। ‘আমি এক মহিলাকে সাবা বাসীদের উপরে রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে’ *(২৩)*। ‘আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্যপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না’ *(২৪)*। ‘যাতে তারা আল্লাহকে সিজদা করে। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তুসমূহ প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও প্রকাশ কর’ *(২৫)*। ‘বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান আরশের মালিক’ *(নমল ২৬)*।

সুলায়মান বলল, ‘এখন আমরা দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন’ *(২৭)*। ‘তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়’ *(২৮)*। ‘বিলক্বীস বলল, হে সভাসদ বর্গ! আমাকে একটি মহিমান্বিত পত্র দেওয়া হয়েছে’ *(২৯)*। ‘সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ হ’তে এবং তা হ’ল এই: করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)’ *(৩০)*। ‘আমার মোকাবেলায় তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকটে উপস্থিত হও’ *(৩১)*। ‘বিলক্বীস বলল, হে আমার পারিষদ বর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না’ *(৩২)*। ‘তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। অতএব ভেবে দেখুন আপনি আমাদের কি আদেশ করবেন’ *(৩৩)*।

‘রাণী বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদের অপদস্থ করে। তারাও এরূপ করবে’ *(৩৪)*। ‘অতএব আমি তাঁর নিকটে কিছু উপঢৌকন পাঠাই। দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব নিয়ে আসে’ *(৩৫)*। ‘অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বলল, তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেওয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক’ *(৩৬)*। ‘ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ আগমন করব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত’ *(৩৭)*। ‘অতঃপর সুলায়মান বললেন, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলক্বীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?’ *(৩৮)* ‘জনৈক দৈত্য-জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান ও বিশ্বস্ত’ *(৩৯)*। ‘(কিন্তু) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তোমার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল, তখন বলল, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও কৃপাময়’ *(নমল ৪০)*।

‘সুলায়মান বলল, বিলক্বীসের সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বস্তু চিনতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা সঠিক পথ খুঁজে পায় না?’ *(৪১)* ‘অতঃপর যখন বিলক্বীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ’ল: আপনার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই হবে। আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি’ *(৪২)*। ‘আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার উপাসনা করত, সেই-ই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল’ *(৪৩)*। ‘তাকে বলা হ’ল, প্রাসাদে প্রবেশ করুন। অতঃপর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। ফলে সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলক্বীস বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ *(নমল ২৭/২২-৪৪)*।

সূরা নমল ২২ হ'তে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত উপরে বর্ণিত ২৩টি আয়াতে রাণী বিলক্বীসের কাহিনী শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪০তম আয়াতে 'যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল' বলে কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হ'ল এই যে, তিনি ছিলেন স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আঃ)। কেননা আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। তিনি এর দ্বারা উপস্থিত জিন ও মানুষ পারিষদ বর্গকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ অন্যের মাধ্যমে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে থাকেন। 'আর এটি হ'ল আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ' *(নমল ৪০)*। দ্বিতীয়তঃ গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মু'জেযা এবং রাণী বিলক্বীসকে আল্লাহ্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এতে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সুদূর ইয়ামন থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বিলক্বীস তার সিংহাসনের আগাম উপস্থিতি দেখে অতঃপর স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদে প্রবেশকালে অনন্য কারুকার্য দেখে এবং তার তুলনায় নিজের প্রাসাদের দীনতা বুঝে লজ্জিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যান। মূলতঃ এটাই ছিল হযরত সুলায়মানের মূল উদ্দেশ্য, যা শতভাগ সফল হয়েছিল।

এর পরবর্তী ঘটনাবলী, যা বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যেমন সুলায়মানের সাথে বিলক্বীসের বিবাহ হয়েছিল। সুলায়মান তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেন। প্রতি মাসে সুলায়মান একবার করে সেখানে যেতেন ও তিনদিন করে থাকতেন। তিনি সেখানে বিলক্বীসের জন্য তিনটি নযীরবিহীন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন- ইত্যাদি সবকথাই ধারণা প্রসূত। যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাকে জিজ্ঞেস করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলক্বীসের বিয়ে হয়েছিল কি? জওয়াবে তিনি বলেন, বিলক্বীসের বক্তব্য وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম' *(নমল ৪৪)*-এ পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কুরআন এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চুপ রয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই *(তাফসীর বাগাভী)*।

(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা :

পিতা দাঊদের ন্যায় পুত্র সুলায়মানকেও আল্লাহ বারবার পরীক্ষায় ফেলেছেন তাকে সর্বদা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল রাখার জন্য। ফলে তাঁর জীবনের এক একটি পরীক্ষা এক একটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কুরআন সেগুলির সামান্য কিছু উল্লেখ করেছে, যতটুকু আমাদের উপদেশ হাছিলের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতগণ সেই সব ঘটনার উপরে রং চড়িয়ে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভট সব গল্পের অবতারণা করে তাদেরই স্বগোত্র বনু ইস্রাঈলের এইসব মহান নবীগণের চরিত্র হনন করেছে। মুসলিম উম্মাহ বিগত সকল নবীকে সমানভাবে সম্মান করে। তাই ইহুদী-নাছারাদের অপপ্রচার থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনার উপরে নির্ভর করে। সেখানে যতটুকু পাওয়া যায়, তার উপরেই বাক সংযত রাখে।

আলোচ্য অশ্ব কুরবানীর ঘটনাটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ :

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ- فَقَالَ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ- رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ-

'যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হ'ল' *(ছোয়াদ ৩১)*। 'তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রভুর স্মরণের কারণেই ঘোড়াগুলিকে মহব্বত করে থাকি (কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ হয়ে থাকে। অতঃপর সে ঘোড়াগুলিকে দৌড়িয়ে দিল,) এমনকি সেগুলি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল' *(৩২)*। '(অতঃপর সে বলল,) ঘোড়াগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে তাদের গলায় ও পায়ে (আদর করে) হাত বুলাতে লাগল' *(ছোয়াদ ৩৮/৩১-৩৩)*।

উপরোক্ত তরজমাটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে ইবনু জারীরের গৃহীত ব্যাখ্যার অনুকূলে করা হয়েছে।

অনেকে উপরোক্ত তাফসীরের সাথে বিভিন্ন কথা যোগ করেছেন। যেমন ঘোড়া পরিদর্শনে মগ্ন হওয়ার কারণে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সব ঘোড়া কুরবানী করে দেন। কেউ বলেছেন, তিনি আল্লাহ্র নিকটে সূর্যকে ফিরিয়ে দেবার আবেদন করেন। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি আছরের ছালাত আদায় করে নেন। তারপর সূর্য অস্তমিত হয়। বস্তুতঃ এইসব কথার পক্ষে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন দলীল নেই। অতএব এসব থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

(৬) সিংহাসনের উপরে একটি নিষ্প্রাণ দেহ প্রাপ্তির ঘটনা :

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ- 'আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হ'ল' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৪)*। এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা কেবল এতটুকুই। এক্ষণে সেই নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল, একে সিংহাসনের উপর রাখার হেতু

কি ছিল, এর মাধ্যমে কি ধরনের পরীক্ষা হ'ল- এসব বিবরণ কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কিছুই বর্ণিত হয়নি। অতএব এ বিষয়ে কেবল এতটুকু ঈমান রাখা কর্তব্য যে, সুলায়মান (আঃ) এভাবে পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি আল্লাহ্র প্রতি আরো বেশী রুজু হন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অটুট আনুগত্যের পরিচয় বহন করে।

অথচ উক্ত ঘটনাকে রং চড়িয়ে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলায়মানের রাজত্বের গুঢ় রহস্য তার আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান তাঁর আংটিটা হাতিয়ে নেয় এবং নিজেই সুলায়মান সেজে সিংহাসনে বসে। এদিকে সুলায়মান (আঃ) সিংহাসন হারিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকেন। একদিন ঘটনাক্রমে একটি মাছের পেট থেকে সুলায়মান উক্ত আংটি উদ্ধার করেন ও চল্লিশ দিন পর পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন'। সিংহাসনে বসা ঐ শয়তানের রাখা কোন বস্তুকে এখানে আল্লাহ নিষ্প্রাণ দেহ বলেছেন।

বস্তুতঃ এসবই বানোয়াট কাহিনী। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলে কিতাবের একটি দল হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে নবী বলেই স্বীকার করে না। বাহ্যতঃ এসব কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি'।

(৭) **'ইনশাআল্লাহ' না বলার ফল :**

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম এই যে, একবার হযরত সুলায়মান (আঃ) এ মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, রাত্রিতে আমি (আমার ৯০ বা ১০০) সকল স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটি করে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও পরে তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' (অর্থঃ 'যদি আল্লাহ চান') বলতে ভুলে গেলেন। নবীর এ ত্রুটি আল্লাহ পসন্দ করলেন না। ফলে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু ভূমিষ্ট হ'ল'।[১৫] এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সুলায়মান বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হ'লেও এবং জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও সকল জীবজন্তু তাঁর হুকুম বরদার হ'লেও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অতএব তাঁর 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে যাওয়াটা ছোটখাট কোন অপরাধ নয়। এ ঘটনায় এটাও স্পষ্ট হয় যে, যারা যত বড় পদাধিকারী হবেন, তাদের ততবেশী আল্লাহ্র অনুগত হ'তে হবে এবং সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সর্বদা বিনীত হয়ে চলতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই অহংকার করা চলবে না।

অনেক তাফসীরবিদ সূরা ছোয়াদ ৩৪ আয়াতে বর্ণিত 'সিংহাসনের উপরে নিষ্প্রাণ দেহ' রাখার ঘটনার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য দেখে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত অত্র ঘটনাকে উক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেন যে, সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর জনৈক চাকর উক্ত মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সুলায়মান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর 'ইনশাআল্লাহ' না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হ'লেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কাযী আবুস সাঊদ, আল্লামা আলূসী, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম রাযীও আরেকটি তাফসীর করেছেন যে, সুলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে এমন দুর্বল হয়ে পড়েন যে, সিংহাসনে বসালে তাঁকে নিষ্প্রাণ দেহ বলে মনে হ'ত। পরে সুস্থ হ'লে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হন...। এ তাফসীর একেবারেই অনুমান ভিত্তিক। কুরআনী বর্ণনার সাথে এর কোন মিল নেই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত ঘটনাকে উক্ত আয়াতের অকাট্ট তাফসীর বলা যায় না। কেননা এ ঘটনায় বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহের কোনটাতেই এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোচ্য ঘটনাটিকে উক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই অত্র হাদীছটি ছহীহ বুখারীর 'জিহাদ' 'আম্বিয়া' 'শপথসমূহ' প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক সনদে আনা হ'লেও সূরা ছোয়াদের উপরোক্ত ৩৪ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী আনেননি। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও আলোচ্য হাদীছটি উক্ত আয়াতের তাফসীর নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এটাও তেমনি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এটা কোন আয়াতের তাফসীর নয়।

বস্তুতঃ কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে একথা বুঝানো যে, তারা কোন বিপদাপদে বা পরীক্ষায় পতিত হ'লে যেন পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়। যেমন সুলায়মান (আঃ) হয়েছিলেন।

(৮) **হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের ঘটনা :**

সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালে বেঈমান জিনেরা লোকদের ধোকা দিত এই বলে যে, সুলায়মান জাদুর জোরে সবকিছু করেন। তিনি কোন নবী নন। শয়তানদের ভেল্কিবাজিতে বহু লোক বিভ্রান্ত হচ্ছিল। এমনকি শেষনবী (ছাঃ)-এর সময়েও যখন তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর প্রশংসা করেন, তখন ইহুদী নেতারা বলেছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহাম্মাদ সুলায়মানকে নবীদের মধ্যে শামিল করে হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। অথচ

১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২০ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।*

তিনি ছিলেন একজন জাদুকর মাত্র। কেননা স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষ কি বায়ুর পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে পারে? *(ইবনু জারীর)*।

এক্ষণে সুলায়মান (আঃ) যে সত্য নবী, তিনি যে জাদুকর নন, জনগণকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীগণের মু'জেযা ও শয়তানদের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক হারূত ও মারূত নামে দু'জন ফেরেশতাকে 'বাবেল' শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন। 'বাবেল' হ'ল ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী, যা ঐসময় জাদু বিদ্যার কেন্দ্র ছিল। ফেরেশতাদ্বয় সেখানে এসে জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকেন এবং জাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন সবাই সুলায়মানের নবুঅতের অনুসারী হয়, সেকথা বলতে লাগলেন।

জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য এই যে, জাদু প্রাকৃতিক কারণের অধীন। কারণ ব্যতীত জাদু সংঘটিত হয় না। কিন্তু দর্শক সে কারণ সম্পর্কে অবহিত থাকে না বলেই তাতে বিভ্রান্ত হয়। এমনকি কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং ঐ জাদুকরকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে ধারণা করতে থাকে। আজকের যুগে ভিডিও চিত্রসহ হাযার মাইল দূরের ভাষণ ঘরে বসে শুনে এবং দেখে যেকোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিতে পড়া স্বাভাবিক। তেমনি সেযুগেও জাদুকরদের বিভিন্ন অলৌকিক বস্তু দেখে অজ্ঞ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ত।

পক্ষান্তরে মু'জেযা কোন প্রাকৃতিক কারণের অধীন নয়। বরং তা সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশে সম্পাদিত হয়। নবী ব্যতীত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি তাঁর 'কারামত' বা সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিও একইভাবে সম্পাদিত হয়। এতে প্রাকৃতিক কারণের যেমন কোন সম্পৃক্ততা নেই, তেমনি সম্মানিত ব্যক্তির নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা হাত নেই। উভয় বস্তুর পার্থক্য বুঝার সহজ উপায় এই যে, মু'জেযা কেবল নবীগণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। যারা আল্লাহভীতি, উন্নত চরিত্র মাধুর্য এবং পবিত্র জীবন যাপন সহ সকল মানবিক গুণে সর্বকালে সকলের আদর্শ স্থানীয় হন।

আর নবী ও অলীগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবীগণ প্রকাশ্যে নবুঅতের দাবী করে থাকেন। কিন্তু অলীগণ কখনোই নিজেকে অলী বলে দাবী করেন না। অলীগণ সাধারণভাবে নেককার মানুষ। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্র বিশেষভাবে নির্বাচিত বান্দা, যাদেরকে তিনি নবুঅতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। নবীগণের মু'জেযা প্রকাশে তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নেই। পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকেরাই জাদুবিদ্যা শিখে ও তার মাধ্যমে নিজেদের দুনিয়া হাছিল করে থাকে। উভয়ের চরিত্র জনগণের মাঝে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

বস্তুতঃ সুলায়মান (আঃ)-এর নবুঅতের সমর্থনেই আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে বাবেল শহরে পাঠিয়ে ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-

'(ইহুদী-নাছারাগণ) ঐ সবের অনুসরণ করে থাকে, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। (তাদের দাবী অনুযায়ী) সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার উপরে যা নাযিল হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। বস্তুতঃ তারা (হারূত-মারূত) উভয়ে একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা এসেছি পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তুমি (জাদু শিখে) কাফির হয়ো না। কিন্তু তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত তদ্বারা তারা কারু ক্ষতি করতে পারত না। লোকেরা তাদের কাছে শিখত ঐসব বস্তু যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের কোন উপকার করে না। তারা ভালভাবেই জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করবে, তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো'। 'যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহভীরু হ'ত, তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত, যদি তারা জানত' *(বাক্বারাহ ২/১০২-১০৩)*।

বলা বাহুল্য, সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও জীবজন্তুর উপরে একচ্ছত্র ক্ষমতা দান করা ছিল আল্লাহ্র এক মহা পরীক্ষা। শয়তান ও তাদের অনুসারী দুষ্ট লোকেরা সর্বদা এটাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখেছে এবং যুক্তিবাদের ধূম্রজালে পড়ে পথ হারিয়েছে। অথচ আল্লাহ্র নবী সুলায়মান (আঃ) সর্বদা আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করেছেন। আমরাও তার প্রতি দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করি।

[চলবে]

মানব সৃষ্টির ইতিহাস

*রফীক আহমাদ**

পৃথিবীতে মানবজাতি মহান আল্লাহ তা'আলার এক অনন্য সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ কাজ করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের এক সম্মানজনক আনুষ্ঠানিকতা পালনের ইচ্ছায় ফেরেশতাকুলকে আদম (আঃ)-এর প্রতি সিজদা করার আদেশ করেন। শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের প্রতিহিংসায় ইবলীস আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করল। সে আদম (আঃ)-কে সিজদা করল না, বাকী সকলেই সিজদা করল। ফলে মানব সৃষ্টিতে এক বিতর্কের অবতারণা হ'ল।

মহান প্রভু এসব কিছুই জানতেন। তিনি মানুষকে ইবলীসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সর্বদাই জয়ী থাকার জন্য জ্ঞান-বিবেক সহ সৃষ্টি করে বহু পরামর্শ দান করেন। এদিকে ইবলীস এবং প্রাথমিক বিজয়ে বিপর্যস্ত আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে আগমন করতে হয়। এরপরই শুরু হয় মানব জাতির চরম ক্ষতি সাধনে ইবলীস এর দুর্গম অভিযান। ইবলীসের মিথ্যা ও কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের নিকট পরাজয়ের পর আদম (আঃ) লজ্জিত হন এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং বিশেষ বিশেষ উপদেশমালাসহ পৃথিবীতে সাময়িক নির্বাসন দেন। এরপর আদম (আঃ)-এর পরবর্তী জীবন সাফল্যের মধ্যেই অতিবাহিত হয়।

আদম (আঃ)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও প্রাথমিক বিপর্যয়ের ইতিহাস পবিত্র কুরআনে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, এখানে তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হ'ল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ- وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ- قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ- قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ-

'আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-দাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদাই আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। আল্লাহ বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তুকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা বলল, আপনি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত), নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হেকমতওয়ালা। আল্লাহ বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত আছি? আর সে বিষয়ও জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর। যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে আদেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ২/৩০-৩৪)*।

একই বিষয়বস্তুর উপর অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَراً مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ- فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ- إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبَى أَنْ يَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ- قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ- قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ-

'আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও। তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে অস্বীকার করল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, তোমার কী হ'ল যে, তুমি

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে স্বীকৃত হ'লে না? ইবলীস বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচাকর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত' *(হিজর ১৫/২৮-৩৪)*।

মানব জাতির অলৌকিক সৃষ্টি এবং এর অন্যতম বিশেষত্বের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ নিঃসন্দেহে সাদৃশ্যপূর্ণ। শুধু বিষয়বস্তু হ'তে কোন অজুহাত খাড়া করে কেউ সরে না পড়তে পারে, এজন্যেই উপরোক্ত আয়াতগুলো পুনঃপুনঃভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দৃশ্যতঃ হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করতে বলা হ'লেও পরোক্ষভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠ আত্মাকেই তা বলা হয়েছে এবং সমগ্র মানব মণ্ডলীকে বললেও তা অত্যুক্তি হবে না। তাই মহাপবিত্র কুরআনুল করীমের মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াতগুলো যে কোন মানবাত্মাকে মহৎ হ'তে মহত্তর করার এক অব্যর্থ অবলম্বন।

এ পর্যন্ত আলোচিত উপরের আয়াতগুলোতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মানবসৃষ্টির মূল উৎস বা সূচনার অন্যতম প্রধান উপাদান মাটি। তাই তার স্বভাব ও আচরণের মধ্যে মাটির মানুষ অর্থাৎ অত্যন্ত সহিষ্ণু ও শান্ত প্রকৃতির মানুষের গুণাগুণ বিরাজমান। মানুষের বংশগতি, স্বভাব ও আগমন বার্তায় কোন প্রকারের পঙ্কিলতা নেই। এজন্য মানবকুল শিরোমণি আদম (আঃ) তাঁর সত্য, সরল, সহজ মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইবলীসের নিকট পরাজয় বরণ করেন- যা তাঁর সারা জীবনের জন্য মূল্যবান শিক্ষণীয় ছিল নিঃসন্দেহে। শুধু তাঁর নয়, তাঁর পরবর্তী সন্তানগণের জন্যও ছিল তা উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

পক্ষান্তরে ইবলীস হ'ল আগুনের তৈরী, অর্থাৎ তার সৃষ্টির মূল উপাদান আগুন। আগুন হচ্ছে উত্তপ্ত, উষ্ণ, প্রচণ্ড গরম জাতীয় পদার্থ। কাজেই ইহা স্বভাবতঃই দুঃসহ তাপদায়ক, দুঃখদায়ক, পীড়াদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক। হয়ত এই স্বভাবের বশবর্তী হয়েই ইবলীস আদম (আঃ)-এর প্রাধান্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, যা তাকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার মত অপরিণামদর্শী স্পর্ধায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। অতঃপর সে তার অসামান্য ভূমিকায় (মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজে) দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে এবং একাজের জন্য আল্লাহ্‌র অনুমতি প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তা অনুমোদন করেন। কারণ মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা সবচাইতে ভাল জানেন যে, তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের ইবলীস কখনও বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তাঁর সকল বান্দাকে ইবলীসের চক্রান্ত ও প্রতারণা হ'তে মুক্ত থাকার জন্য সকল মানুষের পক্ষে আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সিজদার মাধ্যমে বরণ করে নেওয়ার মহৎ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মানবাত্মার পবিত্র জন্ম ইতিহাসে ইহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যারা এসব স্মরণ করে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখে, তাদের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে এক মহাস্মারক।

এই মহৎ অনুষ্ঠানের পর আদম (আঃ) ও ইবলীসের মধ্যে যা ঘটেছিল, তা সূরা আল-আ'রাফ এর ১৯ হ'তে ২৫ আয়াতে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُوْرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ- وَقَاسَمَهُمَا إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ- فَدَلاَّهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ- قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ- قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ-

'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেও না। তাহ'লে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে। অতঃপর ইবলীস (শয়তান) উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য

পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। আল্লাহ বললেন, তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে' *(আ'রাফ ৭/১৯-২৫)*।

উল্লিখিত আয়াত কয়'টি হ'তে আমাদের মানব জাতির পক্ষে আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন বিষয়টি ইতিবাচকভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। আদম (আঃ)-এর ভুলের বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে সমালোচিত হ'লেও এখানে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তা ছিল স্বাভাবিক। কারণ আদম (আঃ) যে ভুল করেছিলেন সেটা সত্যের অনুসারীই ছিল। ইবলীস যে মিথ্যা কসম খেয়ে মিথ্যার প্রতি আহ্বান করেছিল, আদম (আঃ)-এর নিকট তা ছিল একান্তই সত্য ও সঠিক। এজন্যই মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'তে হুঁশিয়ার করে দেন। অতঃপর তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিরলস সতর্ক থাকার জন্য পবিত্র মহাগ্রন্থে পুনঃপুনঃ সতর্ক বাণী অবতীর্ণ করেন।

আদম (আঃ)-এর প্রতি অভিযোগ খণ্ডন এর অনুকূলে একটি উল্লেখযোগ্য হাদীছের উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আদম (আঃ) ও মূসা (আঃ) পরস্পর বাক্যালাপ করেছিলেন। মূসা (আঃ) আদম (আঃ)-কে বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন ও বেহেশত হ'তে বহিস্কৃত করেছেন। তখন আদম (আঃ) তাকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ আপনাকে স্বীয় কালাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তিনি স্বহস্তে (তওরাত কিতাব) আপনাকে লিখে দিয়েছেন। আপনি এমন একটি কাজের উপর আমাকে দোষারোপ করেছেন, যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতঃপর আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর অভিযোগ খণ্ডন করে বিজয়ী হ'লেন। নবী করীম (ছাঃ) একথাটি তিনবার বললেন *(বুখারী হা/৩৪০৯; মুসলিম, মিশকাত হা/৮১)*।

আদম (আঃ) সাময়িকভাবে বেহেশত হ'তে বহিস্কৃত হয়ে পৃথিবীতে অবতরণের পর আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তাদের বংশবৃদ্ধি শুরু হয়। বিশ্ববাসীর অকৃত্রিম সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদির বিশুদ্ধতম আনুগত্য লাভের ব্যাপক প্রয়াসে মহান আল্লাহ মানব জন্মের সূত্রপাত ঘটান। এ বিষয়টিও পবিত্র কুরআনুল করীমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ-

'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে। আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত্ত করল, তখন সে গর্ভবতী হ'ল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। অতঃপর যখন বোঝা হয়ে গেল তখনই উভয়ই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, আপনি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান করেন তবে আমরা আপনার শুকরিয়া আদায় করব' *(আ'রাফ ১৮৯)*।

এরপর উপরের আয়াতের সাদৃশ্যপূর্ণ বাণীতে সারা বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيْ تَسَاءلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً-

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন' *(নিসা ১)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'হে মানব মণ্ডলী আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন' *(হুজুরাত ১৩)*।

সূরা অন'আম এর ৯৮ আয়াতে আলোচ্যধারায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হ'ল,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ-

'তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী ঠিকানা। নিশ্চয়ই আমি প্রমাণাদি বর্ণনা

করে দিয়েছি বিস্তারিতভাবে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে'।

মানব সৃষ্টির প্রথম সুপরিকল্পিত ইতিহাস, উহার প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ অধ্যায়সহ পৃথিবীতে প্রাথমিকভাবে মানবজন্মের সূত্রপাত নিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীম হ'তে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হ'ল। মূলতঃ পৃথিবীতে নারী-পুরুষের মধুর মিলন হ'তেই সন্তানাদি বা বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। উপরোক্ত আয়াত ক'টিতে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয়ভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মৌল প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য প্রযুক্তি রয়েছে, কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে তা সঠিকভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। একমাত্র মহান আল্লাহ্র মহাজ্ঞান ভাণ্ডার (কুরআন) হ'তে প্রাপ্ত সঠিক ও যুক্তিযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে বা সুন্দরভাবে তা জানা সম্ভব। মানবতার বিকাশ সাধনে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা দানের জন্য ইহা একটি অনুকরণীয় মূল্যবান প্রযুক্তিভাণ্ডার, যা তাঁরই মালিকানাধীন।

আসলে মানব সৃষ্টির মূল উপাদান কী, কত মূল্যবান, কত উল্লেখযোগ্য বা আকর্ষণীয় তা জানা আবশ্যক। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মানব জন্মের উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে অভিন্ন অর্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপস্থিত করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের গুপ্তরহস্যের অলৌকিক বর্ণনায় ইতিমধ্যে মানব প্রজনন সংক্রান্ত কুরআনুল কারীমের বিবরণ ও ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মাটি। তাই মানব সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান মাটি বিষয়ক কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল। এ বিষয়ে সূরা হিজর এর ২৬ ও ২৭ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ- وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ-

'আমি মানবকে পচাকর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছি'।

সূরা আর-রাহমানের ১৪ ও ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ- وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ-

'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে'।

সূরা সিজদাহর ৭ আয়াতেও অনুরূপ বিধৃত হয়েছে-

الَّذِيْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ-

'তিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন'।

অনুরূপভাবে সূরা আন'আম এর ২ আয়াতেও বর্ণিত আছে যে,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ-

'তিনিই তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্র কাছে আছে'।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান যে মাটি, ইহা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হ'ল। অতঃপর সৃষ্টির সর্বব্যাপক কর্মসূচীর মাঝে অসংখ্য প্রাণীর উৎপত্তির সূত্রপাত হয়। এই প্রাণের বা জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী একদিকে যেমন ব্যাপক, অন্যদিকে তেমনি বাস্তব ও সংক্ষিপ্তও বটে। সামগ্রিকভাবে প্রাণীকূল সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে পানি। এর সমর্থনে সূরা নূর এর ৪৫ আয়াতে প্রত্যাদেশ হয়েছে, وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ 'আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন'। যেহেতু সকল জীব বা প্রাণী সৃষ্টির মূল উপাদান পানি। সুতরাং মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পানির গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি, অতঃপর পানি। ইহার সত্যায়নে সূরা ফুরক্বান এর ৫৪ নং আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْراً-

'তিনিই পানি থেকে মানবকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম'।

এরপর সূরা মুরসালাত এর ২০ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি'।

পরবর্তীতে সূরা আত-তারেক এর ৫ ও ৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মানব প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ- خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ- 'মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে, সবেগে স্খলিত পানি থেকে'।

মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও অপরিসীম তাৎপর্যের অন্তরালে মহান স্রষ্টার পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মানব জাতির হৃদয় স্পন্দন করার প্রয়াসে, পাক কালামে

বহু আয়াতের সমন্বয় ঘটেছে। উপরে বর্ণিত পানির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত বস্তুরও (বীর্যের) বহু আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা নাহল এর ৪নং আয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ বাণী হ'ল,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ-

'তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে'।

সূরা ইয়াসীন এর ৭৭ আয়াতেও মহান আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ-

'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী'।

একই মর্মার্থে সূরা আদ-দাহার এর ২য় আয়াতেও পুনরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعاً بَصِيْراً-

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্র বিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন'।

আরও বিস্তারিত তথ্য সহ সূরা হজ্জের ৫ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী,

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ،

'হে লোক সকল আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট গোশতপিণ্ড থেকে তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে'।

উপরের আয়াতগুলোতে শ্রেষ্ঠ মানবের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রতীক স্বরূপ তার প্রজনন প্রক্রিয়ায় রয়েছে উচ্চতর কলা-কৌশল এবং বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের সুস্পষ্ট বিবরণ। মানব শিশু তার জন্মলগ্নে মাতৃগর্ভে ক্ষুদ্রাকৃতির এক গোশতপিণ্ডের মত দেখায়। কেন্দ্রস্থলটি মানবাকৃতির মত দেখালেও তখন আলাদা করে কিছুই বুঝা যায় না। পরে গোশতপিণ্ডটি (ভ্রূণটি) ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বৃদ্ধি থাকে। প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়েই গঠিত হয়ে থাক মানব শিশুর হাড়ের কাঠামো পেশ, স্নায়ুতন্ত্র, বিভিন্ন সরবরাহ যন্ত্র এবং অন্ত্রাদিও। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এসব তথ্যচিত্র এখন সর্বজনবিদিত।

যাহোক মানব প্রজনন সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো অত্যন্ত সরল, সহজ ও সাধারণ ভাষায় এলোপাতাড়িভাবে বর্ণিত হয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ভয়াবহ বিশালতা ও কাঠিন্যতা ব্যতীত, অন্য কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে, মানব সৃষ্টির মত এত খুঁটি-নাটি বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়নি। ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিশ্ববাসীর প্রতি অতীব সঠিক ও যুক্তিযুক্ত আধ্যাত্মিক বিষয়াদির বহু উদাহরণ উপস্থিত করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনার জন্যই, মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াতগুলোর অবতারণা যা মানুষের মুক্তির প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে সহায়ক হ'তে পারে।

মানব সৃষ্টির নিভৃতে যে গোপনীয় গূঢ় রহস্য বিদ্যমান, সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ-

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন' *(শূরা ৪৯)*।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ সৃষ্টিতে আল্লাহ পরম সন্তুষ্টির বাণী হচ্ছে, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ- 'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে' *(ত্বীন ৪)*।

আমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চিন্তা-গবেষণা, মনোযোগ, অমনোযোগ ইত্যাদি আমাদের চিরসাথী। তন্মধ্যে চিন্তা-ভাবনা, বিবেক-বিবেচনা দ্বারা সত্য ধর্ম ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হ'ল আমাদের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্তব্য। জীবন প্রবাহের মুহূর্তগুলোতে কারণে অকারণে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনায় অসংখ্য ভীড়ের উৎপত্তি হয়। অনাকাংখিত ঐসব অশুভ তৎপরতা হ'তে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুনির্দিষ্ট বিধানাবলী প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে জন্ম-মৃত্যু নিয়ে গভীর চিন্তা করা উক্ত বিধানাবলীর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য এখানে শুধু জন্ম রহস্যের বৈচিত্র্যময় প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণীগুলোরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে- যা আল্লাহ্‌র একত্ব সহ অন্যান্য সত্য বিধানে আকৃষ্ট করার উত্তম সহায়ক। মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, পাণ্ডিত্য প্রতিভা, অর্থসম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি, বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতি গুণাবলীর মাঝে নিজের জন্ম বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করুক, অতঃপর নিজের করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক, এটাই হ'ল প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপদেশমালা।

ইখলাছ মুক্তির পাথেয়

ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

(শেষ কিস্তি)

সৎ ও মুখলিছ লোকদের সাহচর্য লাভ :

মানুষ যার সাথে উঠা-বসা ও চলাফেরা করে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদি কেউ মুখলিছ লোকদের সাহচর্য লাভ করে তবে তার মধ্যে ইখলাছের ধারণা প্রবল হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি লোক দেখানো ভাবনাধারী বা লোকশুনানো ধারণার বাহকের সাথে চলাফেরা করে তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গীর মতই হবে। এটা সকলের কাছে বোধগম্য। যেমন হাদীছে এসেছে, اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلْ– 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। তাই তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে, কাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছ'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'সৎসঙ্গ অবলম্বনকারী ও অসৎসঙ্গ গ্রহণকারীদের দৃষ্টান্ত হ'ল যথাক্রমে সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের মত। সুগন্ধি বিক্রেতা হয়ত তোমাকে কিছু সুগন্ধি দিবে অথবা তুমি তার থেকে সুগন্ধি কিনবে। যদি কোনটিই না হয়, তবে কমপক্ষে তার থেকে এমনিতেই সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের ব্যাপারটা হ'ল, হয়ত তার আগুনের ফুলকিতে তোমার কাপড় পুড়ে যাবে অথবা তার হাপরের দুর্গন্ধ তোমাকে পেয়ে বসবে'।[২]

তাই যিনি ইখলাছ অবলম্বন করতে চান তাকে অবশ্যই সৎসঙ্গ নির্বাচন করতে হবে।

মুখলিছ ও সৎ-কর্মপরায়ণদের আদর্শ রূপে গ্রহণ করা :

ইসলামের প্রথম যুগে নবী ও রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন ও ইমামগণ, যারা নিজেদের জীবনে ইখলাছের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলে ইখলাছ অবলম্বনে সহায়ক হবে। প্রতিটি কাজে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا–

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

أُوْلَـئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُـل لاَّ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِيْنَ–

'তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর। আপনি বলে দিন! আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশমাত্র' *(আন'আম ৫/৯০)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(মুমতাহিনা ৬০/৯)*।

এমনিভাবে সৎকর্মপরায়ণদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হাদীছেও নির্দেশ এসেছে, 'তোমরা আমার সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে'।[৩]

এজন্য রাসূল ও তাঁর ছাহাবাদের সীরাত বা জীবনী অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। তাদের সীরাত অধ্যয়ন ব্যতীত তাদের আদর্শ কিভাবে জানা যাবে।

ইখলাছকে জীবনের একটি লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা :

ইখলাছ অবলম্বন করতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু সত্যিকার মুখলিছদের সংখ্যা খুবই কম। এর কারণ ইখলাছ অবলম্বনে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা ইখলাছকে জীবনের একটি লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। একে একটি লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে এর অনুশীলনের প্রশ্ন আসে, মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনার বিষয় আসে। এ ভাবনাগুলো ইখলাছ অবলম্বন করতে সহায়তা করে। যদি কেউ এটাকে অতিরিক্তি ছওয়াবের বিষয় বা নফল কাজ হিসাবে মূল্যায়ন করে, তবে সে হয়ত কখনো ইখলাছ অবলম্বনে সফল হ'তে পারবে না।

ইখলাছের পথে যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়

এমন কিছু বিষয় আছে যা ইখলাছের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নে আমরা তার উল্লেখযোগ্য কিছু উপস্থাপন করছি।

প্রথমত : রিয়া ও সুম'আ :

রিয়া অর্থ লোক দেখানো ভাবনা। আর সুম'আ অর্থ মানুষকে শোনানো বা প্রচারের ভাবনা।

পারিভাষিক অর্থে রিয়া হ'ল মানুষকে দেখিয়ে তাদের প্রশংসা অর্জনের জন্য ইবাদত-বন্দেগী তথা সৎকর্মগুলো প্রকাশ করা *(ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী)*। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, রিয়া হ'ল ভাল কাজ-কর্ম মানুষকে দেখিয়ে

১. *আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫০১৯।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/৫০১০।*
৩. *ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/১৬৫।*

তাদের অন্তরে নিজের স্থান করে নেয়া, যাতে লোকের কাছে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আর সুম'আ হ'ল নিজের ইবাদত-বন্দেগীর কথা মানুষকে শোনানো *(আল-আশকর, আল-ইখলাছ)*।

রিয়া ও সুম'আর ব্যাপারে হাদীছে সতর্কবাণী এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না যাকে আমি দাজ্জালের চেয়ে বেশী ভয় করি? আমরা বললাম, অবশ্যই আপনি আমাদের বলে দিবেন। তিনি বললেন, তা হ'ল সূক্ষ্ম শিরক। তা এমন যে, কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর করে আদায় করল, কিন্তু তার অন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল অন্যকে দেখানোর ভাবনা'।[৪]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মানুষের কর্তব্য এই যে, সে আল্লাহ্র হুকুম সমূহ পালন করবে, তাঁর নিষেধ থেকে ফিরে থাকবে শুধু তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। এছাড়া যদি সে এর মাধ্যমে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব লাভের নিয়ত করে, অন্যকে অবমাননা করার সংকল্প করে, তাহ'লে এটা হবে জাহেলিয়াত। যা আল্লাহ্র কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সে যদি এ কাজগুলো মানুষকে দেখানো বা প্রচারের উদ্দেশ্যে করে, তবে তার কোন ছওয়াব থাকবে না *(ইবনু তায়মিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ)*।

দ্বিতীয়ত : আত্মতৃপ্তি

আত্মতৃপ্তি মানে এক ধরনের আত্মম্ভরিতা বা অহংকার। এটা কথা-বার্তা, চাল-চলন, কাজ-কর্মে অহংকার প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মতৃপ্তি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত সৎ মনে করে, পাক-সাফ ও অন্যের চেয়ে এগিয়ে আছি-এমন একটি ধারণা তার মাঝে সর্বদা কাজ করে। আত্মতৃপ্তি মানুষের আত্মার জন্য একটি ভয়াবহ ব্যাধি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয়- নিজ প্রবৃত্তির আনুগত্য, অব্যাহত কৃপণতা, নিজের ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ বা আত্মতৃপ্তি। এটি এ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ'।[৫]

আত্মতৃপ্তি মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কারণ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের ইবাদত-বন্দেগীকে বড় করে দেখে। তার ধারণা, সে স্বয়ং আল্লাহ্র উপকার করছে। আল্লাহ তা'আলা যে নিজ অনুগ্রহে তাকে ভাল পথে চলার সামর্থ্য দিয়েছেন এ কথা সে ভুলতে বসে। ফলে সে ইখলাছের সকল বিপদ থেকে অন্ধ হয়ে যায়। তার ইখলাছ অবলম্বনে কি কি বাধা রয়েছে এ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ বে-খবরে পরিণত হয়।

আত্মতৃপ্তি নামের এ ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে কিভাবে বেঁচে থাকা যায়? কিভাবে এর চিকিৎসা সম্ভব? নিজের আত্মাকে সত্যিকার অর্থে অনুভব করতে হবে, লালন করতে হবে তাকে এবং নিজের প্রতিপালককে চিনতে-জানতে হবে। প্রতিপালকের সাথে নিজেকে চিনতে হবে এভাবে যে, আমার প্রতিপালক কত মহান! তিনি আমার উপর কত অনুগ্রহ করেছেন। আমার মত লক্ষ-কোটি মানুষ রয়েছে, তাদেরকে তাঁর অনুগত হওয়ার সুযোগ দেননি, আমাকে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমার কি কৃতিত্ব আছে? আমি কি ছিলাম? তিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহে আমাকে এ পর্যন্ত আসতে দিয়েছেন। আমি এখন যে সকল সৎকর্ম করছি তার সবগুলো কি তাঁর পসন্দ মত করছি? কি নিশ্চয়তা আছে এর?

একদিন মালেক ইবনু দীনারের কাছ দিয়ে মুহাল্লাব ইবনু আবি সাফারাহ বীরের মত হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তার এ অবস্থা দেখে মালেক ইবনে দীনার তাকে বললেন, তুমি কি জানো না যুদ্ধের ময়দানে শত্রু সারি ব্যতীত এ রকম হাঁটা ঠিক নয়? মুহাল্লাব উত্তরে গর্ব করে বললেন, তুমি কি চেন না আমি কে? মালেক ইবনে দীনার বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভাল করে চিনি। মুহাল্লাব বললেন, তুমি আমার সম্পর্কে কি জান? মালেক ইবনে দীনার বললেন, তোমার শুরুটা ছিল এক দুর্গন্ধময় বীর্য। তোমার শেষটা হবে একটি পঁচা লাশ। এর মধ্যবর্তী সময়ে তুমি বহন করে চলছ কতগুলো ময়লা-আবর্জনা।

আসলে মানুষ যতই গর্ব ও অহংকার করে থাক না কেন, প্রত্যেকের আসল পরিচয় তো এটাই, যা মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বললেন। তাই এ ধরনের অনুভূতি জাগ্রত রাখলে গর্ব, অহংকার, আত্মতৃপ্তি নামক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

তৃতীয়ত : নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ

নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ ইখলাছ অবলম্বনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রবৃত্তির অনুসরণ বলতে বুঝায় নিজের মনে যা চায় সেটাই করা বা তার দিকে ঝুঁকে পড়া। নিজের প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে পড়া। প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসাবে নেয়া বলতে এটাকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ (উপাস্য) রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট'। *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*।

আল্লাহ আরো বলেন, 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় সীল করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর দিয়েছেন

৪. *ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৫৩৩৩।*
৫. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১২২, আলবানী বলেন, বিভিন্ন সূত্র ও শাওয়াহেদ-এর কারণে হাদীছটি হাসান।*

আবরণ। অতএব আল্লাহ্‌র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

আল্লাহ আরো বলেন, 'এরপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহ'লে জেনে রাখবে তারা তো নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

যে প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে পড়ে তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বক্তব্য এমনি পরিস্কার। প্রবৃত্তির অনুগত হওয়া বলতে বুঝায় যখন যা মনে চায়, তাই করা। তাক্বওয়া ও পরহেযগারী, হারাম-হালাল, জায়েয-নাজায়েয, মাকরূহ-মুবাহ ইত্যাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা।

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে প্রবৃত্তি তাকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়, ফলে সে স্থির করতে পারে না যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তার করণীয় কি? আল্লাহ ও রাসূল যাতে সন্তুষ্ট হন সে তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারে না, আল্লাহ ও রাসূল যাতে ক্রোধান্বিত হন, তাতে তো তার রাগ জন্মায় না। বরং নিজের সন্তুষ্টি ও নিজের অসন্তুষ্টিই হ'ল তার লক্ষ্য *(মিনহাজুস সুন্নাহ)*।

যারা জান্নাতের অধিকারী হবে তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, 'সে নিজেকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত রেখেছে' *(নাযি'আত ৭৯/৪০)*।

অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ ইখলাছের পরিপন্থী ও নেক আমল বিনষ্টকারী।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, তুমি এমন হয়ো না যে, সত্য যদি তোমার মনপুত হয় তাহ'লে গ্রহণ করবে আর যদি তোমার মনের বিরুদ্ধে যায় তাহ'লে বিরোধিতা করবে। এমন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সত্য গ্রহণ করলে তুমি কোন প্রতিদান পাবে না এবং বাতিল বর্জন করে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ তুমি যে সত্য গ্রহণ করেছ ও মিথ্যাকে বর্জন করেছ তা তোমার মনের মত হওয়ার কারণে। আল্লাহ্‌র জন্য নয় *(শারহুল আক্বীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ)*।

ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেছেন, প্রবৃত্তির চাহিদায় কোন ভাল কাজও প্রশংসনীয় হ'তে পারে না *(শাতেবী, আল-মুআফিকাত)*।

আসলেই প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা একটা মস্তবড় কঠিন কাজ। এ কাজ করতে না পারার কারণেই অনেক ইহুদী ও খৃষ্টান এবং বহু অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামকে সত্য বলে অনুভব করার পরেও তা কবুল করতে পারেনি। তারা নিজেদের সম্প্রদায়, দেশ, ধন-সম্পদ বিসর্জন দিতে রাযী হয়েছে কিন্তু প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে রাযী হয়নি।

ইমাম শাতেবী (রহঃ) চমৎকার বলেছেন, শরী'আতের বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে তার প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বের করে আল্লাহ্‌র গোলামীতে স্বাধীন করে দেয়া। শরী'আতের পূর্বে সে প্রবৃত্তির বাধ্যগত দাস ছিল। ইসলামী শরী'আত গ্রহণের ফলে সে আল্লাহ্‌র স্বাধীন দাসে পরিণত হ'ল *(শাতেবী, আল-মুআফিকাত)*।

অতএব যিনি ইখলাছ অবলম্বন করতে চান তার কর্তব্য হ'ল নিজের সংকল্প ও ইচ্ছাকে দৃঢ় করা, আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিতিকে ভয় করা, নিজের প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়া। তাহ'লে স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে জান্নাতের অধিকারী হওয়া যাবে *(আল-আশকর, আল-ইখলাছ)*।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, সর্বোত্তম জিহাদ হ'ল প্রবৃত্তির বিরোধিতা *(আল-মাওয়ার্দী, আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ-দীন)*।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, মানুষের কর্তব্য হ'ল সকল সৎকর্ম করবে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য, আল্লাহ্‌কে নিজের সম্মুখে উপস্থিত জেনে ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য। যদি এ তিনটি শর্ত পূরণ করে সৎকর্ম বা নেক আমল করা যায়, তাহ'লে সকল সৃষ্টিজীব তার পক্ষে থাকবে, সকল কল্যাণ তার কাছেই ছুটে আসবে। আর যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রবৃত্তির দাসত্ব করা হয় তবে ফলাফল হবে উল্টা... *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

চতুর্থ : সৎ কাজে মানুষের প্রশংসা :

মুখলিছ ব্যক্তি সর্বদাই নিজের প্রসার ও প্রচারকে এবং নিজ কাজের সুখ্যাতিকে অপসন্দ করে। আলী (রাঃ) বলেছেন, তুমি প্রসিদ্ধি লাভ করবে এজন্য কোন কাজ শুরু করবে না। মানুষ তোমাকে স্মরণ করবে এ উদ্দেশ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে উন্নত করবে না। শিখবে ও গোপন রাখবে। নীরবতা অবলম্বন করবে, তাহ'লে নিরাপদ থাকবে। সৎকর্মপরায়ণ লোকদের দেখলে খুশী হবে এবং অসৎ লোকদের দেখলে ক্রোধান্বিত হবে *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

তবে হ্যাঁ, মুখলিছ ব্যক্তি যে প্রসিদ্ধি বা মানুষের প্রশংসা পায়, তা অনিচ্ছায় লাভ হয়। সে তা লাভ করার নিয়ত করেনি। নিজের অনিচ্ছায় কোন সুখ্যাতি বা মানুষের প্রশংসা অর্জন হ'লে ইখলাছের কোন ক্ষতি হয় না।

আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে কল্যাণকর কাজ করল এবং মানুষ এর জন্য তার প্রশংসা করল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এটা মুমিন ব্যক্তির জন্য অগ্রিম সুসংবাদ'।[৬]

৬. *মুসলিম; মিশকাত হা/৫৩১৭ 'কিতাবুর রিক্বাক্ব'*।

পঞ্চম : রিয়ার ভয়ে নেক আমল ত্যাগ করা

কোন ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করতে মনস্থির করল। ইতিমধ্যে সে খেয়াল করে দেখল কাজটি করলে মানুষ দেখবে ও প্রশংসা করবে। তাই সে রিয়া বা লোক দেখানো ভাবনায় পড়ে যাবে এ আশংকায় কাজটি ত্যাগ করল। এটা শয়তানের আরকেটি কুমন্ত্রণা।

ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, রিয়া ত্যাগ করার ব্যাপারেও শয়তানের চক্রান্ত আছে। তাহ'ল মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়া যে, এ ভাল কাজটি করলে লোকেরা দেখবে, এতে তুমি রিয়ার দোষে দুষ্ট হবে। এ ধারণার পর মানুষ ভাল কাজ সম্পাদন থেকে বিরত থাকল *(ইবনু হাযম, আল-আখলাক ওয়াস-সিয়ার)*। শয়তান যদি এমনি একটা পথ খুলে নেয় তাহ'লে সকল ভাল কাজে এমনি করে বাধা দিতে থাকবে *(আল-আশকর, আল-ইখলাছ)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, যদি কারো নির্দিষ্ট কোন নফল আমল থাকে যেমন চাশতের ছালাত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি তাহ'লে সে এগুলো আদায় করবে, যেখানেই সে থাকুক না কেন। মানুষ দেখবে, সে রিয়ার মধ্যে পড়ে যাবে এ ভয়ে ত্যাগ করবে না। কাজেই যে সকল নেক আমল শরী'আত অনুমোদিত তা কখনো রিয়া হবে এ ভয় করে ত্যাগ করা যাবে না *(ইবনে তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া)*।

ফুযাইল (রহঃ) বলেন, মানুষে দেখবে এ ভয়ে ভাল কাজ ত্যাগ করা একটি রিয়া। কেননা মানুষের জন্যই সে কাজটা ত্যাগ করল। আর মানুষ দেখবে এ উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করা হ'ল শিরক। আর ইখলাছ হ'ল এ দু'টো থেকেই বেঁচে থাকা *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)*।

ইখলাছের পথে যা বাধা নয়

সৎ লোকদের সাথে থাকার সুযোগে নেক আমল করা :

মানুষ যখন কিছু সংখ্যক মুত্তাক্বী-পরহেযগার লোকের সাথে একত্র হয়ে বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী করে তখন কারো কারো মনে এ ধরনের ভাবনা জন্ম নেয় যে, এ কাজটা মনে হয় রিয়ার মধ্যে পড়ে গেল। যদি কাজটা একান্তে সম্পাদন করা হ'ত তাহ'লে কি ভাল হ'ত না? আসলে ব্যাপারটা এ রকম নয়। জামা'আতবদ্ধ থাকলে অনেক সময় অন্যের উৎসাহে বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক নেক আমল করা যায়, যা একা একা করার সুযোগ হয় না বা করতে গেলে অলসতায় পেয়ে বসে। তাই বলে এটা ইখলাছের বিরোধী হওয়ার কোন কারণ নেই।

এক কাজে একাধিক নিয়ত করা :

একটি নেক আমল করার সময় একাধিক ছওয়াবের নিয়ত করা যেতে পারে। এটাকে বলে তাশরীকুন্নিয়্যাত বা নিয়তের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব। একাধিক নিয়ত দু'ধরনের হয়ে থাকে।

এক- একটি নেক আমল করার মাধ্যমে দু'টো ছওয়াব অর্জনের নিয়ত করা যেতে পারে। এতে ইখলাছের পরিপন্থী কিছু নেই। যেমন কেউ জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করল দু'টো নিয়তে; বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন ও জুম'আর দিনের গোসলের ছওয়াব লাভ। এ দু'টো নিয়ত করা সঠিক হয়েছে। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনকে দান করে আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করা ও ছাদাক্বার ছওয়াব লাভ করার নিয়ত করা যায়। ছালাতের পূর্বে মসজিদে অবস্থান করে ছালাতের অপেক্ষার ছওয়াব ও এ'তেকাফের ছওয়াবের নিয়ত করতে অসুবিধা নেই।

দুই- একটি নেক আমল করে একটি ছওয়াব ও অন্য একটি আমলের নিয়ত করা। এতেও কোন সমস্যা নেই। যেমন কেউ ওযূ করল ছালাত আদায়ের নিয়তে। কিন্তু সাথে সাথে সে ওযূর মাধ্যমে শরীর ঠাণ্ডা হবে বা অলসতা কেটে যাবে এ নিয়ত করল। এতে কোন সমস্যা নেই। এমনিভাবে কেউ হজ্জ করতে গেল। তার নিয়ত সে হজ্জের ছওয়াব অর্জন করবে। সাথে নিয়ত করল হজ্জে গিয়ে সে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। এতে নাজায়েযের কিছু নেই। মোটকথা একটি নেক আমল করে একাধিক নেক আমলের ছওয়াব অর্জন করার নিয়ত করা ইখলাছের পরিপন্থী নয়।

রিয়া বা লোক দেখানো আমল দু'ধরনের :

এক- এমন নেক আমল, যা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য বা শোনানোর জন্যই করা হয়। কর্তা কখনো আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার চিন্তা মাথায় স্থান দেয়নি। শুধু পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে করেছে। এমন ধরনের কাজ মুমিন ব্যক্তি করতে পারে না। যে এমন নিয়ত করে সে মুনাফিক। মুনাফিকরাই ইবাদত-বন্দেগীসহ অন্যান্য নেক আমল পার্থিব স্বার্থ আদায়ের জন্য করে থাকে। এভাবে আমল নিঃসন্দেহে বাতিল বলে গণ্য।

নেক আমল করার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করার সাথে সাথে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যও থাকে। এটাও বাতিল। এটাকেই হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শিরকে খফী বা ছোট শিরক বলে অভিহিত করেছেন। এ আমলের কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আমি শরীকদের শিরকের মোটেই মুখাপেক্ষী নই। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে এবং এতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তাহ'লে আমি তাকে ও তার শিরকী কাজকে প্রত্যাখ্যান করি'।[৭]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর জন্যই সকল নেক আমল ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন ও নিবেদন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৭. *মুসলিম হা/২৯৮৫*।

হেদায়াত

*যহূর বিন ওছমান**

মানবতার হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে কালক্রমে ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূল আগমন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তিনি মানুষকে সত্য-সুন্দরের পথ, কল্যাণের পথ দেখিয়ে গেছেন। মুসলিমের সতত সাধনা সেই হেদায়াত লাভ করা, কল্যাণের পথে চলা। কিন্তু কিভাবে পাওয়া যাবে সে পথ? কিভাবে লাভ হবে হেদায়াত? সে সম্পর্কেই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা। পরকালে মুক্তির জন্য হেদায়াত অতীব যরূরী। এজন্য আল্লাহ মানুষকে হেদায়াত প্রার্থনার দো'আ শিখিয়েছেন। মুমিন মাত্রই দৈনন্দিন ৫ ওয়াক্তের ১৭ রাক'আত ফরয ছালাতে ১৭ বার এবং ১০ বা ১২ রাকা'আত সুন্নাত ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আরো ১০/১২ বার আল্লাহ্র কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করে। যেমন কুরআনে এসেছে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন' *(ফাতিহা ৬)* অর্থাৎ হেদায়াত দিন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জিবরাঈল (আঃ) বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি বলুন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থাৎ 'আমাদেরকে হেদায়াত বিশিষ্ট পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। তা হ'ল আল্লাহ্র দ্বীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তাহ'ল এই যে, ঐ পথের দুই দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে, তাতে কয়েকটি খোলা দরজা আছে, দরজাগুলোর উপর পর্দা লটকানো রয়েছে। আর ছিরাতে মুস্তাক্বীমের প্রবেশ দ্বারে সব সময়ের জন্য একজন আহ্বানকারী নিযুক্ত আছেন। তিনি বলছেন 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা সবাই এই সোজা পথে চলো, আঁকা-বাঁকা পথে চলোও না। তাহ'লে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[১]

উপরের আলোচনা হ'তে জানা যায় যে, স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিব্রাঈল (আঃ) হেদায়াত চাইতে বলেছেন। অতএব যারা রাসূল (ছাঃ)-এর খাঁটি উম্মতের দাবীদার হবেন, তাদের সকলকেই হেদায়াত চাইতে হবে। কিন্তু আমরা যারা মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রতিনিয়ত হেদায়াত চাই, তাদের চাওয়ার পথ ও পদ্ধতি কেমন তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। নইলে আমাদের চাওয়া ও পাওয়া সত্যিই সত্যি ব্যর্থ হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'সেসব লোকদের পথ যাদেরকে আপনি নে'মত দান করেছেন' *(ফাতেহা ১/৬)*। নে'মতপ্রাপ্ত কারা? তাঁরা হ'ল- مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ 'নবীগণ, ছিদ্দীক্বগণ, শহীদগণ ও নেক্কারগণ' *(নিসা ৪/৬৯-৭০)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐসব ফেরেশতা, নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ এবং সৎ লোকের পথে পরিচালিত করুন, যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মহান আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদত করার কারণে তাঁদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতিরেকেই যদি আমরা শুধু চাইতে থাকি তাহ'লে আমাদের চাওয়াটা শুধু চাওয়াই থেকে যাবে, সফলতা আসবে না। আর আনুগত্য এবং ইবাদত উক্ত হেদায়াত প্রাপ্তগণ যেভাবে, যে তরীকায় সম্পন্ন করেছেন ঠিক সেইভাবে হ'তে হবে। এখানে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশ ব্যতীত কোন ইমাম, পীর, আলেম ও বুযর্গগণের শিখানো পদ্ধতিতে করলে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

'তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট' *(ফাতেহা ১/৭)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, مَغْضُوْبِ দ্বারা ইহুদী ও ضَالِّيْنَ দ্বারা খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। অপর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদী বিন হাতেম এর এক প্রশ্নের জওয়াবে উক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ ইহুদীদের গভীর জ্ঞান আছে কিন্তু আমল নেই, এজন্য তারা অভিশপ্ত এবং খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই, তাই তারা পথভ্রষ্ট। খৃষ্টানরা যদিও একটা জিনিসের ইচ্ছা করে কিন্তু তারা সঠিক পথ পায় না। কারণ তাদের কর্মপন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসন্ধান হ'তে দূরে সরে পড়েছে। তবে অভিশাপের দিক দিয়ে ইহুদীরা একধাপ উপরে আছে। তাদের অভিশাপ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

* *শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর সিনিয়র (ফাযিল) মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

১. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃঃ।*

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْراً وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ-

'তারা পূর্ব হ'তেই পথভ্রষ্ট এবং তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সোজাপথ হ'তে ভ্রষ্ট রয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

অনেকে বলে থাকেন যে, উক্ত আয়াত ও বিষয়টি ইহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, মুসলমানদের সাথে এর কি সম্পর্ক? আমার প্রশ্ন এখানেই কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের গতির উপর চলবে। তাদের সাথে তোমাদের চলনগতি এমন সাদৃশ্যযুক্ত হবে যে, মোটেই পার্থক্য থাকবে না। জনগণ জিজ্ঞেস করল, ইহুদী ও খৃষ্টানদের গতির উপর কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তাদেরই চলনগতির উপর। সুতরাং তাদের কথা ও কাজের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য।[২]

আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারলাম যে, উক্ত আয়াত ইহুদী-খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে বটে কিন্তু এক শ্রেণীর নামধারী মুসলিম অবশ্য অবশ্যই ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ-অনুকরণ করবেই। ছহীহ মুসলিমের অপর একটি হাদীছে রয়েছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের একদল ইহুদী-খৃষ্টানের অনুকরণ করবে'।

জাহেলী যুগে জনগণের মধ্যে ইহুদী-খৃষ্টান আলেমদের খুবই প্রভাব ছিল। তাদের জন্য জনগণ উপঢৌকন দিত এবং ফকীর-দরবেশদের মাযারে বাতি জ্বালাবার উদ্দেশ্যে দান নির্দিষ্ট ছিল। এসব তাদের চাইতে হ'ত না; বরং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের নিকট পৌঁছে দিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের পর ঐসব লোভ-লালসাই তাদের ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। হারাম ভক্ষণকারী এই দলটি নিজেরা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত। তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে দিয়ে জনগণকেও সত্যের পথ থেকে বিরত রাখত। আর মূর্খদের মাঝে বসে তারা চড়া গলায় বলত জনগণকে আমরা সত্যের পথেই আহ্বান করছি। অথচ এটা ছিল স্পষ্ট প্রতারণা। ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে যে, তাদের কোন বন্ধু ও সহায়ক থাকবে না।

তারা মানুষকে হেদায়াতের কথা বলে, হেদায়াতের রাস্তা দেখানোর কথা বলে নিজেরা মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করে। তারা মানুষকে হেদায়াতের রাস্তা দেখাবে কিভাবে? অপরকে রাস্তা দেখানোর পূর্বে নিজেকে সঠিক রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত করা উচিৎ নয় কি?

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ-

'হে মুমিনগণ! অধিকাংশ আহ্বার এবং রুহবান (ইহুদী-খৃষ্টান আলেম ও ধর্মযাজক) মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র পথ হ'তে বিরত রাখে' *(তওবা ৯/৩৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, আলেম ও ছূফী-দরবেশ অর্থাৎ বক্তা ও আবেদদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আমীর, সম্পদশালী এবং নেতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেমন এই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হীন প্রবৃত্তির লোক রয়েছে, তদ্রূপ এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও হীন ও সংকীর্ণমনা লোক রয়েছে। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর লোকদের বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। বহু সংখ্যক লোক তাদের অনুসারী হয়। সুতরাং যখনই এই তিন শ্রেণীর লোকের অবস্থা বিগড়ে যাবে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থাও বিগড়ে যাবে। এ সম্পর্কে ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন,

وَهَلْ اَفْسَدَ الدِّيْنَ اِلاَّ الْمُلُوْكُ وَاَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا-

'দ্বীনকে বিগড়িয়ে থাকে বাদশাহগণ এবং নিকৃষ্ট ও হীন প্রকৃতির আলেম, ছূফী ও দরবেশগণ'।[৩] এখানে কথা হ'ল- আমরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং অন্যান্য সুন্নাত, নফল ছালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ ও বিভিন্ন দো'আয় আল্লাহ্র নিকট হেদায়াত চাই, গুনাহ মাফ চাই। পক্ষান্তরে ঐ দেহমন নিয়ে খানকা, মাযার ও পীর-দরবেশের নিকট কি প্রার্থনা করতে যাই? এসব কি স্পষ্ট শিরক নয়? নাকি আমরা শিরক সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখি না? আল্লাহ কি আমাদেরকে এত বড় বড় শিরক করার পরও হেদায়াত দিবেন?

পাঠকগণ! ফিরে আসি পূর্বের আলোচনায়। গযবপ্রাপ্ত ইহুদী ও জ্ঞানহীন মূর্খ খৃষ্টানদের আমল ও আক্বীদার অনুসরণ-অনুকরণ করবে এক শ্রেণীর মুসলিম। ভারতীয় উপমহাদেশে এক শ্রেণীর বড় বড় পীর, আলেম ও বুযর্গ দেখা যায়, যারা কুরআন ও হাদীছ নিয়ে গবেষণা করেন তারা কুরআনের তাফসীর করেন, বুখারী-মুসলিম, এমন কি কুতুবুস সিত্তার বাংলা অনুবাদ করেন, ব্যাখ্যা দেন, নিজে শিখেন, অপরকে শিক্ষা দেন, দেশ-বিদেশে তাদের নাম-ডাক ও সুনাম-খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু জীবনে কখনও কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেননি, কাউকে করতেও

২. *ছহীহ মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮ম ও ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৪-৬৮৫।*

৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮ম খণ্ড, ৬৮৫ পৃঃ।*

বলেননি। আর যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়তে আগ্রহী, তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করেন ও তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখান, সমাজে হেয় করার জন্য লা-মাযহাবী, ওয়াহাবী আখ্যা দেন। প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে হকপন্থীদেরকে জেল জরিমানা করানো এমনকি তাদেরকে দেশ ছাড়া করতে পারলে হাফ ছেড়ে বাঁচতে চাওয়া ইত্যাদি কাজ কি ইহুদী-খৃষ্টানদের কর্ম নয়?

অথচ দাবী ও শক্তি বলে তারাই আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত। আর যারা যোয়াল্লীন মার্কা মুসলিম- তারা অনেকেই কুরআন-হাদীছ মোতাবেক আক্বীদা পোষণকারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও তারা বাপ-দাদার রেখে যাওয়া আমল আক্বীদা ছাড়তে মোটেও রাযী নয়। তারা স্পষ্ট বিদ'আত জানার পরও বলেন, আমাদের আগের বড় বড় আলেমরা কি সবাই তাহ'লে ভুলের উপর ছিলেন? তারা কি হাদীছ বুঝতেন না? বুঝলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেননি কিন্তু করলে ক্ষতি কি? কাজ করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আল্লাহ্র নিকট চাইব, না তো কার নিকট চাইব? তারা বললেই হ'ল? করা যাবে না এর পক্ষে হাদীছ দেখাতে বল ইত্যাদি। কেউ বলেন যে, নিষেধ কোথায়?

মোটকথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ কি ফায়ছালা দিচ্ছে সে কথা মুখে উচ্চারণ করাও যেন মহা অন্যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা যারা বলেন, তাঁরা নাকি নতুন দল।

সত্য সন্ধানী বন্ধুগণ! আকাশের নীচে ও যমীনের উপর সত্য, সুন্দর ও ভাল কথায় যদি প্রমাণ করতে চান তাহ'লে বলতে হয়, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে এক বিন্দু পরিমাণ কোন আমল করেননি, যদি পৃথিবীর কোন মানব-মানবী প্রমাণ দেখাতে পারেন তাহ'লে তওবা করে সাথে সাথে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মেনে নিব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কি নতুন দল? নাকি আমাদের আগের বড় বড় আলেমগণই পরের নতুন দল? চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলা উচিৎ নয়কি? যারা বিদ'আত করতে রাযী নয়, তারা যদি ইহুদী-খৃষ্টানদের দালাল হয়, আর সে দালাল যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে সে মিথ্যা ফৎওয়া কি নিজেদের উপর বর্তায় না? আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করুন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বুঝার তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আপনার সমস্যা মোবাইলে, লিখিতভাবে অথবা সরাসরি সাক্ষাতে জানাবেন। ঔষধ কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠানো হয়।

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম
(H.M.B.A)
(৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)
রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।

নিজ বাসভবন
গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত।
মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫
বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তিনটি বই-

১. ছবি ও মূর্তি
২. তিনটি মতবাদ
৩. তালাক ও তাহলীল

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ
মূলঃ ড. নাছের আল-ওমর
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

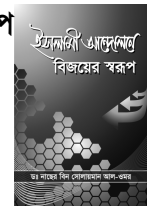

প্রাপ্তিস্থান
মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

মহিলা ছাহাবী

উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফিয়ান (রাঃ)

ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানব সৃষ্টির আদি থেকেই এমন কিছু লোক ছিলেন যারা জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে, সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনে নিজের অমূল্য জীবন কুরবানী করেছেন। যেমন প্রতাপান্বিত কাফির সম্রাট ফেরাঊনের অধীনে থেকেও তার স্ত্রী আসিয়া ছিলেন ইসলামের শাশ্বত আদর্শে উজ্জীবিত। এ আদর্শের জন্য তিনি নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুনিয়াবী জৌলুস ও শান-শওকত তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। অতীব নিষ্কলুষ ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী অতি সুদর্শনা উম্মু হাবীবা (রাঃ)ও ছিলেন ইসলামী আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক মহিয়সী মহিলা। মক্কার কুরাইশ বংশের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা আবু সুফিয়ানের বিত্ত-বৈভব ও সামাজিক উচ্চ মর্যাদা, প্রতিপত্তি উম্মু হাবীবাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। বরং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে দ্বীন-ঈমান রক্ষার খাতিরে দেশ ত্যাগের সীমাহীন কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন তিনি। বিদেশ-বিভূঁইয়ে গিয়ে জীবনের সর্বাধিক প্রিয় মানুষ, জীবনের একমাত্র অবলম্বন প্রথম স্বামী দ্বীন ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে গেলেও উম্মু হাবীবা (রাঃ) ছিলেন ইসলামের উপর অটল ও অবিচল। জীবনের এই কঠিনতম মুহূর্তেও তিনি আদর্শচ্যুত হননি, বিচ্যুত হননি ইসলামের আলোকময় পথ থেকে। তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি পার্থিব কোন আকর্ষণ, কোন মায়াজাল। এই মহিয়সী রমণী উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর জীবনী আমরা এখানে আলোচনার প্রয়াস পাব।

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর প্রকৃত নাম রামলাহ মতান্তরে হিন্দ। তবে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতে তাঁর নাম রামলাহ। কুনিয়াত বা উপনাম উম্মু হাবীবা।[১] পূর্ণ বংশ পরিচিতি হচ্ছে রামলাহ বিনতু আবী সুফিয়ান ছাখার ইবনে হারব ইবনে উমাইয়াহ ইবনে আব্দে শাম্‌স ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুছাই।[২] তাঁর মাতার নাম ছাফিয়াহ বিনতু আবীল 'আছ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে আব্দে শাম্‌স। যিনি ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর ফুফু ছিলেন।[৩] কারো মতে উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর মাতার নাম আমিনা বিনতু আব্দিল উযযা ইবনে হিরবান ইবনে আওফ ইবনে ওবায়দ ইবনে 'আবীজ ইবনে আদী ইবনে কা'ব।[৪]

জন্ম ও শৈশব :

উম্মু হাবীবা (রাঃ) নবুওয়াতের ১৭ বছর পূর্বে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] তাঁর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

বিবাহ ও ইসলাম গ্রহণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফুফাত ভাই ওবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশ এর সাথে উম্মু হাবীবার প্রথম বিবাহ হয়।[৬] ওবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশ ছিলেন হারব ইবনু উমাইয়ার মিত্র। বিবাহের পরে ইসলামের প্রাথমিক দিকে উম্মু হাবীবা ও ওবায়দুল্লাহ দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭] ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের ঔরসে ও রামলার গর্ভে মক্কায় হাবীবা নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে । এ মেয়ের নামানুসারে রামলার উপনাম হয় উম্মু হাবীবাহ।[৮]

হিজরত ও প্রথম স্বামীর ইন্তিকাল :

মক্কার সার যমীনে মুসলমানদের বসবাস কঠিন হয়ে পড়লে উম্মু হাবীবা ও তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ অন্যান্য মুসলমানদের সাথে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে সুদূর হাবাশায় (আবিসিনিয়ায়) বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। কিন্তু এ হিজরত উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। দ্বীনের খাতিরে স্বজন ও জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে তাঁর জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। হিজরত তাঁর জন্য বয়ে নিয়ে আসল দুঃখ-বেদনার অথৈ পাথার। হিজরতের ফলে আবু জাহলের নির্মম অত্যাচার থেকে মুক্তি পেলেও দাম্পত্য জীবনে নেমে এল এক অসহনীয় বিপর্যয়। দুর্বল চিত্তের লোক স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ দ্বীনের জন্য এত তাকলীফ স্বীকার করতে অপ্রস্তুত হয়ে খৃষ্টান ধর্মে ফিরে

---

১. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ৮৪।*

২. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ২১৮-১৯।*

৩. *মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৭৬; অলীউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-খাতীব আত-তাবরিযী, আল-ইকমাল ফী আসমা-ইর রিজাল (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃঃ ৫৯২।*

৪. *আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ) পৃঃ ২২।*

৫. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৮৪।*

৬. *মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১হিঃ/১৯৯১খৃঃ), পৃঃ ৩৬০।*

৭. *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।*

৮. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২।*

www.at-tahreek.com

যেতে উদ্ধত হন। যেজন জীবনের সবচেয়ে আপন, সার্বক্ষণিক সঙ্গী সে স্বামী দ্বীন-ধর্ম ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, একদা স্বপ্নে আমি আমার স্বামী ওবায়দুল্লাহকে বিকৃত চেহারায় বিভৎস অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে গেলাম এবং বললাম, আল্লাহ্র কসম তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সকালে সে আমাকে বলল, আমি বিভিন্ন ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম পাইনি। আমি ঐ ধর্মে ছিলাম। অতঃপর মুহাম্মাদের ধর্মে প্রবেশ করি। আমি পুনরায় পূর্বের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করছি। উম্মু হাবীবা (রাঃ) তখন তার স্বপ্নের কথা স্বামীকে বললেন। তিনি স্বামীকে বুঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে শুনল না। মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে মদ্যপান করতে লাগল।[৯]

ওবায়দুল্লাহ ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্ত্রী উম্মু হাবীবাকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু উম্মু হাবীবার পর্বতসম ঈমানের কাছে তার সকল কোশেশ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। আল্লাহ্র পথে দ্বীনে হক্বের উপরে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকেন। স্ত্রীর কাছে নিজের আদর্শিক ব্যর্থতা ও পরাজয়ের আঘাত ওবায়দুল্লাহ্র মনে বিশেষভাবে নাড়া দিচ্ছিল। সে কল্পনাও করেনি যে বিদেশ বিভূঁইয়ে একজন সাধারণ মহিলা স্বামীর আদেশ উপেক্ষা করতে সাহস করবে। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পাগলপরা ও দ্বীনে হক্বের জন্য নিবেদিতা উম্মু হাবীবা (রাঃ) সে সাহস প্রদর্শন করলেন। স্বামীর জন্য ইসলামের শাশ্বত আদর্শ ত্যাগ করতে রাযী হ'লেন না। ওবায়দুল্লাহ এর প্রতিশোধ হিসাবে স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে সরে গেলেন। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা উম্মু হাবীবা (রাঃ) অনুভব করলেও মুষড়ে পড়লেন না। আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও দ্বীনে হক্বের প্রতি অবিচলতা, ইসলামের শাশ্বত আদর্শের জন্য নিবেদিতা উম্মু হাবীবা (রাঃ) তাই স্বামীর প্রেম-ভালবাসা উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ভালবাসা তাকে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ থেকে, সত্যপথ থেকে একটুও সরাতে পারেনি, টলাতে পারেনি। উম্মু হাবীবা (রাঃ) কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, প্রয়োজন বোধে দ্বীনে হক্বের জন্য স্বামীর ভালবাসা ও স্বজনের সুতীব্র আকর্ষণও কুরবানী দিতে হয়।

উল্লেখ্য, উম্মু হাবীবার ১ম স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ আবিসিনিয়ায় খৃষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ :

উম্মু হাবীবা (রাঃ) ৬ষ্ঠ মতান্তরে ৭ম হিজরীতে আবিসিনিয়ায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১১] উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের মৃত্যুর পর একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক আগন্তুক এসে আমাকে বলছে, হে উম্মুল মুমিনীন! এতে আমি শঙ্কিত হ'লাম। আর আমি মনে মনে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বিবাহ করবেন। অতঃপর আমার ইদ্দতকাল সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি দেখলাম, বাদশাহ নাজ্জাশীর দূত আমার দরজায় দণ্ডায়মান। সে আমার গৃহে প্রবেশের জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছে। দূত হিসাবে আবরাহা নাম্নী এক দাসী স্বীয় পরিচ্ছদে আমার নিকটে এসেছে। সে আমাকে বলল, বাদশাহ আমাকে একথা বলে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে বিবাহ করার জন্য পত্র পাঠিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমর ইবনু উমাইয়াকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠান উম্মু হাবীবাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে।[১২] তখন আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে উত্তম জিনিস দ্বারা সুসংবাদ দান করুন। আবরাহা বলল, বাদশাহ আপনাকে বিবাহের অলী (অভিভাবক) নিযুক্ত করে পাঠাতে বলেছেন। তখন আমি খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনিল আছকে অলী নিযুক্ত করে পাঠালাম। এই সুসংবাদ প্রদানের জন্য তিনি বাদী আবরাহাকে রৌপ্যের দু'টি চুরি এবং একটি আংটি উপহার দেন।[১৩] উল্লেখ্য, খালিদ ইবনু সাঈদ ছিলেন উম্মু হাবীবার পিতা আবু সুফিয়ানের চাচাত ভাই।[১৪]

সন্ধ্যায় বাদশাহ নাজ্জাশী জা'ফর ইবনু আবী তালেব ও অন্যান্য মুসলমানদের ডেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর বিবাহ পড়িয়ে দেন। তিনি রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে উম্মু হাবীবাকে ৪০০ দীনার মতান্তরে ৪ হাযার দেরহাম মহর প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে খানার (ওলীমার) দাওয়াত দেন এবং খাদ্য খাওয়ান।[১৫]

---

৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২১; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।*
১০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৪৫।*
১১. *আবুল ফিদা ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয (কায়রো : দারুর রাইয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), পৃঃ ১৪৬।*
১২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০।*
১৩. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২-২৩; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮-৭৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, ২২০-২১।*
১৪. *সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড (কায়রো : ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১০ হিঃ/১৯৯৯খৃঃ), পৃঃ ২৩২।*
১৫. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৮৪; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩।*

উম্মু হাবীবার নিকট মহরের সম্পদ আসলে তা থেকে ৫০ মিছকাল তিনি আবরাহা নাম্নী বাদীকে প্রদান করেন, যে তাঁকে বিবাহের সুসংবাদ প্রদান করেছিল। বাদী তা নিতে অস্বীকার করলে উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমার কাছে কোন সম্পদ নেই, আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তুমি এটা গ্রহণ করো। তখন আবরাহা বলল, বাদশাহ এ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। আর আমি তাঁর অন্ন-বস্ত্রে জীবন যাপন করছি। তাছাড়া আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীনের অনুসরণ করছি এবং আমি আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। সুতরাং আপনার নিকট আমার অনুরোধ আপনি রাসূলের নিকট পৌঁছে আমার সালাম দিবেন এবং তাঁকে অবহিত করবেন যে, আমি তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করছি। এ কথা বলে সে ঐ মাল ফেরৎ দিল।[১৬] অতঃপর সে আমার প্রতি আরো বন্ধুভাবাপন্ন হ'ল। সে-ই আমাকে সফরের জন্য প্রস্তুত করে দিল। এরপর সে যখনই আমার নিকট আসতো, তখন বলতো, আপনার নিকট আমার প্রয়োজন ভুলে যাবেন না। উম্মু হাবীবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আবরাহার কথা বললে তিনি মুচকি হাসলেন এবং সালামের উত্তরে বললেন, 'ওয়া আলাইহাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'।[১৭] বাদশাহ নাজ্জাশী বিবাহের পর উম্মু হাবীবাকে প্রস্তুত করার জন্য স্বীয় স্ত্রীদের নির্দেশ দেন। তারা কনের প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জা, সুগন্ধি ও অনেক মাখন নিয়ে আসে। উম্মু হাবীবা সেসব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য মদীনায় নিয়ে আসেন।[১৮]

বাদশাহ নাজ্জাশী নিজেই উম্মু হাবীবা (রাঃ)-কে মদীনায় প্রেরণের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন এবং তাঁকে শুরাহবিল ইবনু হাসনার সাথে প্রেরণ করেন।[১৯] উম্মু হাবীবা (রাঃ) যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছরের কিছু বেশী।[২০]

তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত বোন। রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাসূলের বংশের অতি নিকটবর্তী। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্য উম্মু হাবীবা (রাঃ)-কে সর্বাধিক মহর প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁকে রাসূল বিবাহ করেছেন যখন তিনি রাসূলের নিকট থেকে অনেক দূরে ছিলেন।[২১]

আবিসিনিয়ায় উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর স্বামী ধর্মান্তরিত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করলে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান মক্কার প্রভাবশালী কুরাইশ নেতা এবং সে তখন কাফির। সে ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কঠিনতম শত্রু। আর উম্মু হাবীবা (রাঃ) মুসলিম। এমতাবস্থায় মক্কায় তাঁর পরিবারের নিকটে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। আবার ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের চেয়ে ভাল ও উম্মু হাবীবার জন্য উপযুক্ত কাউকে না পাওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান ও বিবাহ করেন।[২২]

চেহারা ও চরিত্র মাধুর্য :

উম্মু হাবীবা (রাঃ) অতি সুদর্শনা ছিলেন। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ) স্বীয় কন্যার রূপের গৌরব করতেন। আবু সুফিয়ান বলতেন, عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت ابى سفيان، 'আমার নিকটে আরবের উত্তম ও সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হচ্ছে উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফিয়ান'।[২৩] উম্মু হাবীবা (রাঃ) যেমন সুশ্রী ছিলেন, তেমনি ছিলেন নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং খুব নম্র-ভদ্র স্বভাবের মহিলা। সরলতা ও কোমলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[২৪]

ইবাদত-বন্দেগী ও সুন্নাতের অনুসরণ :

উম্মু হাবীবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং সাধ্যানুযায়ী নিজের জীবনে সেগুলো পালন করতেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার ইন্তিকালের তিন দিন পরে উম্মু হাবীবা (রাঃ) খশবু চেয়ে নিয়ে স্বীয় গণ্ডদেশ ও বাহুতে লাগালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ মুমিন মহিলার জন্য তিন দিনের বেশী কারো জন্য শোক পালন করা জায়েয নয়। শুধু স্বামীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।[২৫]

---

১৬. *আত-তাবাকাতুল কুবরা ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৮৪।*

১৭. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড পৃঃ ৭৮।*

১৮. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড পৃঃ ৭৮।*

১৯. *আবূদাঊদ হা/২১০৭, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'মহর' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, 'বিবাহ' অধ্যায় 'মহরে ন্যায়নীতি' অনুচ্ছেদ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২১।*

২০. *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড পৃঃ ৭৮।*

২১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৯।*

২২. *আত-তরীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬০।*

২৩. *ছহীহ মুসলিম হা/৬৩৫৯ 'কিতাবুল ফাযায়িল' 'আবু সুফিয়ানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*

২৪. *তালিবুল হাশেমী, মহিলা সাহাবী, অনুবাদ : আবদুল কাদের (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯০), পৃঃ ৬৯।*

২৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৩০, ৩৩৩১ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ।*

উম্মু হাবীবা (রাঃ) অতি ইবাদতগুযার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি দিন ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হবে'।[২৬] উম্মু হাবীবা একথা শুনেছিলেন। এরপর সারাজীবন নিয়মিত প্রতিদিন তিনি ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন।[২৭]

ইলমী খেদমত :

ইলমে হাদীছে উম্মু হাবীবা (রাঃ) অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতু জাহাশ (রাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর নিকট থেকে স্বীয় কন্যা হাবীবা, ভ্রাতা মু'আবিয়া, উৎবাহ, ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনু উৎবাহ ইবনে আবী সুফিয়ান, ভাগ্নে আবু সুফিয়ান ইবনু সাঈদ ইবনিল মুগীরাহ ইবনিল আখনাস আছ-ছাক্বাফী, তাঁর গোলাম সালিম ইবনু শাওয়াল, ইবনুল জাররাহ, ছাফিয়া বিনতু শায়বাহ, যয়নাব বিনতু উম্মে সালমা, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আবু ছালেহ আস-সিমান, শুতাইর ইবনু শাকাল, আবুল মালীহ 'আমীর আল-হুযালী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন।[২৮] তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৬৫টি।[২৯]

ইন্তিকাল :

উম্মু হাবীবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পরে অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে উম্মু হাবীবা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আমাদের মাঝে সতীনের সম্পর্ক ছিল। আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি হ'লে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিন। অর্থাৎ আপনিও আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আয়েশা বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আপনাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। উম্মু হাবীবা বললেন, আপনি আমাকে খুশি করেছেন। আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন। তিনি উম্মু সালমার নিকটও অনুরূপ বলে পাঠান। উম্মু সালমাও ঐরূপ অভিন্ন কথা বলেন।[৩০] তিনি স্বীয় ভ্রাতা মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ানের খিলাফতকালে ৪২ মতান্তরে ৪৪ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৩১] মদীনার 'মাকবারাহ বাবুছ ছাগীর' নামক কবর স্থানে উম্মু সালমা আসমা বিনতু ইয়াযীদ আল-আনছারিয়ার কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩২]

উপসংহার :

উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রাঃ) ছিলেন মুসলিম কন্যা-জায়া-জননীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবিচলতার অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন তা সকলের জন্য অনুসরণীয়। এই মহিয়সী মহিলার জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের মাতা-ভগ্নিগণ নিজেদেরকে আদর্শ রমনী হিসাবে তৈরী করলে সমাজে দেড় হাযার বছর পূর্বের সেই সোনালী যুগের শান্তি-সুখ ফিরে আসবে। কোন মেয়ে হবে না ধর্ষিতা, হবে না এসিড সন্ত্রাসের নির্মম শিকার। এ নিপীড়িত সমাজে যৌতুকের বলি হবে না কোন মেয়ে, পিতা-মাতাও হবেন না বিবাহযোগ্য কন্যা ঘরে থাকার কারণে চিন্তিত-বিমর্ষ। অতএব আসুন! আমরা উম্মু হাবীবার ঘটনাবহুল জীবনী থেকে ইবরাত হাছিল করি এবং আমাদের জীবনকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৬. *মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৫৯।*
২৭. *মহিলা সাহাবী, পৃঃ ৭০।*
২৮. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৮৫; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৯।*
২৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৯।*
৩০. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২।*
৩১. *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২।*
৩২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০।*

মাসিক আত-তাহরীক-এর বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

(জানুয়ারী ২০১০ হ'তে প্রযোজ্য)

শেষ প্রচ্ছদ	১৫,০০০/= (রঙিন)
২য় প্রচ্ছদ	১২,০০০/= ,,
৩য় প্রচ্ছদ	১২,০০০/= ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬,০০০/= (সাদাকালো)
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩,৫০০/= ,,
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	২,০০০/= ,,

যোগাযোগ: বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী। ফোন- ৮৬১৩৬৫।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

নবীনদের পাতা

ইয়েমেনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের শ্যেনদৃষ্টি

*মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম**

ইরাক, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর মত ইয়েমেনও মধ্যপ্রাচ্যের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যার জন্ম হয়েছিল ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। বর্তমানে এর রাষ্ট্রীয় নাম হচ্ছে 'প্রজাতন্ত্রী ইয়েমেন'। এটি আরব সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিক বিবেচনায় মধ্যপ্রাচ্যে ইয়েমেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। ইয়েমেনের সংলগ্ন উত্তরে সঊদী আরব ও দক্ষিণে এডেন উপসাগর। পূর্বে ওমান। ওমানের সাথে রয়েছে সঊদী সীমান্ত। এর আরেক সীমানা মিলিত হয়েছে আরব আমিরাতের সাথে। আরব আমিরাতের সাথে কাতার। কাতারের সাথে কুয়েত। কুয়েতের সাথে জর্ডান। এক সারিতে অনেকগুলো মুসলিম দেশ। আর এই সব দেশের সীমানা সঊদী আরবের সাথে সংলগ্ন। যা মুসলিম উম্মাহ্র কেন্দ্রবিন্দু। ইয়েমেন ভূখণ্ডটি কারো হস্তগত হ'লে অতি সহজেই আসল টার্গেট বাস্তবে রূপ নিবে। তাই এসব কারণে ইয়েমেন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। যেকোন মূল্যে তারা এই দেশটিকে করতলগত করার জন্য আফগানিস্তান, ইরাক ও পাকিস্তানের ধারাবাহিকতায় তাদের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের কালো থাবা এখন ইয়েমেনের দিকে প্রসারিত করছে। সুতরাং বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বরতার মুখোশ উন্মোচন ও তার আসল টার্গেট কি? তা আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ ও বর্বরতা :

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হ'তেই সাম্রাজ্যবাদকে স্বীয় মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। তার ইতিহাস যুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার, অধিকার হরণ ও মুসলিম জাতির উপর কদাচরণ ও বর্বর আগ্রাসনের নানা কাহিনীতে ভরপুর।

১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানকার শাসকগোষ্ঠী স্বীয় রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি ও ক্ষমতা জোরদার করতে প্রচেষ্টা শুরু করে। তাদের আগ্রাসন ও বর্বরতা শুরু হয় স্বীয় ভূ-খণ্ডের প্রকৃত নাগরিক রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকেই। এফ. হেনরি বলেন, 'মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরই রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তাদের অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল'। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তারা লোজিয়ানা অঞ্চলে সর্বপ্রথম মার্কিন পতাকা উড্ডীন করে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার দখলদারিত্বের চাদরে পশ্চিম ফ্লোরিডাকেও করায়ত্ত করে নেয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুলবাস ব্রি'র নেতৃত্বে জাপান পৌঁছে। সেখানে তারা জাপানীদেরকে তাদের অঞ্চল 'আদ্' হ'তে বের হয়ে যেতে বাধ্য করে। আর এটাই তাদের বহির্বিশ্বে আগ্রাসনের প্রথম ধাপ। তৎপরবর্তীতে তারা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন ও কিউবায় হামলা চালায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তারা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার তারা কিউবার উপর আক্রমণ করে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নিকারাগুয়া অঞ্চল তাদের বর্বরতার শিকার হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হাইতিতে আগ্রাসন চালায়। ১৯২৪ সালে মধ্য আমেরিকান রাষ্ট্র সানডেমাঙ্গোর উপর আক্রমণ চালায়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার হাইতিতে আগ্রাসন চালায়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে হিরোশিমা ও নাগাসারিক উপর আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে যা বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক নৃশংস আক্রমণ। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার কিউবার উপর আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে জামাইকাকে টার্গেট বানায়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে কম্বোডিয়া, ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে লিবিয়া ও ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ইরাক ধ্বংস করার জন্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করে *(ইয়াসির নাদীম, বিশ্বায়ন: সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন স্ট্র্যাটেজি, শহীদুল ইসলাম ফারূকী অনূদিত (ঢাকা: প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃঃ ৯৫-৯৯)*। ২০০১ খৃষ্টাব্দে World trade centre ও মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের উপর হামলার অজুহাতে আফগানিস্তানের উপর ইতিহাসের এক নৃশংস আগ্রাসন চালায় এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশ সুস্পষ্ট ভাষায় একে 'ক্রুসেড' বলে আখ্যা দেন। অতঃপর ২০০৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইরাক মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়। এই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনরাই গত শতকে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করে পাকিস্তানকে মেরুদণ্ডহীন করার অপপ্রয়াস চালায়। ২০০৭ খৃষ্টাব্দে বেনজির ভুট্টোকে হত্যার ঘটনাও সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনার অংশ।

তারা এমনিভাবে তাদের কুদৃষ্টি বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহে ও মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে নিক্ষেপ করছে। এখন তাদের শ্যেনদৃষ্টি ইয়েমেন হয়ে সঊদী আরবের প্রতি। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনরা অদ্যাবধি যেসব অঞ্চল কিংবা দেশকে আক্রমণ করেছে তার পিছনে তাদের পরিকল্পিত কৌশল ও ছক এঁকেছে। তারা আল-কায়দা'র অজুহাতে মুসলিম দেশ ইরাক ও আফগানিস্তানে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও আগ্রাসন চালিয়েছে। তেমনি সম্প্রতি তাদের মূল লক্ষ্য সঊদী আরব করায়ত্ত করতে ইয়েমেনকে ঘাঁটি বানাতে পাঁয়তারা করছে।

ইয়েমেনে আগ্রাসনের লক্ষ্য :

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের মূল টার্গেট হ'ল সঊদী আরব। আর এ কারণেই তারা নানা অজুহাত সৃষ্টি করে ইয়েমেনে

* আলিম পরীক্ষার্থী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

যুদ্ধ শুরুর পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তারা ইয়েমেন দখলে সক্ষম হ'লে পুরো আরব ভূখণ্ড ওদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা ছিল মুসলিম ভূখণ্ড ইরাক, আফগানিস্তানের পর ইরান-পাকিস্তান দখলে নিবে। কিন্তু এ পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে তারা এবার নতুন ছকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা প্রথমে ইয়েমেন দখল করে মূল টার্গেট সঊদী আরবে হামলা করবে। তাই তারা মেজর নাদাল মালিক হাসান ও ওমর ফারুক আব্দুল মুত্তালিবের ঘটনাকে ইস্যু করে আগ্রাসনে প্রস্তুত হচ্ছে।

অ্যারিজোয়ানার নাগরিক মেজর নাদাল মালিক আমেরিকার সবচেয়ে বড় সেনানিবাস 'ফোর্ড হুড' এ কর্মরত ছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর ঘটনার কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ২০০৯ সালের ৫ নভেম্বর এখানে সন্ত্রাসী হামলায় ১৩ জন সেনা গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যায়। মেজর নাদালও তাতে মারাত্মক আহত হন। তবুও ১৩ নভেম্বর তার বিরুদ্ধে মামলা হয় ও ২২ নভেম্বর এ মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। আমেরিকার সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য-উপাত্ত জাতিকে উপহার দিয়েছে। তদন্তে বলা হয়েছে, 'নাদালের সাথে হিযবুত তাহরীরের যোগাযোগ রয়েছে এবং সে তাদের চর'। তারা তদন্তে আরো বলেছেন, 'নাদাল আনোয়ারুল আওলাকির ঘনিষ্ঠ সহযোগী'। আনোয়ারুল ইয়েমেনের একজন বিখ্যাত আলিম। তাকে আল-কায়েদার শিখণ্ডি ধারণা করা হয়। আর 'ফোর্ড হুড'-এর ঘটনার নায়ক যেহেতু নাদাল সেহেতু আল-কায়েদাও এর সাথে জড়িত। আর আওলাকি ইয়েমেনের নাগরিক। তাই ইয়েমেন এখন আল-কায়েদার দেশ। এই হ'ল ইয়েমেনে আক্রমণের নাটকীয় পরিকল্পনার প্রথম ছক।

২৬ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে আমেরিকায় আরো একটি ঘটনা ঘটেছে। হল্যান্ড হ'তে ডেট্রয়েটগামী বিমানটির যাত্রী সংখ্যা ছিল ২৭৮ জন। বিমানটি বন্দরে অবতরণের মাত্র ২০ মিনিট আগে একটি সিটের নিচ হ'তে ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছিল। মুহূর্তেই সিকুরিটি অফিসার সিটে বসা লোকটিকে ধরে ফেলে। পরবর্তীতে মিডিয়াগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে রিপোর্ট প্রকাশ করতে শুরু করে। রিপোর্টে বলা হয়, 'বিমানে হামলার চেষ্টাকারী নাইজেরিয়ান যুবকের বয়স ২৩ বছর। যুবকের নাম ওমর ফারুক আব্দুল মুত্তালিব। যুবকের দেশ ইয়েমেন। 'রিপোর্টে আরো প্রকাশ করা হয়, 'তার সাথে আল-কায়েদার যোগাযোগ আছে। ইয়েমেনের 'আল-কায়েদা' তাকে বিমানে হামলা চালাতে বোমা সরবরাহ করেছে'। এই ঘটনার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ঘটা করে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে বলেন, 'আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইয়েমেনসহ যে কোন উগ্রবাদী দেশের উপর আক্রমণ চালানোর অধিকার আমেরিকার আছে।'

ঘটনা দু'টি পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সাজানো নাটক মনে হবে। কোন দেশকে আক্রমণ করার আগে আমেরিকা এমন সব নাটকীয় কার্যকলাপ করে থাকে। আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণের সময় পৃথিবী তাই প্রত্যক্ষ করেছে। সিংহের পানি ঘোলা করার গল্প আর কি! এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র, না হয় সব দুর্ঘটনার কেন্দ্ররূপে ইয়েমেনকে নির্বাচিত করা হবে কেন? ইয়েমেনকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিরাট পরিকল্পনা আছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তারা পাকিস্তান স্টাইলে ইয়েমেন হামলা শুরু করতে যাচ্ছে। জোসেফ লিবারম্যান ইয়েমেন সফর করে গিয়ে এমনটিই বললেন, 'ইয়েমেন এখন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণতি হয়েছে'। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা ইয়েমেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সহযোগিতার নামে ইয়েমেন দখলে আনার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আর ইয়েমেন তাদের মুঠোয় পৌঁছলে তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হবে।

উপসংহার :

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনরা কি তাহ'লে চূড়ান্ত পর্যায়ে Crusade শুরু করতে যাচ্ছে? নাদাল মালিক ও ওমর ফারুকদের নিয়ে এতসব কাহিনী রটানোর মতলব কি? এসব সাজানো নাটকের দৃশ্য দুনিয়ার মানুষের জানা। আমরা তাদেরকে যুদ্ধমুক্ত শান্তিময় বিশ্বের জন্য এবং মানবাধিকার সমুন্নত করার অনুরোধ জানাই। অন্যদিকে এহেন সংকট মুহূর্তে ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার রূপী ওআইসি ও আরব লীগের মত ইসলামী সংস্থাগুলো কিছু করবে বলে মনে হয় না। তারপরও আপামর মুসলিম জনতার আয়তলোচন এখন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের দিকেই নিবদ্ধ। মহান আল্লাহ তাদের সুমতি দান করুন- আমীন!!

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মৃত্যুর মুখে অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব

-মুহাম্মাদ মুছতফা মাহমূদ
মাদরাসা দারুল হাদীছ সালাফিয়াহ
পাঁচরুখী, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তার ভাইয়ের জন্য তা ভালবাসবে' *(বুখারী, 'কিতাবুল ঈমান')*।

ইয়ারমুক যুদ্ধের বিশাল ময়দান। এক প্রান্তে ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদল আর অপর প্রান্তে রোমক দলের বিশাল সৈন্য বাহিনী। উভয় দলই ভয়াবহ এক যুদ্ধের মুখোমুখি দণ্ডায়মান। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে আবূ ওবাইদাহ, মু'আয বিন জাবাল আমর ইবনুল আছ, আবূ সুফিয়ান, আবু হুরায়রাহ প্রমুখ ছাহাবী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেন। আবূ ওবাইদাহ উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং পদযুগলকে স্থির করবেন। হে মুসলিম সেনাবাহিনী! তোমরা ধৈর্যধারণ করো। কেননা ধৈর্য কুফরী থেকে বাঁচার, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের এবং লজ্জা নিবারণের উপায়। তোমরা তোমাদের যুদ্ধের সারি থেকে সরে দাঁড়াবে না। কাফেরদের দিকে এক ধাপও অগ্রসর হবে না এবং আগ বেড়ে তাদের সাথে যুদ্ধের সূচনা করবে না। শত্রুদের দিকে বর্শা তাক করে থাকবে এবং বর্ম দিয়ে আত্মরক্ষা করবে। তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা মনে মনে আল্লাহ্র যিকির করতে থাকবে'।

যুদ্ধ শুরু হ'ল এবং প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। যুদ্ধের সময় হুযায়ফা (রাঃ) আহতদের মধ্যে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে শুরু করলেন। তার সাথে ছিল সামান্য পানি। হুযায়ফার চাচাতো ভাইয়ের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তার অবস্থা ছিল আশংকাজনক। হুযায়ফা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? সে তার কথার কোন উত্তর দিতে সক্ষম না হয়ে হ্যা সূচক ইঙ্গিত করল। আহত ব্যক্তি হুযায়ফার কাছ থেকে পানি পান করার জন্য হাতে নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের বুকফাটা আর্তনাদ শুনে তার পূর্বে তাকে পানি পান করানোর জন্য হুযায়ফাকে ইঙ্গিত দিলেন। হুযায়ফা তার নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি পানি পান করতে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি পান করার জন্য পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পানির জন্য অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি পানি পান না করে হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিয়ো। হুযায়ফা আহত সৈন্যটির কাছে গিয়ে দেখলেন, সে মারা গেছে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে এসে দেখলেন সেও মারা গেছে। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে আসলে দেখেন তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। পানির পাত্রটি তখনও হুযায়ফার হাতে। এতটুকু পানি। অথচ তা পান করার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিপাসা মেটাবার জন্য এতই পাগলপরা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেননি। সবারই প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। অসামান্য ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের কারণে সবাই একে অপরের জন্য পানি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কি অপূর্ব এ ভ্রাতৃত্ব! *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ ১৯৮৮), ৭/৮-১১ প্রভৃতি দ্রঃ)*।

আদর্শ মা-বাবার যোগ্য ছেলে

-শামসুযযামান
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

এক সৈনিক একবার তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে গেল। তখন তার স্ত্রী গর্ভবতী। যাবার সময় সে স্ত্রীর কাছে ত্রিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা রেখে গেল। এরপর বহু বছর কেটে যায়। যোদ্ধার ফেরার নাম নেই। অবশেষে দীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর পর সে বাড়ি ফিরে আসে। ঘোড়া থেকে নেমে সৈনিক বর্ষা নিয়ে ঘরের দরজায় আঘাত করলে এক টগবগে যুবক বেরিয়ে আসে। যুবক আগন্তুকের হাতে বর্ষা দেখে বলল, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি আমার বাড়ি হামলা করতে এসেছ? লোকটি তো তাজ্জব, বলে কি এই যুবক! আমার বাড়ি এটা আর সে কিনা আমাকেই ডাকাত বলে অভিহিত করছে? বীর সৈনিক গর্জে উঠে বলল, কে তুমি? সাহস তো কম নয়? আমার বাড়ীর অন্দরে ঢুকে আমাকেই ডাকাত বলছ? এবার যুবকের আশ্চর্য হওয়ার পালা। এই অচেনা-অজানা বুড়ো দেখি উড়ে এসে জুড়ে বসার মত কথা বলছে। এভাবে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেঁধে গেল তুমুল লড়াই। কেউ কাউকে ছাড়ার পাত্র নয়। তাদের লড়াই ও হুংকারে পাড়ার সব লোক এসে জড়ো হ'ল এবং কোনমতে তাদের থামাতে সক্ষম হ'ল। এবার সবাই যুবকের পক্ষ নিল। যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, একে কাযীর দরবারে সোর্পদ

না করে কিছুতেই ছাড়ছি না। লোকটিও হুংকার ছেড়ে বলল, এই দুশ্চরিত্র ছেলেকে আমি বিচারালয়ে নিয়ে যাব। তখন যা হবার হবে। প্রতিবেশীরা লোকটির দৃঢ়তা দেখে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল। তারা বলল, ভাই আপনি বোধ হয় বাড়ি চিনতে ভুল করেছেন। এই বাড়ি ওদেরই। ওরা বহুদিন ধরে এখানে আছে। লোকটি বলল, হ'তেই পারে না। আমি ঠিক চিনেছি, এ বাড়ি আমার। আমি তো অমুক গোত্রের সর্দার। তখন বাড়ি থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে বলল, এই রাবী চুপ কর। তিনি তোর আব্বা, আমার স্বামী। মুহূর্তেই উত্তপ্ত ভাব পাল্টে গেল। রাবী পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, ক্ষমা করুন পিতা, আমি চিনতে পারিনি। লোকটিও ছেলেকে না চিনে নানা কথা বলায় লজ্জা পেল। ছেলে বলল, ঘরে চল বাবা, কিছু মনে কর না। ঘরে ঢুকে লোকটি স্ত্রীকে বলল, আমার ছেলে এত বড় হয়েছে? স্ত্রী বলল, হবে না। সেই কবে আপনি যুদ্ধে গিয়েছেন, ফিরলেন এতদিন পরে। লোকটি বলল, আমার সেই ত্রিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রেখেছ? এবার লোকটি একটি থলে এগিয়ে দিয়ে বলল, এখানে আরো চল্লিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা আছে, একসাথে রাখ। স্ত্রী বলল, সেগুলো আমি পুতে রেখেছি। কিছুদিন পর বের করব। যুবক মসজিদে গেলে স্ত্রী স্বামীকে ছালাত পড়তে মসজিদে পাঠিয়ে দিল। ছালাত শেষে লোকটি দেখল, মসজিদ চত্বরে বহুলোকের সমাগম, পাঠচক্র চলছে। কাছে গিয়ে দেখল, এক অল্প বয়সী যুবক জড়োসড়ো হয়ে নত মুখে দরস দিচ্ছে। আর বহু গণ্যমান্য আলেম-ওলামা একান্ত মনোযোগের সাথে দরস নিচ্ছেন। লোকটি আশ্চর্য হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল কে এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? লোকটি বলল, তিনি হ'লেন মদীনা নগরীর সবচেয়ে বড় ফক্বীহ ইমাম রাবী বিন আব্দুর রহমান। বাবা ছেলের পরিচয় পেয়ে যার পর নাই খুশি হ'লেন। হৃদয়ের দুকুল বেয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। তিনি প্রাণভরে ছেলের জন্য দো'আ করেন ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললেন, আজ আমি তোমার ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখেছি, যে অবস্থায় কেউ তার ছেলেকে দেখেনি। সত্যিই আমি সৌভাগ্যবান। স্ত্রী তখন হেসে বলল, আপনি এই ত্রিশ হাযার মুদ্রা চান, না এই ছেলেকে চান? আপনার রেখে যাওয়া ত্রিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমি এই সোনার ছেলে গড়েছি। আপনি খুশী হয়েছেন? আজ আমার খুশির সীমা নেই। তোমার মত মহীয়সী মা যার আছে, তার এমনটি হওয়াইতো স্বাভাবিক। আমার কষ্টে অর্জিত অর্থ তুমি হকের পথেই ব্যয় করেছ। আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময় দান করবেন।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আপনি কি ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে আগ্রহী? আজই যোগাযোগ করুন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

* ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান।
* বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া।
* নিজস্ব বাবুর্চী দ্বারা নাশ্তা সহ তিন বেলা রুচি সম্মত বাঙ্গালী খাবার পরিবেশন।
* নিজ হাতে কুরবানীর পশু ক্রয় ও জবেহ করার সুব্যবস্থা।
* জাবালে নূর, জাবালে ছাওর, ওহোদ, খন্দক সহ মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সফর।
* বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত পরিহার করে হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সম্পাদন করা।

পরিচালনায়
আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা
মোবাইলঃ ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭;
০১৯২০৫৮৭১৮৫।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
ডি.বি.এইচ, ইন্টারন্যাশনাল
ভি,আই,পি টাওয়ার (৭ম তলা)
৫১/১ ভি,আই,পি, রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোনঃ (০২) ৮৩৬১৩৬১;
৯৩৪৭০৪৩; ৯৩৫৪৫১০

রাজশাহী অঞ্চলে যোগাযোগ
মোফাক্ষার হোসাইন
সহকারী শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

ক্ষেত-খামার

মৌমাছির চাষ ও মধুর উপকারিতা

মধু ও মৌমাছির কথা শোনেনি এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। বাঙ্গালী সমাজে নবজাতকের মুখে একফোঁটা মধু দেওয়ার রেওয়াজ অতি প্রাচীন। মানব সভ্যতায় মধুর ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক। শুধু রোগবালাই নয়, দালানকোঠা নির্মাণসহ বহুবিধ কাজেও মধু ব্যবহার করা হ'ত। আগের দিনে এত অঢেল মধু পাওয়া যেত যে, দালানকোঠা নির্মাণে মজবুত গাঁথুনির জন্য চুন-সুড়কির সাথে মধু ব্যবহার করা হ'ত। চট্টগ্রামের অন্দরকিল্লায় এ ধরনের প্রাচীন দালান এখনও আছে। অতীতে ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশ থেকে নিজ দেশে মধু নিয়ে যেত । মধুর বহুবিধ ব্যবহারের কারণে এদেশে গড়ে ওঠে মৌয়াল সম্প্রদায়, যাদের পেশা ছিল মধু সংগ্রহ ও বিপণন। ফুলে ফলে শস্য শ্যামল বাংলাদেশ অতীতে মৌমাছির স্বর্গরাজ্য ছিল। অথচ আজ মৌমাছি ও মধু বিলুপ্তপ্রায়। জনসংখ্যা ও চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌমাছি ও মধু উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ভেজাল মধু উৎপাদনের ফলে মধুর প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাজারের মধু সম্পর্কে মানুষের চরম অনীহা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে মধুর ব্যবহার হ্রাস পেলেও আয়ূর্বেদী, হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি চিকিৎসায় এর ব্যবহার এখনও বহাল আছে। সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ আজ আমদানীকৃত মধুর ওপর নির্ভরশীল। অথচ আমাদের উৎপন্ন মধু নিজের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান।

সাধারণ মানুষ খাঁটি মধু পায় না বললেই চলে। চাপা কলা ও গুড় মিশিয়ে প্রস্তুতকৃত মধুতে মৌচাক ও মৌমাছি ডুবিয়ে হাটে-বাজারে প্রতারণার মাধ্যমে বিক্রি হ'তে দেখা যায়। যা পান করলে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। তাছাড়া বনবনানী হ'তে মৌয়ালদের সংগৃহীত মধু স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অসচেতনতা, অজ্ঞতা এবং নিয়মবহির্ভূত পন্থায় আহরণ করা হয় বলে সহজেই এর গুণগতমান হারিয়ে ফেলে। কারণ তারা মধু সংগ্রহের সময় মৌচাক হাতে চিপে নেয়। ফলে তাতে মৌমাছির ডিম, লার্ভা, মৌখাদ্য প্রভৃতি মধুর সঙ্গে মিশে গিয়ে মধু দূষিত হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে মৌচাক দেখলেই মধু সংগ্রহের জন্য আগুন লাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অতি প্রকট। ফলে মৌমাছি নির্বিচারে ধ্বংস হয়। অন্যদিকে কীটনাশক, রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহার, মিল-কারখানার বর্জ্য, ধোঁয়া প্রভৃতি মৌমাছিসহ উপকারী কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি সর্বোপরি পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

বেশীদিন আগের কথা নয়, আমাদের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে গাছপালা, দালানকোঠা, আলমারী, ধানের গোলা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর মৌমাছি দেখা যেত। এখন মাঝে মধ্যে দু'একটি মৌচাক দেখা যায়। মৌমাছি ধ্বংস করে আমরা শুধু মধু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি না, সাথে সাথে পরিবেশ, পরাগায়ন, বনায়ন, খাদ্যশস্য ও মোম উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। কারণ মৌমাছি তার জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ জগতকে এবং পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের মাধ্যমে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। এক গবেষণায় দেখা যায়, পৃথিবীর মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের ৪০ শতাংশ মৌমাছির পরাগায়নের মাধ্যমে হয়। অতএব মৌমাছির জীবন রক্ষা করা অর্থ পরিবেশ রক্ষা করা। এছাড়া খাদ্য-শস্য উৎপাদন, মধু, মোম, মৌ বিষ উৎপাদন এবং রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এজন্য দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি চাষাবাদ একান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থে মধু ও মৌমাছি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, 'তোমার রব মধু মক্ষিকার প্রতি অহি করেছেন যে, পাহাড়ে-পর্বতে, গাছে ও ছড়ানো লতাপাতায় নিজেদের ঘর নির্মাণ কর। আর সব রকমের ফুলের রস চুষে নেও এবং তোমার আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে চলতে থাক। এ মক্ষিকার শরীর হতে রঙবেরঙের শরবত বের হয়। এতে মানুষের জন্য নিরাময়তা রয়েছে' *(নাহল ১৬/৬৮-৭০)*। হাদীছে মধুকে মহৌষধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন মিসরে ফেরাউনের সময়ে মধুর ব্যবহারের নযীর পাওয়া যায়। বিশ্ব বিজয়ী নেতা আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ মধুতে ডুবিয়ে নিজ দেশে প্রেরণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হিসাবে মধু ব্যবহার করা হয়েছিল। রাশিয়ার পঙ্গু ও মানসিক রোগীদেরকে চিকিৎসার জন্য মৌ খামারে প্রেরণ করা হয়। আধুনিক চিকিৎসার প্রধান প্রবক্তা ইবনে সিনা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য করেন, 'যৌবন অটুট রাখতে এবং আয়ু বৃদ্ধিতে মধু পান করা উচিত'। বর্তমানে উন্নত দেশসমূহে 'হাইমেনোকেমা থেরাপি' এবং মৌমাছির হুল ফুটিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে।

মধু কি? মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে যে রস সংগ্রহ করে তা নিজের গ্রন্থিরসে মিশিয়ে যে লালা উৎপাদন করে তা মধু। মৌমাছি তার শিশু এবং ভবিষ্যৎ দুর্যোগের জন্য মৌচাকে মধু জমা করে। আমরা মানুষেরা তাতে ভাগ বসাই। অথচ ৫০০ গ্রাম মধুর জন্য মৌমাছিকে দীর্ঘ পথ ফুলে ফুলে ভ্রমণ

করতে হয়। বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন ফুলে মধুর ভেষজ গুণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন- নিমের মধু তেঁতো আবার লিচুর মধু সামান্য টক। সাধারণত মৌমাছি ২৪ ঘণ্টায় ৫/১০ কেজি মোম খেয়ে ৫০০ গ্রাম মধু উৎপন্ন করে।

ঠাণ্ডায় ১০/১৮ সেলসিয়াসে মধু দানা বাঁধে। মধুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ঃ৪। খাঁটি মধু স্বচ্ছ, খেতে সুস্বাদু। তবে কিছুটা অম্লভাবাপন্ন। মধুতে পানি ২০, শর্করা ৬৩, সুক্রোজ ৫, ফুকটোজ ১, ছাই বা এ্যাশ ৫০, ফরমিক এসিড ২০ শতাংশ ছাড়াও খনিজ লবণ, ডায়টেজ, এনজাইম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাসসহ ভিটামিন এ, বি-১, বি-২, বি-৬, সি প্রভৃতি বিদ্যমান। গবেষণায় দেখা যায়, ৭ আউন্স মধুর মধ্যে ১.২৫ কেজি দুধের সমান পুষ্টি আছে।

মধুতে যে পরিমাণ শর্করা আছে তার মধ্যে গ্লুকোজ প্রধান, যা সরাসরি রক্তে মিশে গিয়ে মানবদেহে তাৎক্ষণিক শক্তি সঞ্চার করে। তাই খাঁটি মধু পান করলে শরীর উষ্ণ বোধ হয়। সাধারণ চিনির মতো মধুর ব্যবহারে রক্তে অম্লত্ব হয় না বা পেট ফাঁপে না। মধু অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় সহজে হজম হয়। ১০০ গ্রাম মধুতে ৩০০০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। রোগ প্রতিরোধক হিসাবে এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। মৌ বিষ বা বীভেমন শরীরে অনাক্রমণতা বা ইমিউন বৃদ্ধি করে। রক্তের বিষাক্ততা দূর করে। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা হ্রাস করে। দীর্ঘায়ু ও যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মধুতে যে পরিমাণ পেনটোথোনিক ভিটামিন আছে তার কাজ হ'ল আয়ুষ্কাল বাড়ানো। সাধারণত রাতের বেলা ঘুমানোর আগে অথবা সকালে খালি পেটে পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবন করা উচিত। প্রাতঃরাশে মধু ব্যবহার করা যায়। সর্দি, কাশি, জ্বর, ক্ষত, চক্ষু রোগ, জিহ্বা ও গলার ঘা, আগুনে পোড়া ইত্যাদিতে মধুর ব্যবহার পরীক্ষিত। প্রাচীনকাল হ'তে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মধুর ব্যবহার তারই প্রমাণ।

পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে মধুর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। মধু উৎপাদনে যদি আমরা সচেষ্ট হই তবে মৌমাছি রক্ষা পাবে। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। খাদ্য উৎপাদনও বাড়বে। সহজেই পুষ্টির যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

বর্তমানে মৌমাছির চাষাবাদ সম্ভব। ঘরের আঙ্গিনায় অতি সহজে মৌমাছির লালন-পালন করা যায়। এতে খাঁটি মধুও পাওয়া যাবে এবং বিচিত্র একটি শখও পূরণ হবে। মৌমাছি পালনে ঝক্কি-ঝামেলাও কম। একটি মৌচাক থেকে বছরে ১২-১৮ কেজি মধু অনায়াসে উৎপাদন করা সম্ভব। একটি মৌচাক পালনের সর্বোচ্চ ব্যয় হবে ১৫০০ টাকা। প্রতিদিন এর দেখাশোনা করতে হয় না। বাংলাদেশে এখন মৌমাছি চাষাবাদ হচ্ছে। আমরাও পারি মৌ চাষ করতে।

ডাল চাষ করে কোটিপতি

ঝিনাইদহ সদর উপযেলার গান্না ইউনিয়নের চাঁন্দেরপোল গ্রামের সফল কৃষক আফযাল হোসেন (৬৫) মসুরের আবাদ করে পেয়েছেন অভাবনীয় সাফল্য। বর্তমানে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ তিন কোটি টাকার বেশী। চলতি মৌসুমে তিনি ১২ বিঘা জমিতে বারি-৪, ৫ ও ৬ জাতের মসুর আবাদ করেছেন। প্রতি বিঘায় তার খরচ হয়েছে ২,৫০০ টাকার মতো। বিঘাপ্রতি তিনি ১০ মণ করে মসুর ঘরে তুলবেন বলে আশা করছেন। এতে খরচ বাদে তার লাভ হবে দুই লাখ টাকা।

আফযাল হোসেন ১৯৬৯ সালে এসএসসি পাস করেন। সংসারে প্রচণ্ড অভাবের কারণে কলেজে ভর্তি হ'তে পারেননি। এরপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার পর তাদের পরিবারে নেমে আসে আরও দুর্গতি। দুর্ভিক্ষের সময় পরিবারের সবাই একটানা ৩-৪ দিন পর্যন্ত না খেয়ে থেকেছেন। পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে হাতে তুলে নেন লাঙ্গল-জোয়াল, শুরু করেন কৃষিকাজ। প্রথমে ৪ বিঘা জমিতে মসুর চাষ করেন। পান ঈর্ষণীয় সাফল্য। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সংসারে আসতে থাকে সচ্ছলতা।

আফযাল হোসেনের বিশ্বাস কৃষিকাজই পারে দেশের ও নিজের সমৃদ্ধি আনতে। তার কাছে প্রতিটি ডালের দানা সোনার দানার মতো। '৮০ দশকের শুরুতে তার কৃষি বিপ্লব এলাকার কৃষকদের আকৃষ্ট করে। সবাই ছুটে আসতে থাকেন পরামর্শ নেয়ার জন্য। একজন শিক্ষিত চাষী হিসাবে তিনি অন্যান্য চাষীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মসুর ডাল আবাদ করে ব্যাপক সফলতা অর্জন করায় গাজীপুর কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৭ সালে আফযাল হোসেনকে 'জাতীয় কৃষি পদক' দেয়। যেলা পর্যায়ে তিনি দুইবার সফল ডালচাষী হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

আফযাল হোসেন এলাকায় এখন কোটিপতি কৃষক হিসাবে পরিচিত। তার জমির পরিমাণ ৪৫ বিঘার বেশী। গোয়েলে আছে ৮টি গরু, পুকুর ভরা মাছ। বর্তমানে তিনি প্রায় ৩ কোটি টাকার মালিক। তিনি ২০০০ সালে গান্নায় প্রতিষ্ঠা করেছেন আলহাজ্জ মশীউর রহমান ডিগ্রি কলেজ।

[সংকলিত]

কবিতা

জন্ম এমন দেশে

- আবু নাফিয আল-মাহমূদ
মোহনপুর, রাজশাহী।

জন্ম আমার এমন দেশে
জন্মসূত্রে মুসলমান,
ইসলাম হ'ল মোদের ধর্ম
কুরআন-হাদীছ নয় সংবিধান॥
মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েও
ইসলাম হ'ল অন্তরাল,
শরী'আতের পরিপন্থী মোরা
মেনে চলি সব বিধান॥
আদালতে বৃটিশ আইন
অফিস পাড়ায় দুর্নীতি,
সূদে-ঘুষে দেশটা ভরা
জনগণের দুর্গতি।
খুনী-সন্ত্রাসী যালেম যারা
আইন তাদের পকেটে,
ধর্মপ্রাণ মুসলিম যারা
বিনা অপরাধে জেল খাটে।
ধর্মের নামে রাজনীতিতে যারা
টুপি পরা মুসলমান,
কুরআন-হাদীছ পরিপন্থী
কিয়াস তাদের মূল বিধান॥

***

দৃপ্তশপথ

-আহমাদ রিজভী
দ্বীপচাঁদপুর, আত্রাই, নওগাঁ।

মুছে যাক অন্ধকার
আলো আসবেই এবার।
নতুন দিনের গাইছি গান
শান্তির সংগ্রামে জেগেছে নতুন প্রাণ
গাইছি ভালবাসার গান
রাখব বিবেকের সম্মান।
নতুন সমাজ গড়ব যেখানে থাকবে সুখ আর সম্প্রীতি
এসো সবাই হাতে হাত রেখে এই শপথ আজকে করি।
গড়ব সমাজ, দিয়ে প্রীতি
থাকবে না কোন রেষারেষি, সহিংসতা হানাহানি
থাকবে সেথা শুধুই শান্তি।

***

নামে মুসলমান

-এস.এম. মুনীরুযযামান
মেরীগাছা, নাটোর।

মুসলমানদের ধর্ম
ইবাদতই কর্ম।
যে জন তা বুঝে না
সত্যকে সে খুঁজে না।
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মহান
তিনি ছাড়া মাবূদ নাই,
নবীর পথে চলতে হবে
জান্নাতে তবে পাবে ঠাঁই।
ঈদের দিনে হয় মুসলমান
পরে জুব্বা টুপি
শয়তানের পূজা করে সদাই
কথায় তারা ছূফী।
ছালাত-ছিয়াম নাই যে তাদের
সদাই মুখে অশ্লীল গান
শয়তানী কাজ সদা করে
নামে তারা মুসলমান॥

***

আজব ইনসান

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
রাণীগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উচ্চৈঃস্বরে আযান হাকে
মিনার হ'তে মুয়ায্যিন,
মুছল্লীদের ভাঙ্গে না ঘুম
গুণছে প্রহর ইমামগণ।
নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম
বলছে যখন মুয়াযযিন,
কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমায়
মাখলূক সেরা এই ইনসান।
এস মসজিদ পানে সবে
কল্যাণ তরে ছুটে এস,
গুনাহ হবে ক্ষমা তোমার
জান্নাত তুমি পাবে আরো।
কিন্তু কে শুনে কার কথা?
করছে সবে যার যা খুশি,
মসজিদ খালি মাযার গরম
পুঁজিবিহীন ব্যবসা ভারি।
ফজর গেল ঘুমের ঘোরে
যোহর গেল কাজের ফাঁকে,
আছর গেল হাট-বাজারে
হিসাব কে তার রাখে?
মাঝে-মধ্যে পড়ে মাগরিব
এশার আবার খবরই নাই,
এ মুছল্লীর তরে ওয়ায়েল
সূরা মাঊনে প্রমাণ পাই।
জুম'আর ছালাত পড়তে এসে
দাঁড়ায় সদা প্রথম ছফে,
ঈদের ছালাত মজা ভারি
মিলাদ-মাহফিল নাহি ছাড়ে।
ওযূ ছাড়াই পড়ে কভু
ফরযে কিফায়া জানাযা ছালাত,
নির্বাচনের সময় এলে
দিকে দিকে শুধুই সালাম।
ভণ্ড নেতায় ভরেছে দেশ,
কালো টাকায় মেযাজ কড়া
প্রতিশ্রুতির বিশাল ঝুড়ি
নির্বাচনের পরেই ফাঁকা।
বিচারের বাণীটা কাঁদে
যোগ্য নেতাই ধুঁকে মরে,
আজব ইনসান হ'তে সাবধান
নইলে যাবে জাহান্নামে।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)-এর সঠিক উত্তর

১। উইলিয়াম কংগ্রেভ, ইংল্যাণ্ড।
২। জেমস হ্যারিসন, যুক্তরাষ্ট্র।
৩। জর্জ স্টিফেনসন, ইংল্যাণ্ড।
৪। ডেইমলার, জার্মানী ।
৫। চার্লজ ব্যাবেজ, ইংল্যাণ্ড।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (মানব দেহ)-এর সঠিক উত্তর

১। একটি কাপড় কাঁচা সাবান ও ৭৬টি মোমবাতি তৈরী করা যাবে।
২। ৮শ' দিয়াশলাই তৈরী করা যাবে।
৩। কমপক্ষে ৯,০০০টি পেন্সিলের শিষ তৈরী করা যাবে।
৪। ৪টি পেরেক তৈরী করা যাবে।
৫। ২৫ পাওয়ারের একটি বাল্বকে ২৫ মিনিট জ্বালিয়ে রাখা যাবে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

১। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নাম কি ও তার সদর দফতর কোথায়?
২। জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার নাম কি ও সদর দফতর কোথায়?
৩। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নাম কি? তার সদর দফতর কোথায়?
৪। জাতিসংঘ শিশু যরূরী তহবিলের নাম কি? সদর দফতর কোথায়?
৫। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক করপোরেশনের নাম কি? সদর দফতর কোথায়?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (পুলিশ)

১। পুলিশের আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম কি?
২। পুলিশের প্রধানকে কি বলা হয়?
৩। মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রধানকে কি বলা হয়?
৪। বাংলাদেশ কবে ইন্টারপোলের সদস্য পদ লাভ করে?
৫। বাংলাদেশ পুলিশ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২ মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ মসজিদে সোনামণি শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক বিশেষ বৈঠক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মারকাযের হেফয বিভাগের সহকারী শিক্ষক হাফেয মাস'ঊদুর রহমান।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠান শেষে হাফেয লুৎফর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা, হাফেয মাস'ঊদুর রহমানকে উপদেষ্টা, গোলাম রব্বানীকে পরিচালক এবং আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও আব্দুর রাযযাককে সহ-পরিচালক করে মারকায পূর্ব পার্শ্বস্থ শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৮ মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার উপদেষ্টা হাফেয মাস'ঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ যেলার সোনামণি পরিচালক জনাব হাসান আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করে অত্র শাখার সহ পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ১৭ মার্চ বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টায় জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হুসাইন।

একই দিন বাদ যোহর নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল সমন্বয়ে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

বাগমারা, রাজশাহী ১৯ মার্চ শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টায় সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আখতারুযযামান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আমানুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী কলেজের এম.কম-এর ছাত্র এনামুল হক।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ফের মার্কিন যুদ্ধজাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে

ফের একটি সর্বাধুনিক সামরিক প্রযুক্তির মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস প্যাট্রিয়ট (এমসিএম-৭) গত ১৩ মার্চ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে এসে ভিড়েছে। জানা গেছে, মাইন প্রতিরোধক সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এ রণতরীর সাহায্যে সামুদ্রিক এলাকায় মাইনের অবস্থান নির্ণয় ও অপসারণের কৌশল বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে সপ্তাহব্যাপী যৌথ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় আমেরিকান নৌ-সামরিক বাহিনীর এটি দ্বিতীয় এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে এটি আগত তৃতীয় মার্কিন যুদ্ধজাহাজের আগমন। যুদ্ধজাহাজটি ৬৮.৩০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং সাড়ে ৪ মিটার গভীরতা সম্পন্ন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের অদূরে কুতুবদিয়া বহির্নোঙ্গরে এসে পৌঁছায় 'ইউএসএস ইংগ্র্যাহাম' (এফএফজি-৬১)। এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত মাঝারি আকৃতির ক্ষেপণাস্ত্র রণতরী। জাহাজটি ১৩৮ মিটার ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং ৭ মিটার গভীরতা সম্পন্ন। ৩ মার্চ পর্যন্ত এটি বাংলাদেশে অবস্থান করে। তাছাড়া ১৩ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম বন্দরে 'ইউএসএস সেফ গার্ড' নামের একটি রণতরী পুরা এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান শেষে ২০ ফেব্রুয়ারী বন্দর ত্যাগ করে।

পাহাড়ী জনপদে ইউপিডিএফ বছরে ১২০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে

পাহাড়ে চলছে চাঁদাবাজদের তাণ্ডব। তিন পার্বত্য যেলায় প্রতিদিন হচ্ছে কোটি টাকার চাঁদাবাজি। এসব হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের নামে। এ চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছেন বাঙালী, পাহাড়ী সকলেই। প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) ১২০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি করে থাকে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি জানতে পেরেছে। এছাড়াও জেএসএস, পাণ্ডুস পার্টিসহ ডজন খানেক সংগঠনের নামে চাঁদাবাজি হচ্ছে। যেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গেছে, পাহাড়ে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইউপিডিএফকে শতকরা ১০ ভাগ চাঁদা দেয়া বাধ্যতামূলক।

মামলার বয়স ৬১ বছর!

যশোরের জমিজমা সংক্রান্ত একটি মামলার বয়স দীর্ঘ ৬১ বছর। বছরের পর বছর ধরে মামলা চলার পর গত ২৪ ফেব্রুয়ারী যশোর সাব জজ আদালতে ছিল চূড়ান্ত শুনানীর দিন। কিন্তু আইনী জটিলতায় মামলার কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে ২ মাস। যশোরের কোন আদালতে এ ধরনের দীর্ঘদিনের আটকে থাকা মামলা নেই। জানা গেছে, মামলাটি হচ্ছে যশোর শহরের চৌরাস্তা মোড়ের রেল রোডের ২১ শতক জমির বিরোধ সংক্রান্ত। যার বাদী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সাহা। তার মৃত্যুর পর ছেলে মনিন্দ্রনাথ সাহা মামলা পরিচালনা করেন। তিনি মারা যাবার পর তার ছেলে প্রতাপ সাহা চালাচ্ছেন মামলা। বিবাদী ছিলেন একই এলাকার নগেন্দ্র ভূষণ। তারও ছেলের ছেলেরা এখন মামলা পরিচালনা করছেন।

বিদ্যুতের দাম বাড়ল

বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ৬ থেকে ৭ শতাংশ হারে। ১ মার্চ থেকে বর্ধিত দাম কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বাবদ বার্ষিক অতিরিক্ত ৩৬৯ কোটি টাকা গুণতে হবে। দেশের ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ গ্রাহকের ওপর মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুতের দাম ৪ থেকে ৭ দশমিক ৬২ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২১ থেকে ৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত। বাণিজ্যিক গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির হার শতকরা ৫ দশমিক ২৮ থেকে ৬ দশমিক ৫৮ ভাগ।

তামাক সেবনে দেশে প্রতি বছর মৃত্যু ৫৭ হাযার

বিড়ি-সিগারেটসহ তামাক সেবনের কারণে দেশে প্রতি বছর ৫৭ হাযার মানুষ মারা যায় এবং ৩ লাখ ৮২ হাযার মানুষ অকালে পঙ্গুত্ববরণ করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষে তামাকজাত দ্রব্যের দাম ও কর বাড়ানোর লক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

চাকমারা নিজের ঘরে আগুন দিয়ে বাঙালির দোষ দিচ্ছে

-থাঙ্গা পাঙ্খো

রাঙ্গামাটি যেলার বাঘাইছড়ি উপযেলার বিক্ষুব্ধ সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এল থাঙ্গা পাঙ্খো বলেছেন, চাকমারা নিজেরাই নিজেদের ঘর পুড়িয়ে বাঙালীদের দোষ দিচ্ছে। বাঘাইহাটের সাম্প্রতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য চাকমাদের অতি বাড়াবাড়ি দায়ী বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এল থাঙ্গা পাঙ্খো বলেন, গত ৪ মার্চ রাতে সাজেকের ভাইবোন ছড়ায় ছয়টি উপজাতির ঘর পুড়ে গেছে, সংবাদ এসেছে কে বা কারা পুড়িয়েছে। কিন্তু যারা অত্র এলাকার জনগণ বা প্রত্যক্ষদর্শী তারা প্রত্যেকেই জানে এই ঘটনায় চাকমারা নিজেরাই নিজেদের ঘর পুড়িয়েছে প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করার জন্য। তিনি বলেন, ইউপিডিএফ (ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এর ভয়ে কেউ সত্য কথা বলছে না।

কুরআন মাজীদ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এক শিক্ষকের কটূক্তি

গত ১৪ মার্চ মানিকগঞ্জ যেলার ঘিওরের তুরা জনতা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিত মজুমদার দশম শ্রেণীতে পড়ানোর সময় বলেন, 'কুরআন শরীফ মানুষের বানানো সাধারণ একটি বই। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন অপবিত্র মানুষ। তার

মায়ের বিয়ের ৬ মাস আগেই হযরত মুহাম্মাদের জন্ম হয়'। এ সময় ছাত্র-ছাত্রীরা এর প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি বেত্রাঘাত করেন এবং স্কুল থেকে টিসি দিয়ে বের করে দেয়ার হুমকি দেন। বিষয়টি জানাজানি হ'লে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে পরদিন সকাল ১১-টায় এএসপি সার্কেল নূরে আলমের উপস্থিতিতে সভায় প্রধান শিক্ষক সবার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। তাকে সাময়িক বাহিষ্কার করা হয়।

ঢাবির নিহত মেধাবী ছাত্র আবূ বকর প্রথম; কী হবে এ ফল দিয়ে

অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঢাবিতে ভর্তি হয়েছিলেন মেধাবী ছাত্র আবূ বকর। ইচ্ছা ছিল ভাল রেজাল্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন। দরিদ্র্য বাবা-মার মুখে ফুটাবেন হাসি। কিন্তু তার সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবার পূর্বেই ১ ফেব্রুয়ারী রাতে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে নিজ কক্ষের বারান্দায় মাথায় আঘাত পান আবূ বকর। ৩ ফেব্রুয়ারী সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি। দরিদ্র পরিবারের স্বপ্নের প্রদীপটি অমনি দপ করে নিভে যায়।

ঢাবির ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ সেমিষ্টারের ছাত্র ছিলেন আবূ বকর। ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে তিনি এ বিভাগে ভর্তি হন। গত ১৬ মার্চ সে সেমিস্টারের ফল প্রকাশিত হয়। আগের সব সেমিস্টারের ফল মিলিয়ে তিনি সহপাঠী নাজমার সঙ্গে যৌথভাবে প্রথম হয়েছেন। আবূ বকরের সর্বোচ্চ জিপিএ (৩.৫২) পাওয়ার খবরে অঝোরে কেঁদেছেন তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-সহপাঠীরা। আবূ বকরের বড় ভাই আব্বাস আলী বলেন, 'শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল আবূ বকর। সর্বশেষ বিভাগীয় চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে জিপিএ তিন দশমিক ৫২ পেয়ে প্রথম হ'ল। কিন্তু কী হবে এই ফল দিয়ে'?

মাত্র দুই সেট সোফার জন্য ভেঙ্গে গেল বিয়ে

বর পক্ষের যৌতুকের চাহিদা না মেটানোয় বিয়ের আগের দিন ভেঙ্গে গেল বিয়ে। জানা যায়, বড়লেখা পৌর শহরের মাইঝপাড়া গ্রামের মরহুম ছামাদ আলীর লন্ডন প্রবাসী পুত্র খলীলুর রহমানের বিয়ে ঠিক হয় কুলাউড়া মহিলা কলেজ রোডস্থ যুবাইর আহমাদের কন্যা সাজেদা আক্তার মুন্নার সঙ্গে। ২২ ফেব্রুয়ারী ছিল বিয়ের দিন। কনের বাবা অভিযোগ করেন ৭ লাখ টাকা মোহরানায় ২২ ফেব্রুয়ারী বিয়ের দিন নির্ধারণ করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারী রাতে প্রচুর মালামাল পাঠানো হয় বরপক্ষের বাড়ীতে। ২১ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪-টার মধ্যে কনে পক্ষের কাছে যৌতুক হিসাবে অতিরিক্ত ২ সেট সোফা দাবী করা হয়। যদি না দেয়া হয় তবে বিয়ে হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়া হয়। কনেপক্ষের যৌতুকের দাবীটি মেনে না নেয়ায় বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আনন্দঘন আয়োজন রূপ নেয় বিষাদে।

বিদেশ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী মেক্সিকোর স্লিম

মেক্সিকোর টেলিকম ব্যবসায়ী ৭০ বছর বয়সী কার্লোস স্লিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী। তার সম্পদের পরিমাণ ৫ হাযার ৩৫০ কোটি ডলার। গত বছর তার অর্থের পরিমাণ ছিল ১ হাযার ৮৫০ কোটি ডলার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিল গেটস। তার সম্পদের পরিমাণ ৫ হাযার ৩শ' কোটি ডলার। আর ৪ হাযার ৩শ' কোটি ডলার নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন গেটসের বন্ধু ওয়ারেন বাফেট। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে ভারতের মুকেশ আম্বানি ও লক্ষ্মী মিত্তল। 'ফোর্বস' ম্যাগাজিনের জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ফোর্বস জানায়, তালিকায় ১ হাযার ১১ ধনকুবের রয়েছেন, যারা ১শ' কোটি ডলারের চেয়ে বেশী সম্পদের মালিক। ২০১০ সালের ধনীদের তালিকায় এশিয়া থেকে স্থান পেয়েছেন মোট ২৩৪ জন। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় ধনীর সংখ্যা হ'ল ২৪৮ জন। আর শহরগুলোর মধ্যে সেরা ধনীদের বসবাসের দিক থেকে প্রথম নিউইয়র্ক (৬০ জন), দ্বিতীয় মস্কো (৫০ জন) ও তৃতীয় স্থানে লন্ডন (৩২ জন)।

মহানবীকে নিয়ে কার্টুন প্রকাশের জন্য ক্ষমা চাইল ডেনমার্কের পত্রিকা

ডেনমার্কের পত্রিকা পলিতিকান অবশেষে ক্ষমা চেয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কার্টুন পুনঃপ্রকাশ করে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার কারণে ক্ষমা চাইলেও পলিতিকান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঐ কার্টুন ছাপার জন্য তারা অনুতপ্ত নয়। মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপানো ডেনমার্কের পত্রিকার মধ্যে পলিতিকানই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইল। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী আটটি সংগঠনের সঙ্গে এক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ ঘোষণা দেয়।

সুইডিস পত্রিকায় আবারো মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ :

এদিকে সুইডেনের শীর্ষ সংবাদপত্রগুলো গত ১০ মার্চ মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র সম্বলিত একটি কার্টুন ছেপেছে। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর দেহকে কুকুরের দেহ বানানো হয়েছে। ২০০৭ সালের আগষ্টে লার্স ভিল্কস সর্বপ্রথম সুইডেনের একটি আঞ্চলিক সংবাদপত্রে ঐ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে। সম্প্রতি সুইডেনের পত্র-পত্রিকায় সেটি পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে।

ছেলেরা উত্যক্ত করায় ভয়ে স্কুলে যাচ্ছে না জাপানী রাজকুমারী

ছেলেরা উত্যক্ত করায় ভয় পেয়ে কয়েকদিন ধরে স্কুলে যাচ্ছে না জাপানের রাজকুমারী আইকো। রাজপরিবারের মুখপাত্র ইসেই নোমুরা জানান, গত ২ মার্চ মঙ্গলবার স্কুল থেকে আগেভাগে ফিরে এসে আইকো (৮) জানায়, তার পেটব্যথা করছে। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অন্য শ্রেণীর ছেলেরা তাকে উত্যক্ত করার ফলে সে স্কুলে যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, জাপানের সম্রাট আকিহিতোর বড় ছেলে যুবরাজ নরুহিতো ও তাঁর স্ত্রী মাসাকোর মেয়ে আইকো। সে টোকিওর গাকুসুইন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

ব্রিটেনে বিনোদনে অপচয় ৫২০০ কোটি পাউন্ড

ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষই শত কোটিরও বেশী পাউন্ড খরচ করেন টিভি, এমপি-থ্রি প্লেয়ার, রেডিওর মত বিভিন্ন সৌখিন খাতে। অথচ তাদের বেশীরভাগই সেসব যন্ত্র ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানেন না। 'স্কাইএইচডি' নামের একটি জরিপ প্রতিষ্ঠানের জরিপ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বিপুলসংখ্যক এইচডি টেলিভিশনের মালিক জানেন না যে, এমন টেলিভিশনে ঝকঝকে ছবি উপভোগ করতে ডিভিডি প্লেয়ার অথবা এ জাতীয় এইচডি প্লেয়ারের সঙ্গে তা যুক্ত করতে হয়। জরিপে আরো জানা গেছে, একজন ব্রিটিশ প্রায় ৩ হাযার পাউন্ড সমমূল্যের ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রীর মালিক। হিসেব করে দেখা গেছে, পূর্ণ ব্যবহার না করলে ব্রিটিশরা বিভিন্ন পণ্যের মেলায় অতিরিক্ত ৫২শ' কোটি ৬ পাউন্ডের সমপরিমাণ অপচয় করছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তীন রাষ্ট্র অপরিহার্য

-মনমোহন সিং

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতার জন্য স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র অপরিহার্য। সঊদী শূরা কাউন্সিলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ৪ মার্চ মনমোহন সিং বলেন, এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে আর কোন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তীনের সাহসী জনগণের স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্থায়ী ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ন্যায়সঙ্গত, বৈধ ও জাতিগত অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে জ্যাক স্ট্র মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন

-হ্যান্স ব্লিক্স

সাবেক ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র ব্রিটেনের ইরাক যুদ্ধে যোগদান সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। ইরাক যুদ্ধে ব্রিটেনের যোগদান করা সঠিক ছিল কি-না একটি তদন্ত কমিটি তা খতিয়ে দেখছে। ঐ তদন্ত কমিটির কাছে জ্যাক স্ট্র ভুল তথ্য দেন। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স এ কথা জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, স্ট্র জানিয়ে ছিলেন যে, ২০০২ সালে ইরাকের কোন কোন স্থানে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের পরিদর্শনের অনুমতি দেয়নি তদানীন্তন সাদ্দাম হোসেন সরকার। একথাটি ছিল একেবারেই ভুল। কেননা সে সময় ইরাকের সর্বত্র পরিদর্শনের ব্যাপারে অস্ত্র পরিদর্শকদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

ইসরাঈলে দু'টি মসজিদকে ইহুদী স্থাপনা ঘোষণা : বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ

সম্প্রতি ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী বেনয়ামিন নেতানিয়াহু হেবরনের আল-খালীলের ইবরাহীমী মসজিদ ও বেথলেহেমের বিলাল মসজিদকে ইহুদীদের তথাকথিত ১৫০টি পুরাকীর্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে সেগুলো সংরক্ষণ করা হবে বলে জানিয়েছেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারী নেতানিয়াহু যখন এ সংক্রান্ত তার প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন, তখন এই দু'টি মসজিদের কথা ছিল না। কিন্তু ডানপন্থী মন্ত্রীদের চাপে নেতানিয়াহু তার পরিকল্পনা বদল করে মসজিদ দু'টিকে তাতে শামিল করেন। ইহুদী চরমপন্থীরা এ স্থান দু'টিকে কেভ অব প্যাট্রিয়াচ ও র‍্যাচেল হিসাবে দাবী করেছে। 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' (ওআইসি) এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। জর্ডান ও আরব বিশ্বও এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন কাজ পরিহার করার জন্য ইসরাঈলের প্রতি আহ্বান জানায়।

বছরে ৬ হাযার আফগান শিশু পাড়ি জমাচ্ছে ইউরোপে

আফগানিস্তান থেকে শিশু অভিবাসীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বলে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা জানিয়েছে। তাদের মতে, বর্তমানে বছরে ৬ হাযার শিশু আফগানিস্তান থেকে ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছে। কয়েক বছর আগে এ সংখ্যা ছিল ৩ হাযার ৮শ'। শতকরা হারে এখন তা দাঁড়িয়েছে ৬৪ শতাংশে। জানা গেছে, অভিবাসী আফগান শিশুরা প্রথমে পাকিস্তান হয়ে ইরানে যায়। পরে ইরান থেকে তুরস্ক হয়ে তারা ইউরোপে পাড়ি জমায়।

বিশ্বে অস্ত্রভাণ্ডারের প্রবৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এমআইপিআরআই) জানিয়েছে, অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও গত পাঁচ বছরে বিশ্বে অস্ত্র ব্যবসার হার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের মারণাস্ত্রের মজুত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ২০১০ সালের এ প্রতিবেদন মতে, ২০০৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অস্ত্রের মজুত বৃদ্ধির হার ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশী। অস্ত্র রফতানীকারক দেশগুলোর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে আছে যথারীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩০%) এবং রাশিয়া (২২%)। এর পরের স্থানের দেশগুলো হচ্ছে জার্মানী, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য। এই পাঁচ দেশ সর্বমোট অস্ত্রের শতকরা ৭৬ ভাগ রফতানী করে থাকে। অস্ত্রের প্রধান ক্রেতার মধ্যে সর্বপ্রথমে আছে চীন (৯%), দ্বিতীয় স্থানে ভারত ৭%)। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। পঞ্চম স্থানে আছে গ্রিস।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সমরাস্ত্রের তালিকায় সবচেয়ে বেশী বিক্রি হচ্ছে অত্যাধুনিক জঙ্গীবিমান। ২০০৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত শুধু জঙ্গীবিমানই বিক্রি হয়েছে মোট অস্ত্রবিক্রির ২৭ শতাংশ, যার মধ্যে মার্কিনীরা বিক্রি করেছে ৩৯ শতাংশ এবং রাশিয়া ৪০ শতাংশ।

এন্টার্কটিকার ৬০০ ফুট বরফের নীচেও প্রাণী

সম্প্রতি এন্টার্কটিকার ৬০০ ফুট বরফের নীচের প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন নাসার গবেষকরা। চিংড়ি জাতীয় এসব প্রাণী ও জেলি ফিশরা ঘুরে বেড়ায় বরফের তলদেশে। এন্টার্কটিকার বরফের তলদেশে ক্যামেরা ব্যবহার করে সম্প্রতি এ খোঁজ মিলেছে। প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে কোন প্রাণী টিকে থাকে এই গবেষণার ফলে সে বিষয়টি আরও গভীরভাবে জানার সুযোগ তৈরী হ'ল বলেই মনে করছেন গবেষকরা।

মুসলিম জাহান

নাইজেরিয়ায় মুসলিম-খৃষ্টান দাঙ্গায় নিহত ৫ শতাধিক

নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় প্লেটেও প্রদেশের রাজধানী জস-এর দক্ষিণে দোগো নাহাওয়া গ্রামে গত ৭ মার্চ মুসলিম-খৃষ্টান দাঙ্গায় ৫ শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। নিহতদের গণকবর দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, আক্রমণকারীরা গ্রামের ঘরবাড়ী লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে থাকলে লোকজন ঘরবাড়ী ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এ সময় হামলাকারীরা ধারালো তরবারী দিয়ে তাদের হত্যা করে। অতীতে ২০০১ এবং ২০০৮ সালে এখানে খৃষ্টান-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারীতে দাঙ্গার প্রেক্ষিতে জস নগরীতে এখনো কার্ফু বলবৎ রয়েছে। গত জানুয়ারীর খৃষ্টান-মুসলিম দাঙ্গায় ২শ' লোক নিহত হয়। জস নগরী খৃষ্টান ও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিভক্ত। এখানকার লোকজনকে আদিবাসী এবং বসতি স্থাপনকারী এ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জস নগরীতে বসবাসকারী হাউসা ভাষী মুসলিমদের বসতি স্থাপনকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অথচ তারা বহুকাল ধরে জসে বসবাস করে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রিপোর্টে

ইউরোপে মুসলমানরা নিপীড়নের শিকার

ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সহিংসতা কম হ'লেও তাদের প্রতিনিয়ত ভয়-ভীতি দেখানো হয় এবং সুযোগ পেলেই মুসলমানদের অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়া হয়। এ সংবাদ প্রকাশ করেছে মার্কিন মানবাধিকার রিপোর্ট। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সারা ইউরোপে যেভাবে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক ও দুঃখের বিষয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর গত ১১ মার্চ মানবাধিকার রিপোর্ট ২০০৯-এ জানায়, সুইজারল্যান্ড মসজিদের মিনার নির্মাণ বন্ধ করেছে। সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও নেদারল্যান্ডের মুসলিম মহিলাদের মাথায় হিজাব ও বোরক্বা পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডে কারণে অকারণে মুসলিম নাগরিকদের রাস্তা-ঘাটে ও খেলার মাঠে বিদ্বেষমূলক ও অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করা হয়। এ রিপোর্টে চীনের জিনজিয়াংয়ে মুসলিম নিপীড়নের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরাকে বছরে এক হাযার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পরে সেখানকার পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন বাহিনীর মারণাস্ত্রের তেজস্ক্রিয়ায় দেশটির ফাল্লুজাহ শহরে প্রতি বছর এক হাযার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে। ঐ শহরে প্রতিদিন যেসব নবজাতকের জন্ম হচ্ছে তারা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে পৃথিবীতে আসছে। একজন চিকিৎসক বলেন, তারা প্রতিদিন দু'টি বা তিনটি নবজাতকের জন্ম হ'তে দেখছেন বিকলাঙ্গ অবস্থায়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিষ্ঠাখেকো গাছ!

আফ্রিকার উদ্ভিদবিদরা সম্প্রতি বোর্নিওর জঙ্গলে 'জায়ান্ট মন্টেইন' নামের একটি বৃক্ষ আবিষ্কার করেছেন, যেটি প্রাণীর বিষ্ঠা খেতে পসন্দ করে। বিষ্ঠা খাওয়ার জন্য তাদের শরীরে গেছো ইঁদুরের সমান বড় কলসি থাকে। সারাক্ষণই মেলা থাকে ঐ কলসির মুখ। গেছো ইঁদুরকে ঐ কলসিতে ওঠার জন্য আকৃষ্ট করতে এক ধরনের সুস্বাদু রস বের করে গাছগুলো। গেছো ইঁদুর ঐ রসের লোভে কলসির ওপরে ওঠে এবং রস খেতে খেতে প্রায় সময় প্রাকৃতিক কর্মটা ঐখানেই সেরে ফেলে। গেছো ইঁদুরের ঐ বর্জ্যটাই আগ্রহের সঙ্গে কলসির মুখ বন্ধ করে ভেতরে চালান করে দেয় জায়ান্ট মন্টেইন।

টেস্টটিউব শিশুরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে

টেস্টটিউবে জন্ম হওয়া শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি মারাত্মক রকম বেশী। তারা ক্রমাগত শারীরিক অসঙ্গতিতে ভুগতে পারে। আমেরিকার একদল গবেষক দুই ধরনের শিশুদের উপর গবেষণা করে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের একদল গবেষক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ও টেস্টটিউবে জন্ম হওয়া শিশুদের উপর গবেষণা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। গবেষক দলের প্রধান কারমেন স্যাপেঞ্জা জানিয়েছেন, তাদের কোষে থাকা জিনের আচরণ পরিবর্তন হ'তে পারে। জিনের আচরণের পরিবর্তনের ফলে দেখা দিতে পারে তাদের হজমজনিত সমস্যা। এর ফলে তারা মোটা হয়ে যেতে পারে। এমনকি তাদের টাইপ-টু- ধরনের ডায়াবেটিস রোগও হ'তে পারে।

কব্জিওয়ালা কৃত্রিম হাত আসছে

ব্রিটিশ কৃত্রিম অঙ্গ তৈরির প্রতিষ্ঠান আরএসএল স্টিপার 'বিবায়োনিক' নামে কৃত্রিম হাত তৈরী করেছে। এটি ইচ্ছেমতো নাড়ানো যাবে। এমনকি 'পাওয়ার গ্রিপ' থাকার কারণে এ হাত দিয়ে শক্ত বস্তু ধরা এবং তোলাও যাবে। আবার প্রয়োজনে হাতটি কোমল কাজেও ব্যবহার করা যাবে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, 'বিবায়োনিক' হাত পৃথিবীর প্রথম কব্জি শক্তিসম্পন্ন কৃত্রিম হাত, যা ঘোরানো ও বাড়ানো যায়। সিলিকনের তৈরী মায়োলেকট্রিক প্রসথিসিস বা ইলেকট্রনিক সংকেত সংবেদনশীল এই বিবায়োনিক হাত নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইলেকট্রিক নার্ভ সংকেত থেকেই এবং সে সংকেত তৈরী হয় পেশির চামড়া থেকে।

তার হীন বাক্সেই তৈরী হবে বিদ্যুৎ

নাসায় কর্মরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক বিজ্ঞানী সম্প্রতি এমন একটি বাক্স আবিষ্কার করেছেন যাতে তৈরী করা যাবে বিদ্যুৎ। জানা গেছে, এ বিদ্যুৎ তৈরীতে কোন তার লাগবে না। জ্বালানী তেলভর্তি বিশাল এ বাক্সে পরিশোধিত শক্তি তৈরীর প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছেন বলেই দাবী কে আর শ্রীধরের। জ্বালানী ভর্তি এ বাক্সের নাম ব্লুম বক্স। আর এ থেকে তৈরী শক্তির নাম দেয়া হয়েছে ব্লুম এনার্জি।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

মানবতার মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি ইসলাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

শাহজাহানপুর, বগুড়া ৮ মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর থানাধীন ফুলকোট হাই স্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফুলকোট এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মতবাদ বিক্ষুব্ধ অশান্ত এই পৃথিবীতে শান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই মানবতার মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলামের প্রতিটি বিধান অবিকৃতভাবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মানব সমাজ একটি বৈষম্যহীন ইনসাফ পূর্ণ সমাজে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ইসলামের এই নিষ্কলুষ পথের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন নতুন কিছু নয়, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন ইসলামের আদী রূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

বগুড়া দক্ষিণ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা মুমতাযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আমরুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ মুহাম্মাদ রাজীবুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নরসিংদী ১৮ ও ১৯ মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সমবেত বিশাল জনমণ্ডলীকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার অতুল্য প্লাটফরম 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্ব স্ব আমলী যিন্দেগী সমৃদ্ধ করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচলিত কোন ইজম, মাযহাব বা মতবাদের নাম নয়; বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। তাই তো এ পথের অনুসারীদের জীবনে নেমে আসে হিমাদ্রি সম বাধা-বিপত্তি। নেমে আসে জেল-যুলুমের কঠিন পরীক্ষা। তিনি সকলকে ধৈর্যের সাথে বাংলার আনাচে-কানাচে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

দুই দিন ব্যাপী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণত সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, রসূলপুর ওসমান মোল্লা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন সিলেটী, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আব্দুর রঊফ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন, পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব ও যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুযযামান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল খবীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মোখতার, সাংগঠনিক সম্পাদক জালালুদ্দীন, পাঁচরুখী দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদরাসার শিক্ষক ক্বারী মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, এপরাইজার কাস্টম হাউজ-এর সাবেক প্রিন্সিপাল জনাব মুহাম্মাদ মানিক মিয়া প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। দুই দিন ব্যাপী সম্মেলন পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সম্মেলন বাস্তবায়ণ কমিটির আহ্বায়ক ও

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান।

মোহনপুর, রাজশাহী ৮ মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর মোহনপুর থানাধীন মহব্বতপুর হাইস্কুল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর এলাকার উদ্যোগে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধুরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমেই সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন এবং দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ লাভ সম্ভব। ব্যক্তি সংশোধন না হ'লে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার অসম্ভব। এজন্য তিনি ব্যক্তি ও পরিবার সংশোধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মুহাব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইউসুফ আলী প্রমুখ।

'আত-তাহরীক' পাঠক ফোরামের কমিটি গঠন

খুলনা ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও 'আত-তাহরীক' পাঠক ফোরামের উদ্যোগে খুলনা মহানগরীর গোবরচাকা মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বক্তব্য শেষে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানে জনাব আনছার আলীকে সভাপতি ও আলহাজ্জ ইকরাম হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট 'আত-তাহরীক' পাঠক ফোরাম, খুলনা যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

একই দিন বাদ মাগরিব মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ নগরীর জিন্নাহ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক সহ কর্মপরিষদ সদস্যগণ এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ রূহুল আমীন প্রমুখ।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কমরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক নাজমূল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

কালাই, জয়পুরহাট ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার সার্বিক সহযোগিতায় কালাই তালুকদার পাড়ায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হানাইল কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আফতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম রব্বানী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক মহিলা যোগদান করে পর্দার অন্তরালে বসে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বক্তব্য শ্রবণ করেন।

কমিটি গঠন

নেছারাবাদ, পিরোজপুর ৩০ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর পিরোজপুর যেলার নেছারাবাদ উপযেলাধীন সোহাগদলের জনাব মুশাররফ হোসাইনের বাড়ীতে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উপদেষ্টা আলহাজ্জ রুস্তম আলীর সভাপতি অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও ইন্দুরহাট ফজিলার রহমান মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে মুসাম্মাৎ শিমুল বেগমকে সভানেত্রী, আফরিনা আখতারকে সহ-সভানেত্রী ও শিমুল আখতারকে সাধারণ সম্পাদিকা করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' সোহাগদল শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার মৌগাছি এলাকার সাধারণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক এর প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে নিয়মিত এজেন্ট, ধুরইল ডি.এইচ কামিল মাদরাসার এবতেদায়ী শিক্ষক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী মুহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা (৪৫) গত ৪ মার্চ দুপুর ১২-৩০ মিনিটে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।* ২ মার্চ সন্ধায় ব্রেইন স্ট্রোক করলে রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। প্রায় দুই দিন অজ্ঞান থাকার পর ৪ মার্চ তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। বিকাল সাড়ে ৫-টায় নিজ গ্রাম পাঁচপাড়ার পার্শ্ববর্তী পিয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতী করেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। এ সময়ে ধুরইল ডি.এইচ. কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুররুল হুদা সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগর্ব সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তাকে পাঁচপাড়াস্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মোস্তফার আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকাবাসী একজন আদর্শ পরহেযগার ব্যক্তিকে হারায়। আহলেহাদীছ আন্দোলন হারায়০ একজন ত্যাগী কর্মীকে। তার জানাযায় হাযার হাযার মানুষের উপস্থিতিই একথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(২) মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে নিয়মিত এজেন্ট, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন (৪২) রোড এক্সিডেন্টে গত ১৭ জানুয়ারী দিবাগত রাত ৩-টায় ঢাকার ইবনে সীনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তিনি পিতা-মাতা, স্ত্রী, দুই পুত্র সন্তান ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন ১৮ জানুয়ারী বিকাল ৪-৩০ মিনিটে তার নিজ গ্রাম দেবিদ্বার থানাধীন বাতাপুকুরিয়ার ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতী করেন তার ছোট ভাই রাধানগর কালিকাপুর রহমানিয়া দাখিল মাদরাসা, বি-বাড়িয়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীন। জানাযা শেষে তাকে ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন গোরস্থানে দাফন করা হয়। জসীমুদ্দীনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে তার পিতা-মাতা সহ অনেকেই। যেলা ও এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ সহ এলাকার বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তার জানাযায় শরীক হন। উল্লেখ্য যে, জসীমুদ্দীন ১৬ জানুয়ারী সকাল ১০-টায় টেম্পুযোগে স্বীয় কর্মস্থল কসবায় যাওয়ার পথে ঘাতক ট্রাক চাপা দিলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তার ঘাড়ের হাড় ভেঙ্গে যায়। অতঃপর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

[আত-তাহরীক-এর দু'জন নিবেদিত এজেন্টকে হারিয়ে আমরা বেদনাহত শোকাহত। আমরা তাদের জন্য মহান আল্লাহ্র বারগাহে মাগফেরাত কামনা করছি। এই সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি তাদের শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি। -সম্পাদক]

বিজ্ঞপ্তি

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সাম্প্রতিক যুলুম-নির্যাতনের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিথ্যা মামলায় কারাবরণকারী নেতা-কর্মীগণ সহ দেশের ও প্রবাসের সর্বস্তরের সাংগঠনিক ভাই-বোনদের দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের যেকোন স্মৃতিকথা যেমন- কারাগারের স্মৃতি, যুলুম-নির্যাতন ও হয়রানীর বিবরণ, আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস, বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে বাধাগ্রস্থ হওয়ার কাহিনী এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা সমূহ বিস্তারিত লিখে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। লেখার সাথে পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর, ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, **মাসিক 'আত-তাহরীক'**

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাইলঃ ০১৭১৫-০০২৩৮০।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আমরা ইসলামের বিধান হ'তে অনেক দূরে

মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন, 'ইসলাম আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। এ আয়াতের আলোকে জগতে যত ধর্ম প্রচলিত আছে, ইসলাম ছাড়া সব ধর্মের প্রতি আল্লাহপাক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। এরপর আল্লাহপাক আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, 'যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন তালাশ করবে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। এতদ্ব্যতীত আল্লাহপাক জগদ্বাসীকে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক বলেছেন, 'যারা কুফুরী করে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের তরফ হ'তে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় করা হ'লেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আলে ইমরান ৩/৯১)*। কাফির অর্থ অস্বীকারকারী। যারা ইসলামকে গ্রহণ করেনি, তাদেরকে কাফির বলা হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর কোন মানুষের কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। তাছাড়া আমরা সকলেই একথা বুঝি, জীবিত অবস্থায়ও কোন মানুষের পক্ষে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ প্রদানের যোগ্যতা নেই। তাহ'লে আল্লাহপাকের কথার তাৎপর্য আমরা এভাবে নিতে পারি, ইসলামকে অস্বীকারকারীর কোনভাবেই পরিত্রাণ নেই।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে। মহান আল্লাহ জগদ্বাসীকে যা জানাতে চেয়েছেন, তার সবই নবী করীম (ছাঃ)-কে জানিয়েছেন। আর নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীগণের সামনে আল-কুরআনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। ছাহাবীগণের যুগে এবং পরবর্তীতে তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগে নবী করীম (ছাঃ)-এর সে শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল। আল্লাহপাকের সমুদয় বাণী পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত হয়েছে এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম ও আদর্শ হাদীছ গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু বড়ই আফসোস, অন্যান্য জাতি আল্লাহপাকের আহ্বান ও স্ব স্ব নবী-রাসূলগণের দ্বীন প্রচার হ'তে যেমন দূরে রয়েছে, আমরা তদ্রূপ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও ইসলামের বিধান হ'তে অনেক দূরে রয়েছি।

যারা আল্লাহপাকের বাণী ও নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী ও আদর্শের সাথে কিছুটা পরিচয় লাভ করেছেন, তারা চোখ খুললেই সেসব বাণী ও আদর্শের বিপরীত আমল-আচরণ দেখতে পাবেন। নিম্নে সেগুলির মধ্য হ'তে কিছু নযীর তুলে ধরা হলো:

মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে বিশেষত মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। ঐক্য বজায় রাখার নিমিত্তে আল্লাহপাক পুনরায় বলেছেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে এর ফায়ছালার ভার আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখ। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা' *(নিসা ৪/৫৯)*। অথচ তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা নিয়ে বর্তমানে মুসলমানের মধ্যে চরম মতবিরোধ বিদ্যমান, যদিও এর ফায়ছালা নবী করীম (ছাঃ)-এর আমলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাছাড়া ছালাতের অন্যান্য রুকনেও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

মুসলিম জাতির ঐক্য বজায় রাখতে ও নাজাতের উদ্দেশ্যে নবী করীম (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী আল-কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত' *(হাকিম, মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, মিশকাত হা/১৮৬)*। ঐক্য বজায় রাখার জন্য নবী করীম (ছাঃ) উপমা দিয়ে ছোট্ট একটি বাক্য উচ্চারণ করেছেন, 'দলচ্যুত ভেড়াকে নেকড়ে বাঘে খায়' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১০৬৭)*। এত হুঁশিয়ারী ও এত সাবধান বাণীর পরও মুসলিম জাতির ঐক্যে চরম ফাটল ধরেছে। এক ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতি বিভিন্ন মাযহাব ও ফের্কাবন্দীতে শতধাবিভক্ত হয়ে মহান আল্লাহ্র আদেশ ও নবী করীম (ছাঃ)-এর শাশ্বত বাণীর প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। এর ফলে পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধ পালনের প্রতি আর গুরুত্ব নেই। নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকাভুক্ত আমলও দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকা বহির্ভূত আমল দ্বারা নাজাত লাভের যে সম্ভাবনা নেই একথা মনে হয় আর কোন মানুষের মনে উদয় হয় না। নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকা বহির্ভূত আমলের একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করছি।

আমরা সবাই জানি, ওযূ ছাড়া ছালাত হয় না' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩০০)*। ওযূ শুদ্ধ না হ'লে ছালাতও শুদ্ধ হবে না। বিশুদ্ধ হাদীছ মোতাবেক ওযূ করতে পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করতে হবে। অথচ অনেক আলেম ও অধিকাংশ মুছল্লীকে ওযূ করতে ৩ বারে মাথার $^{১}/_{৩}$ অংশের বেশী মাসাহ করতে দেখা যায় না।

সূদকে আল্লাহপাক হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শর্ত সাপেক্ষে ব্যবসা করাকে একটি উত্তম ইবাদত বলে গণ্য করেছেন। শর্তগুলো- ব্যবসায়ী পণ্যে ভেজাল না দেওয়া, ওযনে কম না দেওয়া ও অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যশস্য দীর্ঘদিন ধরে গুদামজাত করে না রাখা। অথচ আমরা

বাস্তবে এগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করতে দেখি। ভেজাল ছাড়া কোন পণ্য নেই বললেই চলে।

সূদদাতা, সূদ গ্রহণকারী, সূদের দলীল লেখক ও সাক্ষী সবাইকে সমান পাপী ঘোষণা করা হয়েছে *(মুসলিম হা/২৮০৭)*। সূদকে মারাত্মক পাপ জানা সত্ত্বেও সূদের সাথে জড়িত নয়, এমন ব্যক্তি বিরল। রেডিওতে প্রতিদিন জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা, যৌতুকের বিরুদ্ধে নাটক, নাটিকা ও বক্তব্য শোনা যায়। অথচ ৮৫% মুসলিম অধ্যুষিত দেশে একবারও সূদ যে মারাত্মক পাপ ও এর পরিণতি যে ভয়ানক সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

মানুষ আজ যেমন সূদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়েছে, তদ্রূপ নিমজ্জিত হয়েছে গান-বাজনাতে। টিভি, ভিসিআর ইত্যাদি অত্যাধুনিক গান-বাজনার উপকরণ মুসলিম পরিবারের ঘরে ঘরে। এগুলোর অশালীন কথোপকথন ও নৃত্য যুবক-যুবতীদেরকে অবৈধ যৌন কাজে উৎসাহিত করে। এ ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। নইলে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে।

ইসলামে পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পর্দাপ্রথা একেবারে শিথিল। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ পর্দা প্রথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তারা পর্দার কুফল ও অসারতা সম্বন্ধে বক্তব্য দিয়ে থাকে।

আল্লাহপাক অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৭)*। আজ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্র অপব্যয়ের ছড়াছড়ি। ব্যক্তিগত অপচয়ের মধ্যে ধূমপান অন্যতম। ৮৫% মুসলিম পুরুষ এ অপব্যয়ের শিকার। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হ'তে বিচার-বিশ্লেষণ করলে ধূমপান করা হারাম সাব্যস্ত হবে। আল্লাহপাক আহারে হারাম-হালাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহপাকের এ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে মুসলিম জনগণ অমুসলিম জনগণের সাথে মিশে গেছে। তাদের যে পরিণতি হবে, মুসলিম হ'লেও একই পরিণতি হবে।

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ঈমান। আমাদের ঈমানে ঘাটতির ফলে আমরা ইসলামের অধিকাংশ বিধান হ'তে দূরে সরে গেছি। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হ'লে আমরা নারী-পুরুষ একত্রে বল্গাহীন অবস্থায় বিচরণ করতে পারি না। হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই আমাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি হ'তে না ফিরালে আমাদের আর ইসলামী যিন্দেগীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। কারণ আপনি হেদায়েতের একমাত্র মালিক। আপনার হাতেই সবকিছুর চাবিকাঠি রয়েছে। তাই একমাত্র আপনার সমীপে আরয, আপনি মুসলিম জাতিকে নতুন করে হেদায়েত দান করুন। আমীন!

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত

নবীদের কাহিনী

(পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী)

(১ম খণ্ড)

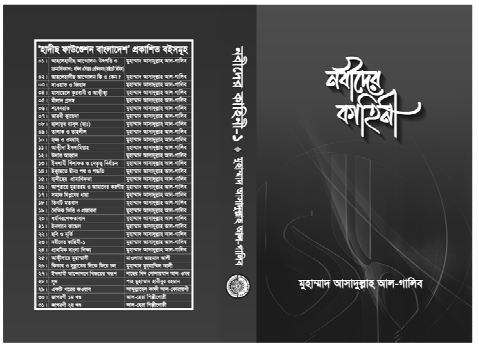

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে দীর্ঘদিন পর নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক
'তাওহীদের ডাক'
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১)ঃ মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতে পারবে কি?

-নূরজাহান
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তরঃ পারবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯)*। তবে তাদের জন্য বাড়ীতে ছালাত আদায় করা উত্তম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৬২ ও ১০৬৯)*। জুম'আর ছালাতে তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮২)*। তবে মহিলাদের জন্য ঈদের মাঠে যাওয়া যরূরী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১)*।

প্রশ্ন (২/২৪২)ঃ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র এক সাথে থাকি। অনেকে ছালাত আদায় করে না; বরং অশ্লীল কাজের সাথে জড়িত। তাদের সাথে থাকা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিরুপায় অবস্থায় এক সাথে থাকা যাবে। তবে তাদেরকে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করার জন্য এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে আদেশ কর এবং মন্দ কাজের নিষেধ কর' *(আলে ইমরান ১১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ভাল সাথী ও মন্দ সাথী কামার ও আতর ওয়ালার মত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১০)*। অতএব সর্বদা সৎসংসর্গে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ আমি জনৈক ব্যক্তির কর্মচারী। তিনি আমাকে কিছু যাকাতের টাকা দেন এলাকায় বণ্টন করার জন্য। কিন্তু আমি নিজেকে এ সম্পদের হক্বদার মনে করে আমার জন্য কিছু রেখে দেই। এতে কি আমি গোনাহগার হব?

-আব্দুল মতীন
তিনদহ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মালিককে না জানিয়ে নেওয়ার কারণে গোনাহগার হ'তে হবে। এটা খেয়ানত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের যাকে কোন দায়িত্ব দিয়েছি সে যদি সুঁচ পরিমাণ বা তার চেয়ে কম কিছু গোপন করে তাহ'লে তা খেয়ানত হবে। সে তা নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৮০)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪)ঃ আমি এযাবৎ ধন-সম্পদের যাকাত প্রদান করিনি। এখন যাকাত দিতে চাই। যাকাত দেওয়ার পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আব্দুর রহমান
আংগার জোড়া, ঢাকা।

উত্তরঃ যত বছর থেকে আপনি নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন, তার হিসাব সহ বর্তমান সম্পদের হিসাব করে যাকাত প্রদান করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*। কারণ হকদারদের হক পরিশোধ করা যরূরী *(মা'আরিজ ২৪-২৫)*। যদি সঠিক হিসাব করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে সাধ্যমত হিসাব করে বকেয়া যাকাত আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫)ঃ মাদরাসা, মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যাংকে জমা থাকলে তার যাকাত দিতে হবে কি?

-আইউব
ক্ষুদ্র কালিকাপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত অর্থের যাকাত দিতে হবে না। কারণ এগুলি কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় নেই। আর ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া যাকাত ফরয হয় না।

প্রশ্ন (৬/২৪৬)ঃ নেয়ামুল কুরআনের ৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ৫টি স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয। ১. জিহাদের সময়, ২. মীমাংসার সময়, ৩. স্ত্রীর মন জয় করার জন্য, ৪. ছেলে-মেয়েকে পড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য, ৫. কথা বলার ইচ্ছা নেই তবুও বলতে হয়, এমন অবস্থায়। এগুলোর সত্যতা জানতে চাই।

-হুসাইন
পীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ পাঁচটি নয়, বরং তিনটি স্থানে মিথ্যা বলা যায়। (১) মীমাংসার জন্য, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে, (৩) স্ত্রী-স্বামী পরস্পরের নিকট *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৯২১; মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত*

হা/৫০৩১ ও ৫০৩৩)। এছাড়া কল্যাণকর কাজের স্বার্থে সাময়িকভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যায়। যেমন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, 'আমি পীড়িত' *(ছফফাত ৮৯)*। মূর্তি ভাঙ্গার পরে তিনি বড় মূর্তিকে দোষারোপ করে বলেছিলেন, 'এই বড়টাই তো একাজ করেছে। অতএব তাকে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ৬৩)*। ইউসুফ (আঃ) ভাইদের রসদপত্রের মধ্যে পানপাত্র লুকিয়ে রেখে ঘোষককে দিয়ে বলেছিলেন, হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর' *(ইউসুফ ৭০)*। উল্লেখ্য, এগুলো প্রকৃত অর্থে মিথ্যা নয়, বরং 'তাওরিয়াহ'। যা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন (৭/২৪৭)ঃ তাসবীহ গণনা করার নিয়ম কী? তাসবীহ দানায় তাসবীহ গণনা করা যাবে কি?

-হাবীবুর রহমান
ভাগদিয়া, ঢাকা।

উত্তরঃ ডান হাতে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতেন *(আবুদাঊদ হা/১৫০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা)*। তিনি ডান দিক থেকে কাজ করা পসন্দ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)*। আঙ্গুলকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে এবং সেগুলো কথা বলবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩১৬; হাইয়াতু কিবারিল ওলামা, ৯৯৯)*।

উল্লেখ্য, পাথর, কংকর বা দানার মাধ্যমে তাসবীহ গণনার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ ও জাল *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২)*। কাজেই তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করা যাবে না।

প্রশ্ন (৮/২৪৮)ঃ বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি চালু আছে তা কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল ওয়াহহাব
রাণীর বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সংসারকে সচ্ছল করার নিয়তে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। কেননা রূযীর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি' *(ইসরা ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান দায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কারণ আমার উম্মতের সংখ্যা বেশী হওয়া আমার গৌরবের কারণ' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১)*। তবে স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪)*। কিন্তু স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ অর্থাৎ লাইগেশন ও ভ্যাসেকটমী আদৌ করা যাবে না। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) পুরুষকে খাসী হ'তে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ মুনাজাতের সময় 'ক্ষমা ভিক্ষা দাও' এ ধরণের বাক্য বলা যাবে কি?

-আব্দুল জলীল
নযরপুরা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ক্ষমা চাওয়ার সময় ভিক্ষা শব্দ ব্যবহার করা যায় *(বাক্বারাহ ১৮৬)*। কারণ আল্লাহর নিকট সবাই ভিক্ষুক। আর হাদীছে চাওয়ার শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কাছে চায় আমি তাকে দিব' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*। কাজেই সব মানুষই তার নিজ নিজ প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিতেন। প্রশ্ন হ'ল, তিনি কি উচ্চৈঃস্বরে আযান দিতেন?

-আব্দুন নূর
নযরপুরা, নরসিংদী।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) আযান দিতেন, এক্বামত দিতেন এবং মহিলাদের ইমামতি করতেন। এ সময় তিনি কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন *(বায়হাক্বী হা/৪০৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৪)*। তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়, সরবে আযান দিবে।

প্রশ্ন (১১/২৫১)ঃ ঘুষ প্রদান করা যাবে কি? ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিলে উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে কি?

-আব্দুশ শাকূর
জগৎপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ঘুষ দেয়া, নেয়া উভয়ই হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও গ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। হকদারকে তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করে ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিলে তার উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে না। তবে হকদার তার হক রক্ষা করার জন্য কিছু ব্যয় করলে তা ঘুষ হবে না। তখন তিনি মাযলূম বলে গণ্য হবেন *(হাশিয়া মিশকাত (দেওবন্দ ছাপা), উপরোক্ত হাদীছের আলোচনা দ্রঃ; বায়হাক্বী হা/২০৯৮৬)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২)ঃ বিপদে পড়ে মিথ্যা কথা বলা বা অন্যায় পথ অবলম্বন করা যাবে কি?

-মুক্বাদ্দিস
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কোনরূপ হীন স্বার্থে মিথ্যা বলা যাবে না। কারণ মিথ্যা বলা মহাপাপ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাক' *(হজ্জ ৩০)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩)ঃ ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ও টাকা সঙ্গে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ পকেটে টাকা বা পরিচয় পত্র থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা সেটা চোখে দেখা যায় না। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, তুমি এ চাদরটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নাও। এর ছবি আমার ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮)*। কাপড়ে ছবি থাকলে অথবা খোলা স্থানে টাকা বা ছবি থাকলে ছালাত হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৩)*। কারণ যেখানে ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪)ঃ মাসবূক মুছল্লী ইমামের এক সালামের পর দাঁড়াবে না দুই সালামের পর দাঁড়াবে?

-মইনুল ইসলাম
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দুই সালামের পরে মাসবূক দাঁড়াবে। কারণ ইমামের দু'সালাম পর্যন্ত মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯; হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/২১৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ সুলায়মান (আঃ)-এর আংটিতে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নকশা করা ছিল। বিষয়টি প্রমাণসহ জানতে চাই।

-আতিকুর রহমান
পাঁচরুখী মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি বাতিল বা মিথ্যা *(শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফী আহাদীছিল মাওযূ'আহ হা/১৩৭৪, ২/৬০৬)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬)ঃ মুক্তাদী ছালাতের মধ্যে কোন সূরা, দো'আ কিংবা কোন কিছু সরবে বলতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আলী
চামড়াপট্টি, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জেহরী ছালাতে 'আমীন' ব্যতীত ছালাতের ক্বিরাআত, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার সবকিছুই নীরবে বলতে হবে। সুন্নাত হ'ল মুছল্লী ছালাতের মধ্যে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৪৬; আহমাদ, মিশকাত হা/৮৫৬)*। উল্লেখ্য, জনৈক ছাহাবী রুকূ থেকে উঠে সরবে দো'আ পড়েছিলেন। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একাই সরবে পড়েছিলেন, অন্য কোন ছাহাবী পড়েননি। তার পরে কোন ছাহাবী সরবে পড়েছেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায় না *(বুখারী, মিশকাত হা/৮৭৭)*। আর হাদীছে যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা দো'আর ফযীলত। সরবে পড়ার ফযীলত নয়। অতএব রুকূর পরের দো'আটিও নীরবে পড়া উত্তম।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭)ঃ অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে টাকা-পয়সা লেনদেন করা এবং প্রয়োজনে তার বাড়ীতে যাতায়াত করা যাবে কি?

-আফরোযা বেগম
ভেন্নাবাড়ী, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সামাজিক লেনদেন করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয় না আল্লাহ তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের সাথে ইনছাফ করতে নিষেধ করেন না' *(মুমতাহানা ৮)*। তবে তাদের ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি মাটির তৈরী ছিলেন, না নূরের তৈরী ছিলেন?

-ওমর ফারূক
কাঁঠালপাড়া, মানিকগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্ট মানুষ ছিলেন, তিনি নূরের সৃষ্ট ফেরেশতা ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার নিকট অহি অবতীর্ণ হয়' *(কাহফ ১১০)*। তাদেরকে তাদের নবীগণ বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের মত মানুষ' *(ইবরাহীম ১১; মুমিনূন ২৪)*। এই লোক তোমাদের মত মানুষ। তিনি খান যেমন তোমরা খাও এবং পান করেন, যেমন তোমরা পান কর *(মুমিনূন ৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি একজন মানুষ, আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছু আদেশ করলে তা গ্রহণ করবে। আর আমি ব্যক্তিগত রায় থেকে কিছু বললে আমি একজন মানুষ মাত্র। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আমার ভুলও হ'তে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯)ঃ মাইয়েতকে কাফন পরানোর সময় কোন পার্শ্ব থেকে কাপড় উত্তোলন করতে হবে?

-আমজাদ
গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মাইয়েতকে যেমন তার ডান দিক থেকে ওযূ ও গোসল করানো হয় তেমনি তার ডান দিকের কাপড়ই আগে উত্তোলন করতে হবে *(বুখারী হা/১২৫৪; মিশকাত হা/১৬৩৪)*। এখানে বিষয়টি যিনি পরিধান করাচ্ছেন তার ডান বা বামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবে তিনি তার ডান হাত দিয়ে শুরু

করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবকিছু ডান পার্শ্ব থেকে করা পসন্দ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০)ঃ জমিতে আলু থাকাবস্থায় গাছ দেখে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করা কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন
গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমন ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়। কারণ অজ্ঞাত বস্তু বিক্রয় করা বৈধ নয় *(বুখারী হা/২১৪৪; মুসলিম হা/১৫১৪)*। তাছাড়া বস্তু তো বিক্রেতার অধীনে আসেনি। আর যা নিজের অধীনে আসেনি তা বিক্রয় করা নিষেধ *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৫০৩; মিশকাত হা/২৮৬৭)*। এটা ধোঁকাবাজিরও শামিল হ'তে পারে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধোঁকামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১)ঃ জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে মুছল্লীবৃন্দ কিভাবে বসে খুৎবা শ্রবণ করবে?

-নূরুল ইসলাম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লী তার সুবিধা মত বসে খুৎবা শুনবে। তবে ঘুম আসলে নড়েচড়ে বসবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৯৪)*। জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় নিতম্বের উপর ভর দিয়ে দু'হাঁটুকে বুকের সাথে একত্রিত করে বসা যাবে না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১১০; ছহীহ তিরমিযী হা/৫১৪)*। এছাড়া এমনভাবে বসা যাবে না যাতে ঘুম আসে এবং খুৎবা শুনতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যেমন ঠেস দিয়ে বসা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (২২/২৬২)ঃ কোন হিন্দু কোন মুসলিমকে কাপড় দান করলে তা গ্রহণ করা এবং সে কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অমুসলিমের হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে পোষাকটি যেন তাদের কোন ধর্মীয় নিদর্শন বহন না করে এবং অনৈসলামিক প্রভাব সৃষ্টি করবে এরূপ সম্ভাবনা না থাকে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। ছালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কাপড় পবিত্র হওয়া শর্ত। অতএব পবিত্র হলেই ছালাত আদায় করা যাবে। কাফের কর্তৃক স্পর্শ করার কারণে কাপড় অপবিত্র হয় না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকের দেয়া গাধা হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তা ব্যবহারও করেছেন *(বুখারী 'জিযিয়াহ' অধ্যায় হা/৩১৬১)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ধাতুর আংটি পরতেন এবং কোন্ হাতে পরতেন? পুরুষরা অষ্টধাতুর আংটি ব্যবহার করতে পারবে কি?

-মুছত্বফা
তালপাতিলা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অষ্টধাতুর আংটি বা উপকার করতে পারে এমন কোন আংটি পরিধান করেননি। কোন উপকার করবে অথবা অপকার প্রতিরোধ করতে পারবে এই বিশ্বাস করে ধাতুর আংটি, বালা বা অন্য কিছু ব্যবহার করা শিরক *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬; ছহীহ তিরমিযী হা/২০৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ডান হাতে আবার কখনো বাম হাতে আংটি পরিধান করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৮৮; আলবানী, মুখতাছার শামাইল, পৃঃ ৬২)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪)ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম'আর দিন নিজের পিতা-মাতার অথবা তাঁদের একজনের কবর যিয়ারত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে (বায়হাক্বী)। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-হাফীযুর রহমান
রামরায়পুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছটি জাল *(আলবানী, মিশকাত হা/১৭৬৮)*। কোন দিন নির্দিষ্ট করে নয় বরং যেকোন সময় পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা যাবে এবং দো'আ করা যাবে *(মুসলিম ১/১১৩)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫)ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
বিপ্রবর্থা পূর্বপাড়া, গাযীপুর।

উত্তরঃ কোন বিদ'আতী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করা শরী'আত সম্মত নয়। জন্মদিন, জন্মবার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী, শোক দিবস, শোক সভা ইত্যাদি পালন করা নাজায়েয। যেখানে একজন ইসলামে এগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই, সেখানে অমুসলিমের অনুষ্ঠানে কুরআন পাঠ করার প্রশ্নই আসে না। যদি সত্যিই এরূপ করা হয়ে থাকে তাহ'লে তা ইসলামকে উপহাস করার শামিল হবে।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬)ঃ আল্লাহ বলেছেন, মুমিন হ'তে পারলে শাসন ক্ষমতা দান করবেন। এই মুমিন কারা? তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য কী?

-ইসলামুল হক্ব
কামারকুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অবশ্যই আমার নেককার বান্দারাই যমীনের অধিকারী হবে' *(আম্বিয়া ১০৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি যমীনে তাদেরকে খেলাফত দান করবেন *(নূর ৫৫)*। অতএব তারা হবে, নেককার, প্রকৃত মুমিন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্ভেজাল আনুগত্যকারী। তাহলেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নেতৃত্ব দান করবেন। কিন্তু আজকে অধিকাংশ মুসলিম

সঠিক ইসলাম থেকে বিচ্যুত। তারা যখন আবার বিশুদ্ধ ইসলামের উপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, ছহীহ সুন্নাহ্র উপর চলতে পারবে এবং তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবে, তখনই আল্লাহ তাদের নেতৃত্বের অধিকারী বানাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭)ঃ রৌপ্য নির্মিত আংটিতে স্বর্ণের প্রলেপ লাগিয়ে ব্যবহার করা বৈধ হবে কি?

-ডাঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

উত্তরঃ স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে ইমিটেশন অলংকার বৈধ *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫১৪৩)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) গোঁফ এত ছোট করতেন যে চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেত। তিনি গোঁফ ও দাড়ির মধ্যবর্তী স্থানের লোম কেটে ফেলতেন (বুখারী)। আমরা এর বিপরীত করি কেন?

-রবীউল ইসলাম
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ হাদীছে এ ব্যাপারে তিনটি পরিভাষা উল্লেখিত হয়েছে (১) 'আহফুশ শাওয়ারিবা' অর্থাৎ তোমরা গোঁফ বেশী করে কাটো (২) 'ক্বাছছুশ শাওয়ারিবা' তোমরা গোঁফ ছাঁটো (৩) আনহিকুশ শাওয়ারিবা -তোমরা গোঁফ ছোট করো *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০ ও ৪৪২১)*। অতএব গোঁফকে খুব ছোট করা ভাল। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু গোঁফ কাটতেও বলেছেন তাই ঠোঁটের উপর ঝুলে যাওয়া অংশ সহ সম্পূর্ণ গোঁফ কাটা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার গোফ কাটলো না সে আমার দলর্ভুক্ত নয় *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৬১; মিশকাত হা/৪৪৩৮)*। ইবনু ওমর (রাঃ)-এর আমল হিসাবে বুখারীতে তরজমাতুল বাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল গোঁফের দুই পার্শ্ব দাড়ি থেকে তিনি পৃথক করতেন।

উল্লেখ্য, ঠোঁটের নীচের অংশ কাটার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯)ঃ মানুষ মারা গেলে মাইকে কিংবা মোবাইলে সংবাদ প্রচার করা যাবে কি?

-আবুল ফযল
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মোবাইলে সংবাদ দেয়া যাবে। তবে মাইকে প্রচার করা যাবে না। কারণ মাইক ও মোবাইলে সংবাদ প্রচার এক নয়। মাইকের মাধ্যমে সকল জনতার কাছে শোক সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এটা 'নাঈ' অর্থাৎ বিলাপ হিসাবে গণ্য হবে। হাদীছে শোক সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৯৮৬, সনদ হাসান)*। হাদীছে এসেছে সংবাদ জানিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আবেদন করে সংবাদ দিতে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেছেন *(বুখারী হা/১২৪৫; মুসলিম হা/৯৫১)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০)ঃ ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ার পর অনেকে বুকে ফুঁক দেয়। এর পক্ষে ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-আফযাল
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত আমলের পক্ষে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। শুধু আয়াতুল কুরসী পড়ার দলীল রয়েছে *(নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১)ঃ প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম পালনের সাথে সাথে সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-মমতাযুর রহমান
চুপিনগর, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ এক সঙ্গে দু'টিই করা যাবে এবং তাতে ফযীলত ভিন্ন ভিন্ন। সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, সোম ও বৃহস্পতি এ দু'দিনে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে ক্ষমা করে দেন। তবে সেই দু'ব্যক্তি ছাড়া যারা পরস্পর থেকে দূরে সরে থাকে। আল্লাহ বলেন, তাদের দু'জনকে ত্যাগ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে মীমাংসা না করে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৪০; মিশকাত হা/২০৭৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'এই দু'দিন বান্দার আমল সমূহ আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হয়। আমি পসন্দ করি যে, আমার আমল ছিয়াম অবস্থায় পেশ করা হোক' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫৬)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২)ঃ 'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে ধরে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না' (কাহফ ২৮)। এই আয়াতের ভিত্তিতে সৎ ও তাক্বওয়াশীল পাত্র-পাত্রী ছাড়া বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে কি?

এনামুল্লাহ
মাহমুদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াত শুধু বিবাহের সাথে যুক্ত নয়। অতএব সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে সৎ পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ করতে হবে। তাছাড়া এই আয়াত যার উপর নাযিল হয়েছে তিনিও বিবাহ করেছেন, অপরকে বিবাহ করতে বলেছেন। এমনকি বিবাহ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিকে তার উম্মত থেকে খারিজ হওয়ার ভয় প্রদর্শন করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ,*

মিশকাত হা/১৪৪)। অন্যত্র তিনি ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিতেও বলেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২)*। আর সমাজ সৎ পাত্র-পাত্রী শূন্য হয়ে গেছে তাও নয়। অতএব সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। আর যদি শারীরিক অক্ষমতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। তাছাড়া বিয়ের পরেও অনেকে তাকওয়াশীল হ'তে পারে।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩)ঃ নতুন মসজিদ উদ্বোধন করার শারঈ পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদ উদ্বোধন করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। মসজিদের দায়িত্বশীলগণ আযান দিয়ে নতুন মসজিদে ছালাত আদায় করা শুরু করবেন। তবে মসজিদ ছালাত আদায়ের উপযোগী হয়ে গেলে লোকদেরকে জানানো যেতে পারে এবং ছালাতের প্রতি উৎসাহিত করতে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক বক্তব্য দেয়া যেতে পারে। তখন এটা দাওয়াতী প্রোগ্রাম হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪)ঃ দাজ্জাল কি মৃত্যুবরণ করবে? সে কিভাবে মারা যাবে?

-আমীনুর রহমান
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ দাজ্জালকে ঈসা (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'লুদ্দ' নামক শহরের প্রধান ফটকে হত্যা করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫)ঃ কুনূতে নাযিলা বাংলায় পড়া যাবে কি? আরবীতে মুখস্থ করতে না পারলে করণীয় কী?

-বযলুর রশীদ
তেতুলিয়া, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে বাংলায় কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*। মুখস্থ করতে না পারলে পড়ার প্রয়োজন নেই। কারণ কুনূত পড়া আবশ্যক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ পাপ থেকে তওবা করার শারঈ পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

ফরীদ
আলোকছত্র, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ গোনাহ্ হ'তে মুক্তি লাভের আশায় পাপগুলো স্মরণ করে আল্লাহ্র নিকট একনিষ্ঠচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(তাহরীম ৮)*। তবে তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে (১) একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তওবা হ'তে হবে। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি পাপটি বান্দার সাথে যুক্ত থাকে, তাহ'লে উপরের তিনটি শর্ত পূরণের সাথে চতুর্থ শত হিসাবে তাকে বান্দার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে ও তাকে খুশী করতে হবে। নইলে তার তওবা শুদ্ধ হবে না' *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, 'তওবা' অনুচ্ছেদ)*। তওবার জন্য পাঠ করতে হবে 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭)ঃ সূরা জিন ৭০০ বার পড়লে জিন হাযির হয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

যহীরুল ইসলাম
বিপ্রবর্ধা, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা দলীলবিহীন।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮)ঃ মুছল্লী বেশী হওয়ার কারণে মসজিদে জায়গা সংকুলান না হলে ঈদের মাঠে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ঈদের মাঠে ঈদের ছালাত ব্যতীত অন্য ছালাত হবে না একথা কতটুকু সঠিক?

-রবীনুয্যামান
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদে জায়গা সংকুলান না হ'লে ঈদের মাঠ সহ যেকোন পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে। ঈদের মাঠে ঈদের ছালাত ছাড়া অন্য ছালাত হবে না এই ধারণা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র স্থান এবং মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৮৯; মিশকাত হা/৫৭৪৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯)ঃ দাজ্জাল কি মৃত্যুবরণ করবে? সে কিভাবে মারা যাবে?

-আমীনুর রহমান
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ দাজ্জালকে ঈসা (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'লুদ্দ' নামক শহরের প্রধান ফটকে হত্যা করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০)ঃ 'সত্য কথাই তিতা'। হাদীছটি কি ছহীহ?

আব্দুল গণী
কৈবর্ত্ত গ্রাম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ এ মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সব সত্য কথাই তিতা এমন কথাও সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সত্য কথা বল যদিও তা তিতা হয়' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৬)*।